উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২০ ভাদ্র ১৪২৯ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 6 September 2022 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

শিক্ষার ঔজ্জ্বল্যে আলো বয়সকালে

দুয়ের পাতায়

শুধু ধোনিই মেসেজ করেছে

এগারোর পাতায়

মমতার মুখে সততার পাঠ

সিলেবাসে নৈতিক চরিত্রের পরামর্শ

আরও ৮৯ হাজার শিক্ষক নিয়োগ

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : নৈতিক চরিত্র পাঠের পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলায় নানা অন্যায়, কেলেঙ্কারির আবহে এই পরামর্শ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষক দিবসে হঠাৎই পরামর্শটি শোনা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। সরাসরি উল্লেখ না করলেও শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সোমবার প্রস্তাবটি দিলেন তিনি। এজন্য স্কুলস্তরে রোজ একটি পিরিয়ড বরাদ্দ করতে শিক্ষকদের অনুরোধ করলেন। প্রত্যেক ক্লাসেই পড়ানো হবে নৈতিক চরিত্র গঠন।

পাঠক্রমের প্রস্তাব

- প্রত্যেক ক্লাসের সিলেবাসে নৈতিক চরিত্র
- রোজ প্রতি ক্লাসে একটি করে এই বিষয়ের পিরিয়ড
- পড়ানো হবে মনীষীদের কথা
- সিলেবাস তৈরি করবে শিক্ষা দপ্তর
- বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে সিলেবাস

শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির আবহের মধ্যেই সোমবার আরও ৮৯ হাজার শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তুতি চলছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আরও ৮৯ হাজার শিক্ষক নিয়োগ হবে। প্রস্তুত আছে সরকার।' দলের মন্ত্রী-নেতাদের দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তারির মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার ছাত্রছাত্রী সহ সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের জন্য একাধিক প্রকল্প নিয়েছে।'

শিক্ষারত্ন প্রদান উপলক্ষ্যে সোমবার কলকাতায় ওই অনুষ্ঠানে মমতা জানান, বিবেকানন্দের মতো মনীষীদের কথা হবে নৈতিক চরিত্র গঠনে পাঠক্রমের বিষয়। শিক্ষকদের উদ্দেশে তাঁর প্রস্তাব ছিল, 'একটা করে ক্লাস রাখুন। শিক্ষামন্ত্রীকেও বলব। তবে এখনই হবে না। কারণ, পাঠক্রম তৈরি করতে হবে। পাঠক্রম সংবেদনশীল বিষয়। যাঁরা এটা নিয়ে কাজ করছেন, গবেষণা করছেন, তাঁদের দিয়ে পাঠক্রম করানো উচিত।'

মমতার ভাষায়, 'যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য, তাঁদের শামিল করা উচিত।' মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাবকেও যথারীতি কটাক্ষ করেছেন বিরোধীরা। 'যিনি বলছেন, সবার আগে তাঁর এই ক্লাস করা উচিত' বলে সমালোচনা করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, 'অনৈতিকভাবে যে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁদের কাছে তো আর ছাত্রছাত্রীরা নৈতিকতা শিখতে পারবে না। সবার প্রথমে তৃণমূলের সব নেতার নৈতিকতার পাঠ নেওয়া উচিত।'

নিয়োগে দুর্নীতির দায় নাম না করে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘাড়ে ঠেললেও মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চাইলেন, 'কাজ করতে গেলে একটা-আধটা ভুল হতে পারে।' তবে পরক্ষণেই বিজেপি শাসিত রাজ্যের দিকে আঙুল তুলে তাঁর তোপ ছিল, 'মধ্যপ্রদেশের কেসটা দেখেছিলেন তো? ব্যাপম কেলেঙ্কারি হয়েছিল।'

মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে ছিল রাজ্যের আর্থিক দৈন্যের প্রসঙ্গ। তাঁর কথায়, 'রাতে ঘুম হয় না জানেন। ট্রেজারিতে টাকা আছে তো? এই চিন্তা হয়। একশো দিনের কাজের টাকা মেটাতে পারব তো?' গত ১১ বছর তৃণমূল সরকার ক্ষমতাসীন থাকাকালীন চালু হওয়া প্রকল্পগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেন তিনি। তাঁর ঘোষণা, 'আমরা ১৫ দিনের মধ্যে ৩০ হাজার ছেলেমেয়েকে নিয়োগপত্র দেব।'

ভগবানে ভরসা। কলকাতার পরেশনাথ মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

> একজন খারাপ মানে সবাই খারাপ নয়। জগতে সবাই ঠিক হয় না। আমার হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান? একটা মোটা, একটা বেঁটে, একটা রোগা, পাঁচটা আঙুল পাঁচরকম। সমাজে ভালো মানুষ আছে, খারাপ মানুষ আছে। একটা মানুষ খারাপ বা কেউ একটা খারাপ কাজ করল বা খারাপ ব্যবহার করল, তার জন্য পুরো সমাজটাকে কুৎসা করলাম, আর সবাইকে এক জায়গায় ফেললাম, এটা ঠিক নয়।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

বঙ্গ সংস্কৃতিতে সেরার শিরোপা

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : এবার সংস্কৃতিতেও আন্তর্জাতিক শিরোপা লাভ বাংলার। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই পরেশনাথ মন্দিরে একটি অনুষ্ঠানে এই খবর দেন। একইসঙ্গে তিনি এব্যাপারে টুইট করেও উচ্ছ্বাসপ্রকাশ করেছেন। মমতা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রসংঘের ওয়ার্ল্ড টুরিজম অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত সংস্থা প্যাসিফিক এরিয়া ট্রাভেল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাকে ২০২৩ সালের 'বেস্ট ডেস্টিনেশন ফর কালচার' পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংস্কৃতির সেরা গন্তব্য হিসেবে বাংলাকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। টুইটারে মমতা লিখেছেন, 'বিশ্বের সংস্কৃতির মানচিত্রে এভাবেই জায়গা করে নিল বাংলা।

আগামী বছর মার্চ মাসে বিশ্বের পর্যটন ও বিমান চলাচলে শীর্ষস্থানীয়দের সম্মেলনে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। ওই অনুষ্ঠানে ভারত সহ বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও সচিবরা হাজির থাকবেন।' এই পুরস্কারপ্রাপ্তিতে রাজ্যের সব মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার এজন্য বেশকিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের এই শিরোপা লাভ।

ঘুরিয়ে দুর্নীতি কবুল

বাম জমানাকে নিশানা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : গ্রেপ্তার হওয়ার পরে নিজের দলের বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের পাশে দাঁড়ালেও রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়াননি তৃণমূল নেত্রী। দলের সমস্ত পদ থেকে পার্থকে তাঁর নির্দেশেই সরিয়ে দিয়েছিল তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। শিক্ষক দিবসেও সোমবার নাম মুখে না নিয়েও তিনি বুঝিয়ে দিলেন, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জন্য তাঁর দল ও সরকারকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। প্রকারান্তরে পার্থর আমলে শিক্ষা দপ্তরে দুর্নীতিটা মেনেও নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

যদিও সেই একজনের জন্য সকলকে দায়ী করা উচিত নয় বলে বারবার মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে তাঁকে। বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কয়েকটা ছেলেমেয়ে রাস্তায় বসেছিল। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি তখন বলেছিলাম, এদেরটা করে দিন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, এদের নম্বর পারমিট করছে না। আমি তাও বলেছিলাম। আমার দয়ামায়া বেশি। তাই বেশি গালাগালিও খাই।'

এই মন্তব্যে মনে করা হচ্ছে, নিয়োগে দুর্নীতি এবং জটিলতার দায় পার্থর ঘাড়ে পুরোপুরি চাপিয়ে দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলা সত্ত্বেও পার্থ আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু করতে চাননি বলে বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ লঘু করতে গিয়ে তিনি টেনে এনেছেন বাম আমলের দুর্নীতি। মমতার বক্তব্য, 'সব দপ্তরে সিপিএম গেঁথে বসে আছে। সিপিএমের আমলের একটা কাগজও পাচ্ছি না। তখনকার কোনও কাগজ আমরা খুঁজেই পেলাম না। আলমারি পাইনি। আমাদের আমলের কাগজ আছে বলেই তো ভুলটা ধরতে পারছেন।'

আক্রমণ আরও শাণিত করতে জ্যোতি বসুর মন্ত্রীসভা থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ইস্তফার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলতে থাকেন, 'বুদ্ধদেববাবুর কথা মনে আছে? চোরেদের মন্ত্রীসভায় আর কাজ করব না বলে পদত্যাগ করেছিলেন। বর্ধমানের বিনয় চৌধুরী বলেছিলেন, গভর্নমেন্ট অফ দ্য কনট্রাক্টর, ফর দ্য কনট্রাক্টর, বাই দ্য কনট্রাক্টর। আমার একটু একটু মনে পড়ে।' বিচারপতিদের ভূমিকা নিয়েও ঠারেঠোরে সমালোচনা শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে।

শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে মমতা বলেন, 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, রাইট টু মেক ব্লান্ডার্স। ভুল করাটাও অধিকার। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে সুসম্পর্ক নেই। তিনি একটা রায় দিয়েছিলেন। যদি কোনও ক্ষেত্রে দেখো ভুল হয়েছে, তাহলে সংশোধন করে দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সিপিএমের আমলে স্বাস্থ্য দপ্তরে কেলেঙ্কারি হয়েছিল। তিনি সেটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। হতেই পারে। কত গাদা গাদা কমিটি আছে।

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

ঋষিকে হারিয়ে প্রধানমন্ত্রী ট্রাস

মিলে গেল পূর্বাভাস। শেষ বেলায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনককে টেক্কা দিয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মেরি এলিজাবেথ ট্রাস অর্থাৎ লিজ ট্রাস। সোমবার শাসক কনজারভেটিভ পার্টির তরফে বরিস জনসনের উত্তরসূরি হিসাবে ট্রাসের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। মার্গারেট থ্যাচার ও টেরেসা মে'র পর তিনি তৃতীয় মহিলা যিনি ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের বাসিন্দা হবেন। অন্তর্দলীয় ভোটাভুটিতে সুনককে ২০ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন ট্রাস।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

বাণিজ্য-কথায় আগ্রহী ঢাকা

শেখ হাসিনার সফরে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের ধারণা, জলপথ যোগাযোগ, ছিটমহল বিনিময়, ট্রানজিট চুক্তির পর এবার ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতিতে রাশ টানতে চাইছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকে সামনে রেখে জানালেন বাংলাদেশের অন্যতম অর্থনীতিবিদ তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ডঃ আতিউর রহমান।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

বিদেশ যেতে বাধা নেই অভিষেকের

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আইনে দ্বৈরথে নেমে আবারও 'সুপ্রিম' ধাক্কা খেল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। তিনি বিদেশেও যেতে পারবেন চিকিৎসার জন্য। সোমবার ইডি বনাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালতে জানানো হয়েছে, লাগাতার জেরা করেও অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও উল্লেখযোগ্য অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি ইডি।

বিস্তারিত আটের পাতায়

নাম পালটে গেল দিল্লির রাজপথের

নয়াদিল্লির ঐতিহাসিক রাজপথের নাম পালটে হচ্ছে 'কর্তব্যপথ'। রাজপথের নাম রাখা হয়েছিল ব্রিটেনের রাজা পঞ্চম জর্জের সম্মানে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই স্মৃতি মুছে দিতে চাইছে। সেন্ট্রাল ভিস্টা লনের নামও হচ্ছে কর্তব্যপথ। সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী বিজয় চক থেকে ইন্ডিয়া গেট পর্যন্ত রাস্তা নতুন করে উদ্বোধন করবেন।

তিনধারিয়ার পথে ফের ধস ও ফাটলে বাড়ছে চিন্তা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : রাস্তার মধ্যে বড়সড় ফাটল চলে গিয়েছে এপার থেকে ওপার অবধি। যদি সেই ফাটল আরও বাড়ে, যদি ধস নামে, তাহলে পুজোর মুখে কি ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে? ধসের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত টয়ট্রেনের লাইন সারিয়ে আবার পরিষেবা চালু করার ব্যস্ততার মধ্যেই এই নতুন আশঙ্কার অশনিসংকেত দেখা দিয়েছে।

ধস সরিয়ে বুধবার থেকে ফের এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা শুরু করার পরিকল্পনা করেছিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। কিন্তু সোমবার বিকেলের পর থেকে বৃষ্টির জেরে ফের ১৭ মাইলে ধস নামায় ট্রেন চালানো নিয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন রেলকর্তারা। এছাড়া, রেলকে নতুন করে ভাবাচ্ছে ১২ মাইলের কাছে ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কে ফাটল। রংটংয়ের আগে ১২ মাইলের কাছে বেশ কয়েক জায়গায় রাস্তায় আড়াআড়ি ফাটল দেখা দিয়েছে। এতেই আরও বড় বিপদ দেখছেন রেলকর্তারা। ওই রাস্তা যদি ধসে যায়, তবে টয়ট্রেনের লাইনও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পুজোর মুখে

সমস্যা যেখানে

- ৭ তারিখ থেকে ট্রেন চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল রেল
- কিন্তু সোমবার বিকেল থেকে ফের ওই এলাকায় ধস নামছে
- ১২ মাইলের কাছে রাস্তায় আড়াআড়ি ফাটল
- কিছুদিন আগেই ওই ফাটল মেরামত করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ
- জলের তোড়ে মাটি ধুয়ে যাওয়ায় ফের রাস্তা কিছুটা বসে গিয়েছে

এই ধরনের সমস্যা হলে আরও বেশ কিছুদিন টয়ট্রেন বন্ধ রাখতে হবে। এতে রেলকে আরও বেশি ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। এমনকি, সড়ক যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যাবে। বিষয়টি নিয়ে রেলের তরফে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, সোমবার সকালেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিকরা এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি দেখে এসেছেন। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রাজেশ সিনহার বক্তব্য, 'আধিকারিকরা পরিস্থিতি দেখে এসেছেন। ফাটল আপাতত ভরাট করে দেওয়া হবে। কিন্তু তারপরেও কখন কী হবে, সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়।'

ডিএইচআর ডিরেক্টর একে মিশ্রা বলেন, 'কবে থেকে টয়ট্রেন চালানো সম্ভব হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। নতুন করে ধস নামছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।'

তিনধারিয়ার আগে ১৭ মাইলে ধসের কারণে পাঁচদিন ধরে এনজেপি থেকে দার্জিলিং রুটে টয়ট্রেন চলাচল বন্ধই রয়েছে। রেলকর্মীরা লাইন থেকে ধস সরালে ফের ওপর থেকে একটু একটু করে মাটি ধসে পড়ছে লাইনে। এদিকে, লাইনের ঠিক ওপরেই একটি বাড়ি আলগাভাবে ঝুলছে।

এরপর দশের পাতায়

শিক্ষক দিবসে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু ২ ছাত্রীর

মনজুর আলম

চোপড়া, ৫ সেপ্টেম্বর : সোমবার শিক্ষক দিবসে শিক্ষকরা ওদের অনেক আশীর্বাদ করেছিলেন। মন দিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি সাবধানে মোবাইল ফোন ব্যবহারের পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু এদিনটি উদযাপনের আনন্দে ওরা হয়তো সবই ভুলে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে ট্রেনের ধাক্কায় দুই স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু হল। এদিন চোপড়া থানার ধুমডাঙ্গি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতাদের নাম আসিফা খাতুন ও নুরেসা খাতুন। সম্পর্কে তারা কাকাতো বোন। মহম্মদবক্স হাইস্কুলে দশম শ্রেণির পড়ুয়া এই দুই ছাত্রী হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের বামগছ কাঁঠালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ছিল। মহম্মদবক্স হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার সরকার বলেন, 'শিক্ষক দিবসে এদিন স্কুলে অনুষ্ঠান ছিল। অন্যদের পাশাপাশি ওই দুই পড়ুয়াও এদিন স্কুলে এসেছিল। রেললাইন ধরে বাড়ি ফেরার পথে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়লে ঘটনাস্থলেই ওদের মৃত্যু হয়।' কানে মোবাইল ফোন নিয়ে রেললাইন ধরে হাঁটার সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে প্রধান শিক্ষকের ধারণা।

আরপিএফ সূত্রে খবর, দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস এদিন বিকেল ৩টা বেজে ৫৫ মিনিটে ধুমডাঙ্গি স্টেশন অতিক্রম করে। স্টেশন থেকে এক কিলোমিটার দূরে সেটির ধাক্কায় দুই ছাত্রী মারা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারাই উদ্যোগ নিয়ে মৃতদেহ দুটি ওই পড়ুয়াদের বাড়িতে পৌঁছে দেন। রেল পুলিশ ও চোপড়া থানার পুলিশ পরে গ্রামে যায়। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। মহম্মদবক্স হাইস্কুলের শিক্ষকরা এদিন গ্রামে গিয়ে ওই পড়ুয়াদের পরিবারের পাশে দাঁড়ান।

এরপর দশের পাতায়

বিচ্ছিন্ন গ্রামে প্রথম পুজোর আয়োজন হিন্দু-মুসলমানের

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ৫ সেপ্টেম্বর : আর নদী পেরিয়ে ঠাকুর দেখতে যেতে হবে না। এই প্রথম পুজোর ঢাক বাজবে গ্রামেই। স্থানীয় দেশবন্ধু ক্লাবের সদস্যরা বৈঠক করে এবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পুজো হবে নতুন বাজার এলাকায়। এখন থেকেই তাই বুকের মধ্যে কাশফুলের আনন্দ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আলিপুরদুয়ার জেলার দক্ষিণ হলদিবাড়ি।

গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ঘোলানি নদী। সেই নদী পার করে চ্যাংমারি বড়ঘাট। সেখানে অবশ্য আগে থেকেই পুজো হয়। এতদিন কাছেপিঠের পুজো বলতে ছিল ওই নদী পার হয়ে বড়ঘাটের পুজো দেখতে যাওয়া। কিন্তু সেই নদী পারাপার করাটাই একটা সমস্যা। পাকা সেতু তো নেই। বিশেষ করে বর্ষাকালে, নদী যখন ফুলেফেঁপে ওঠে, তখন নৌকায় চেপে চলে পারাপার। পুজোর সময়ও নদীতে জল থাকে যথেষ্ট। আবার তখন নৌকাও যে সহজে পাওয়া যায়, তাও নয়। তাই অবধারিত ভোগান্তি।

কিন্তু এবার পরিস্থিতি অন্যরকম। পুজো দেখতে নদী পার আর 'বাধ্যতামূলক' নয়। তাই উৎসাহ উদ্দীপনায় মেতেছে গোটা গ্রাম। জাতিধর্মনির্বিশেষে উৎসাহী গ্রামবাসীদের একাংশ পুজো খরচের দায়দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছেন নিজেদের মতো করে। আয়োজনে যেমন ব্যস্ত খোকন সরকার, তেমনই চরকা মিয়াঁও। গ্রামবাসীরা সবাই মিলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় পুজো আয়োজনে বাড়তি উৎসাহ পাচ্ছেন উদ্যোক্তারাও।

প্রথম পুজো বলে কথা। আয়োজনের অভিজ্ঞতা তো নেই। কিন্তু তাতে দমার পাত্র নন খোকন, চরকা, বাপি সরকার, অনন্ত দাস, নয়ো লাকড়ারা। এমনিতে গ্রামীণ পুজোয় তো আর থিমের বাহার বা আলোকসজ্জার চমক ইত্যাদি নেই। তাই মাসখানেক আগে থেকে ব্যস্ততারও কোনও কারণ নেই। কিন্তু যেহেতু এই প্রথমবার, তাই উদ্যোক্তারা এখন থেকেই ভারী ব্যস্ত।

এরপর দশের পাতায়

চ্যাংমারি বড়ঘাটের পুজো দেখতে কয়েক কিলোমিটার ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়। ঘোলানি পারাপারে নেই পাকা সেতু। -সংবাদচিত্র

গো ও ও ও ল। পাশে আপন বেগে বয়ে চলেছে মহানন্দা। দূরে নীল আকাশে মিশেছে পাহাড়। তারই মাঝে বৃষ্টির মধ্যে কাদা মেখে ফুটবলে মেতে একদল দামাল। শিলিগুড়িতে সোমবার। ছবি : সূত্রধর

ভাড়ার গেরোয় সিঁদুরে মেঘ উত্তরের ভ্রমণে

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : পুজোর কয়েকদিন পাড়ায় থাকবেন, নাকি পাহাড়ে? দোনামনা করছিলেন? আপাতত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ঘুরতে আসবেন উত্তরবঙ্গে? আপনার সে সাধের শারদীয়া ভ্রমণের আশার গুড়ে 'দামি' বালি ঢালতে বসে রয়েছে বিভিন্ন বিমান ও বাস সংস্থা। যাঁরা চটজলদি পরিকল্পনা করে, পুজোর চার মাস আগেই দিনক্ষণ ঠিক করে ট্রেনের টিকিট কেটে ফেলেছিলেন, তাঁরা কার্যত কেটে ফেলেছেন লটারির টিকিটটাই। আর যাঁরা একটু দেরি করে ফেলায় ট্রেনের টিকিট পাননি, তাঁরা পুজোর সময় প্লেন আর বাসের টিকিটের দাম দেখে হাত কামড়াচ্ছেন। আর তাই পুজোর এক মাস আগে যে 'স্পেশাল বুকিং'-এর ঢল নামে পাহাড়-ডুয়ার্সের পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে, এবার সেই চেনা ছবি উধাও। আসতেই না পারলে আর লোকজন যাবেনই বা কোথায়!

সবে সেপ্টেম্বর মাস শুরু হয়েছে। পুজোর এখনও প্রায় এক মাস বাকি। কিন্তু এখন থেকেই পুজোর সময়কার বিমানভাড়া আকাশছোঁয়া। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাসভাড়াও। আর যত দিন যাচ্ছে, তত চাহিদা বাড়ছে। তত দামও বাড়ছে। ট্রেনের টিকিটের দাম তো বাড়েনি। কিন্তু পুজোর সময়কার টিকিট বুকিং যেদিন শুরু হয়েছে, সেদিনই টিকিট শেষ।

দুই বছর পর করোনা পরিস্থিতির গেরো কাটিয়ে পরিস্থিতি এখন অনেকটা স্বাভাবিক। কিন্তু তারপরেও শুধুমাত্র যাতায়াতের টিকিট সমস্যার কারণে এবার পুজোর পর থেকেই পাহাড় ও ডুয়ার্স আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যাবে। অথচ, পুজোর পরেও আরও বেশ কয়েকদিন ভিড় থাকার কথা ছিল। আর এতেই প্রমাদ গুনছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের কথায়, আগে তো কালীপুজো অবধি লোক আসত। এবার কিন্তু পুজোর পর সেভাবে বুকিংয়ের ভিড় নেই।

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'পুজোর চারদিন বুকিং থাকলেও পুজো শেষ হওয়ার পরবর্তী ক'দিন কিন্তু সেভাবে বুকিং নেই। আগে কোনওদিন এরকম আমরা দেখিনি। আসলে বিমানভাড়া যে হারে বেড়েছে সেটাই এর অন্যতম কারণ বলে আমার মনে হয়।'

পুজো পুজো গন্ধ পাহাড়-ডুয়ার্সে। অপেক্ষা শুধু পর্যটকের। ছবি : অভিরূপ দে

ভাড়ার গেরোটা ঠিক কীরকম? পুজোর সময় বিমানভাড়া এখনই যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা এককথায় মারাত্মক। কলকাতা থেকে বাগডোগরার ভাড়া ষষ্ঠী থেকেই চড়া। ষষ্ঠীতে যাত্রীপিছু ভাড়া ১১ হাজার, সপ্তমীতে তা ১০ হাজারেরও কিছু বেশি। অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে তা প্রায় ৭ হাজার। আরও বাড়তে পারে। আর এই চড়া ভাড়া কিন্তু আগে থেকেই। অর্থাৎ, যাঁরা অনেক আগে টিকিট কেটেছেন, তাঁরাও যে খুব একটা লাভবান হয়েছেন, তা কিন্তু নয়। একাদশী থেকে যে এই ভাড়া কমবে, সে সম্ভাবনাও নেই। একাদশীর পর থেকেও কলকাতা-বাগডোগরার ভাড়া ৬ হাজারের কাছেই ঘোরাফেরা করছে। তবে বাগডোগরা-কলকাতার ভাড়া এর থেকেও বেশি। একাদশীর পর থেকে পরবর্তী এক সপ্তাহ বিমান ভাড়া ১১ হাজার টাকায় গিয়ে ঠেকেছে।

এরপর দশের পাতায়

শিক্ষার ঔজ্জ্বল্যে আলো বয়সকালে

উজ্জ্বল রায়

ধূপগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ৬৫ ছুঁইছুঁই বৃদ্ধা কাঞ্চনমালা দাসের মনের দুঃখ একটাই, নাতনিকে পড়াতে পারেন না। গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে পড়া নাতনিটা কতবার বই হাতে এসে বলেছিল, ঠাম্মা এটা পড়িয়ে দাও। বারবার চুপ থেকেছেন কাঞ্চনদেবী। পুঁচকি নাতনিটা কী বোঝে, যে আগেকার দিনে গরিব ঘরের মেয়েদের পড়াশোনার কোনও সুযোগই ছিল না? তার উপর ১৫ হতে না হতেই বিয়ে, সংসারের হাল সামলানো!

শ্রীমাতা মণ্ডলের জীবনও ট্র্যাজেডিতে ভরা। 'জয় বাংলা'র সময় ভিটেমাটি ছেড়ে পরিবারের হাত ধরে পুঁটুলি নিয়ে কাঁটাতার পেরোনো। এপারে এসে ছন্নছাড়া অবস্থা। তাঁরও আক্ষেপ, যদি পড়ার সুযোগ পেতেন! একই আক্ষেপ ধূপগুড়ির কমলতলা বাজারে সুপারির দোকান করা ষাটোর্ধ্ব জয়শ্রী রায়ের। ব্যাংকে টাকা তুলতে গেলে টিপসই দিতে হয়। তাঁর কথায়, 'টিপসই দেওয়ার সময় লোক কেমন করে তাকায়!' চায়ের দোকানের কর্মচারী কেটু রায় কাগজ পড়তে পারেন না। বললেন, 'সামান্যতম পড়াশোনা থাকলেও পাশের দোকানের রজতদার মতো আমিও জোরে জোরে পেপার পড়ে সবাইকে শোনাতাম।'

একদিন তাঁরা শুনলেন, ধূপগুড়ির ইচ্ছেডানা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের তরফে বয়স্কদের পড়াশোনা শেখানো হবে। জয়শ্রীদেবীরা সেখানে নাম লিখিয়ে ফেললেন। ওঁদের কেউ ৬০, তো কেউ ৬৫ ছুঁইছুঁই। কেউ পরিচারিকার কাজ করেন, কেউ মজুরের। তাঁদের একটাই বক্তব্য, যাতে কেউ নিরক্ষর বলতে না পারে। তবে প্রবীণ স্বাক্ষরতা অভিযান শুরু করাটা মুখের কথা ছিল না ইচ্ছেডানা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের সদস্যদের। অনেকেই উপহাস করেছিলেন। শত উপহাসেও থামেননি তাঁরা।

ফেব্রুয়ারি নাগাদ ধূপগুড়ির বিদ্যাশ্রম হরিজন সেবক সংঘের একটি ঘরে শুরু হল প্রবীণ স্বাক্ষরতা অভিযান। মাত্র হাতেগোনা কয়েকজনকে নিয়ে শুরু হল প্রবীণ শিক্ষার স্কুল। প্রথমে তো কেউ আসতেই চাইতেন না। ক্লাস করতে এলে নাকি পাড়ায় কানাঘুষো শুরু হয়, 'স্কুলে যাচ্ছে-চাকরি পাবে'। তবে থেমে থাকেননি সংগঠনের সদস্যরা। রীতিমতো বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুঝিয়েছিলেন স্বাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা।

আর এখন যুগল দাসি, মিলন দাসিসরকারের মতো মানুষের বাড়িতে কাজ করা বৃদ্ধারা নিয়মিত ক্লাসে আসেন। রীতিমতো তাঁদের পড়ায় মনোযোগী তাঁরা। সেখানে ৩৪ জনের মতো পড়ছেন। তাঁদের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় চালু করা হয়েছে মিড-ডে মিল। একসময় অক্ষর চিনতে না পারা বকুল সরকার (৬৪) এখন দিব্যি বাক্য পড়তে পারেন। তাঁদের পড়াতে পেরে খুশি শিক্ষক মিষ্টি খাতুন, অলোক রায় এবং বিউটি। ফাউন্ডেশনের সম্পাদক অলোক রায় বলেন, 'আমরা সারা বছর বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকি। প্রান্তিক এলাকায় বয়স্কদের স্বাক্ষর করাতে পেরে ভালো লাগছে।' প্রতি বছর হয় তাদের ইচ্ছেডানা বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করে।

এখানে শুধু পড়াশোনাই হয় না, প্রতি সপ্তাহে রবি ও শনিবার গল্পগুজবের আসর বসে প্রেক্ষিতে। কেউ গান শোনান, তো কেউ কবিতা। সহপাঠীদের সঙ্গে একে অপরে শেয়ার করেন জীবনের ঘটে যাওয়া দুঃখের কাহিনী। 'ছাত্র' নারায়ণ দাস বলেন, 'ছোটবেলায় হয়ে ওঠেনি। এখন পড়াশোনা শিখতে পেরে খুব গর্ব হচ্ছে। মরার পর কেউ বলতে পারবে না লোকটা নিরক্ষর ছিল।'

তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকলেও পড়াশোনায় মগ্ন। ধূপগুড়ির একটি সংস্থার হলঘরে। -সংবাদচিত্র

> ছোটবেলায় হয়ে ওঠেনি। এখন পড়াশোনা শিখতে পেরে খুব গর্ব হচ্ছে। মরার পর কেউ বলতে পারবে না লোকটা নিরক্ষর ছিল।
>
> – নারায়ণ দাস

কৌশল বদল করেও চ্যাংরাবান্ধায় ধৃত দালাল ও ২ বাংলাদেশি

অনুপ্রবেশের পর বাইকে সওয়ার

গৌতম সরকার

চ্যাংরাবান্ধা, ৫ সেপ্টেম্বর : চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে কাজের খোঁজে বাইরে যাওয়ার উদ্দেশে রওনার আগেই বিএসএফের হাতে ধরা পড়ল এক ভারতীয় দালাল সহ দুই বাংলাদেশি নাগরিক। ধৃত মঞ্জুর আলম এবং নুর আলম বাংলাদেশের ঠাকুরগঞ্জের মঙ্গলহাটের বাসিন্দা। সেইসঙ্গে পুষ্পনাথ রায় নামে এক ভারতীয় দালালও ধরা পড়েছে। পুষ্পনাথের বাড়ি শিলিগুড়ির সেবক রোড এলাকায়।

বিএসএফ সূত্রে খবর, দুই বাংলাদেশি নাগরিক চ্যাংরাবান্ধার খোলা সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকেছিল। এরপর তাঁরা পুষ্পনাথের বাইকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত থেকে কিছুটা দূরে বাইপাস এলাকায় ময়নাগুড়ি-মাথাভাঙ্গা সড়ক থেকে তিনজনকে আটক করেন বিএসএফের ৯৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। পরে তিনজনকেই মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মেখলিগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বারবার অনুপ্রবেশের ঘটনায় সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। বিএসএফের উত্তরবঙ্গের এক আধিকারিক অবশ্য জানিয়েছেন, সীমান্তে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে বলেই সাফল্য মিলছে। এদিনও বাইক সহ তিনজনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় সীমান্ত এলাকার আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সে বিষয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে।

গত কয়েকমাসের ব্যবধানে মেখলিগঞ্জ মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে ১০০ জনেরও বেশি বাংলাদেশি পুলিশ ও বিএসএফের হাতে ধরা পড়েছে। ধৃতদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশ, গোরু পাচার, চোরাচালানের অভিযোগ রয়েছে। তবে এদিনের ঘটনার তদন্তে নেমে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রে খবর।

পুলিশ ও বিএসএফকে ফাঁকি দিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবৈধ পারাপারের কাজে কৌশল বদল করছে দালালরা। সে দেশ থেকে যাত্রীদের সীমান্ত পার করিয়ে আনার পর মোটা টাকার বিনিময়ে তাঁদের শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও নিচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় পুলিশ ও বিএসএফের কড়া নজরদারি রয়েছে। সীমান্ত এলাকায় চলাচল করা ছোট গাড়ি, বাসে সর্বদা নজর থাকে বিএসএফের। এই অবস্থায় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চোখকে ফাঁকি দিতে বাংলাদেশিদের বাইকে তুলে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দালালদের কেন এই কৌশল বদল? অনেকের মতে, বাস, ছোটগাড়ির তুলনায় বাইকে সন্দেহ কম করে বিএসএফ। আর তাই বাংলাদেশিদের সীমান্ত থেকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে এই মাধ্যমকে বেছে নিচ্ছে দালালরা। কয়েকমাস আগেও মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি থানা এলাকা থেকে এক ভারতীয় দালাল সহ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার হয়। সেইসময়ও বাংলাদেশিকে বাইকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এদিন ফের একইরকমভাবে বাংলাদেশি ধরা পড়ার ঘটনায় অবৈধ পারাপারের কাজে কৌশল বদলের দিকটি স্পষ্ট হচ্ছে। এনিয়ে সীমান্তের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সীমান্তে বিএসএফের কড়া নজরদারি থাকা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশের ঘটনা অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে।

আটক দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সঙ্গে বিএসএফ জওয়ানরা।

পাচারের পথ

- সীমান্তে অবৈধ পারাপারের কাজে কৌশল বদল করছে দালালরা
- বিএসএফকে ফাঁকি দিতে বাংলাদেশিদের বাইকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
- কয়েকমাসের সীমান্তে ১০০ জনেরও বেশি বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

সূর্যাপুরি আম

জিআই ট্যাগের আবেদন শুরু

ইসলামপুর, ৫ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুরের সূর্যাপুরি আমের জিআই রেজিস্ট্রেশন পেতে উদ্যোগী উদ্যানপালন বিভাগ। এব্যাপারে বিভিন্ন প্রক্রিয়া শুরু করেছে তারা। এই আমের মিষ্টতা, আকার, ওজন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কারণে একসময় ব্যাপক চাহিদা ছিল। সম্ভাবনা, বিবেচনা করে ও আমের স্বত্ব (পেটেন্ট) সুরক্ষার চিন্তা থেকেই সূর্যাপুরি আমকে জিআই পণ্য হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করতে চলেছে জেলার উদ্যানপালন বিভাগ। উদ্যানপালন বিভাগের ইসলামপুরের সহ অধিকর্তা অনীক মজুমদার বলেন, 'রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে আমরা কাজ করছি। সংশ্লিষ্ট বিভাগে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।'

৫জি'র পথ দেখাবে রিলায়েন্স জিও

নিউজ ব্যুরো

৫ সেপ্টেম্বর : ভারতকে ৪জি থেকে ৫জি'র ডিজিটাল ট্রানজিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে রিলায়েন্স জিও। ১৮ মাসের মধ্যে ভারতজুড়ে কয়েকটি ফেজে ৫জি পরিষেবা চালু করতে জিও দুই লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। জিও ভারতের প্রথম টেলিকম অপারেটর হতে চলেছে, যারা সম্পূর্ণ স্ট্যান্ডঅ্যালোন ৫জি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করছে। জিও ৫জি বিশ্বের বৃহত্তম ও সবচেয়ে অ্যাডভান্সড ৫জি নেটওয়ার্ক হতে চলেছে।

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি বলেন, 'আধার, জনধন যোজনা, রূপে পেমেন্ট কার্ড, ইউপিআই, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ, আয়ুষ্মান ভারতের মতো প্রকল্প সফল হয়েছিল। তার অন্যতম কারণ জিও একটি বিশ্বমানের ৪জি ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির পাশাপাশি সেই পরিষেবার দাম মানুষের সাধ্যের মধ্যে রেখেছিল।'

সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে এই কমপ্লিট ৫জি সলিউশন তৈরি করেছে জিও। শুধু তাই নয়, জিও গুগলের সঙ্গে পার্টনারশিপের মাধ্যমে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকদের গুগলের ক্লাউড সলিউশনের সুবিধা দিতে চলেছে। সেইসঙ্গে ফিনল্যান্ডের ওউলু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ৬জি নিয়ে রিসার্চ ও স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের কাজ করছে।

রক্তদান শিবির

খড়িবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : সোমবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে খড়িবাড়ি হাইস্কুলের উদ্যোগে স্কুলের সামনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থা ওই শিবির পরিচালনায় সহায়তা করে। সংগৃহীত ১৭ ইউনিট রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে।

অচল ভারতীয় সিম, সীমান্তে হাজার সমস্যা

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর : এখানে ভারতের সিমকার্ড কাজ করে না। বেহাল রাস্তার কারণে ঢোকে না অ্যাম্বুল্যান্সও। ফলে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই ভুটভুটিতেই জন্ম হয়ে যায় নবজাতকের। তার ওপরে দুই পারের জওয়ানদের হাজারো বিধিনিষেধ মানতে হয় গ্রামবাসীদের। সোমবার মহিষগাঁও সীমান্তে তারকাটার বেড়াঘেঁষা ঘরগুলির দুয়ারে পা দিতেই হইচই পড়ে যায়। কে আগে সমস্যার কথা জানাবেন, তা নিয়ে রেষারেষি চলে। ৬৫ বছরের বৃদ্ধা সাবিনা বেওয়ার কথায়, 'সন্ধ্যা সাতটার পর আমার ছেলে হাট করে বাড়ি ঢুকতে পারে না অনেকদিন। বিএসএফ রাতভর ক্যাম্পে বসিয়ে রেখে দেয়। বৌমা শাকিলা খাতুন রাতে ভাত বেড়ে অপেক্ষা করছিল, দেখা পর্যন্ত করতে দেয়নি। সীমান্তবাহিনীদের রাস্তা ধরে রোজ যাতায়াত করতে হয় আমাদের। ফলে একটু বেচাল হলেই হাজার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।'

হেমতাবাদের চৌনগর পঞ্চায়েতের মাকড়হাট সীমান্ত। হাত বাড়ালেই বাংলাদেশ। ৩৬৫ দিন সেখানে ঘড়ির কাঁটা মেপে স্রেফ টিকে থাকার লড়াই করতে হয় প্রায় পাঁচ হাজার বাসিন্দাকে। এদিকে কাঁটাতারের ওপারে সীমান্তের বাসিন্দাদের কয়েকশো আবাদি জমি রয়েছে। অথচ সেখানে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষীদের (বিজিবি) রোষানলের মুখে প্রায়শই পড়তে হয় মহিষগাঁও, মাকড়হাট সীমান্ত বাসিন্দাদের। বছর চারেক আগে চাষ করতে গিয়ে বিজিবি'র গুলিতে প্রাণ হারান ভারতীয় কৃষক। একটাই প্রাথমিক স্কুল রয়েছে, নেই কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রও। কিন্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের।

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কবিতা বর্মন। তিনি বলেন, 'সীমান্তবর্তী গ্রামে অনেক রাস্তা বেহাল। সেগুলি দ্রুত সংস্কার করা হবে।'

দিল্লিতে সম্মান মেটেলির আদিবাসী যুবকের

চালসা, ৫ সেপ্টেম্বর : সামাজিক ক্ষেত্রে কাজের জন্য দিল্লিতে বিশেষ সম্মান পেলেন মেটেলি ব্লকের আইভিল চা বাগানের নেওড়া লাইনের আদিবাসী যুবক আসান তিরকি। গত ৩১ অগাস্ট দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে রাষ্ট্রীয় গৌরব অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন ত্রিপুরা, ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট জেনারেল কৃষ্ণমোহন শেঠ। আসানের এই সম্মানে খুশি তাঁর পরিবার, প্রতিবেশীরা।

ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি নামের এক সংস্থা আসানকে এই সম্মানে ভূষিত করেছে। দেশের নানা এলাকায় যেসব মানুষ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছেন, তাঁদের এই সম্মান দেয় তারা।

আসান বলেন, 'আমি গত কয়েক বছর ধরে চা বাগানের আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন ও অধিকারের জন্য কাজ করছি। সেই কাজের কথা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ২০২১ সালের জুলাইয়ে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি আমাকে ওই সম্মান দেওয়ার জন্য চিঠি পাঠায়। তারপর দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানায়। উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র আমিই এই সম্মান পেয়েছি। আগামীতে আরও ভালোভাবে কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগাবে এই সম্মান।'

বর্তমানে আসান একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন ও অধিকার নিয়ে কাজ করছেন। ছেলের এই সম্মানে খুশি বাবা রাজেশ তিরকি। রাজেশবাবু অবসরপ্রাপ্ত বাগান শ্রমিক। তিনি বলেন, 'ছেলে এত বড় সম্মান পাবে কোনওদিন ভাবতে পারিনি। ওর এই সম্মানে আমি গর্বিত।' আসানের চার বছরের ছেলে ও স্ত্রী আছে।

Brief referral advertisement Tender for eNIT NO:13/EO/22-23 dated: 05.09.2022 fund: 15th untied (12 nos PCC Road) is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 19/09/2022. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and NIA viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
Executive Officer
Cooch Behar-II Panchayet Samity
Pundibari, Cooch Behar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
e-N.I.T No - WBIW/EE/SDID/e-NIT-04/2022-23, circulated vide memo no-309, Dated- 02/09/2022
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, South Dinajpur Irrigation Division from the eligible bonafide Contractors having requisite credential for 02 (Two) Nos. of work. Last Date & Time of submission of bid electronically is on 14/09/2022 till 11.00 Hrs IST. Details of e-N.I.T are available in the office of the undersigned during office hours of any working day or at website www.wbiwd.gov.in & URL https://wbtenders.gov.in Sd/- M. Kumar, Executive Engineer, South Dinajpur Irrigation Division, Beltala Park, Balurghat. ICA-T-5758(1)/2022

TENDER NOTICE
NIT No. DDP/N-20/2022-23 & DDP/N-21/2022-23 dt-30/08/2022
Tenders of 17(Seventeen) nos. of Scheme is hereby invited on behalf of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission is 19/09/2022 & 20/09/2022. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in & www.dakshindinajpurzp.org
Sd/-
Additional Executive officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Appointment
Applications are invited from eligible candidates for the selection to the following Posts of Sister Nivedita Convent School, Tufanganj, Cooch Behar within 20th September, 2022.
1. Principal : 01
2. Assistant Teacher : Physics -01, Mathematics -01
Essential Qualifications :
Principal : At least 10 years'experience in Teaching and Administration in English Medium School. Age : Not below 40 Years.
Assistant Teachers : M.Sc/ B.Sc. (H) with B.Ed. Deirable : Experience : English Medium Background.
Salary : Negotiable
Secretary
Sister Nivedita Convent School

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, PWD are invited e-Tender No. WBPWD/EE/DDD/NIeT-08/2022-23 for One of Repair & Renovation of ADSR Building at Gangarampur & One of Patch Repairing work at PPT Road. All documents can be seen / obtained from the websites https://wbtenders.gov.in and office notice board. ICA-T15740(2)/2022

E-TENDER NOTICE
Office of the Maynaguri Municipality
Maynaguri, Jalpaiguri
NIeT No.- WBMAD/e-NIT-06/ EO/ MNM/JAL/2022-23 Date : 05/09/2022 for 3 nos of work at in respect of Maynaguri Municipality, Jalpaiguri.
i) Date of uploading of NIeT & tender Documents online (Publishing Date) : 08/09/2022 up to 9:00 AM,
ii) Document download start date : 10/09/2022 up to 9.00 AM
iii) Tender submission start date (online) 10/09/2022 upto 12.00 PM
iv) Tender submission closing date (online) 24/09/2022 upto 12:00 PM
v) Tender opening date for technical proposals (online) 27/09/2022 up to 12:30 PM
vi) Tender opening date for technicaly qualified contract (online) : to be notified later.
Detailed will be available from the office Notice board on all working days.
Sd/-
Executive Officer
Maynaguri Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
NIeT No. 18/MD of 2022-2023
(Vide Memo. No. 1946/MD dt.-01/09/2022)
Tender reference no. WBPHED/EE/MD/NIeT-18 of 2022-2023, Tender ID: 2022_PHED_400730_1 to 2022_PHED_400730_3 invited by the undersigned for "Construction of 5.40mtr. X 3.6mtr. Switch Room cum chlorine room & Sinking of 01 (One) No. 250mm. Dia. x 200mm. Big dia, Tube Well 131 Mtr. deep of 2nd Tube Well Site at Talbangura PWSS & Providing Guards for SE/NBC II under Malda Division, PHE Dte." Last date for submission of Technical and Financial Bid (online) 12/09/2022 upto 10:00 A.M. Details can be seen from the website: http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Division, PHE Dte. ICA-T15758(2)/2022

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged Corrigendum/Addendum-I
Short NIeT No. 01/MD of 2022-2023
(Vide Memo. No. 1950/MD dt.-24/08/2022)
Tender reference no. WBPHED/EE/MD/Short NIeT-01 of 2022-2023, Tender ID: 2022_PHED_397838_1 invited by the undersigned for "Replacement of (200 mm. Dia. x 100 mm. Dia.), 140 m deep Big dia Tube Well at Head Work Site by D.R. Rig method using P.V.C. pipe & Gravel Filter including supply of Materials with surface drain at MAHAMMADPUR Water Supply Scheme of Old Malda Dev. Block under Malda Division PHE Dte." Last date for submission of Technical and Financial Bid (online): 12/09/2022 upto 5:00 P.M. Details can be seen from the website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Division, PHE Dte. ICA-T15757(2)/2022

ইন্ডিয়ান অয়েল
IndianOil
CIN : L23201MH1959GOI011388
পাইপ লাইন বিভাগ
ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের প্যানেল ডাক্তার আবশ্যক
ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (পাইপলাইন বিভাগ), গুয়াহাটি শিলিগুড়ি পাইপলাইন, ডাকঘর - ভক্তি নগর, জেলা - জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-734007-এ অবস্থিত কার্য্যালয়ের জন্য সপ্তাহে তিন (3) দিন, প্রতিদিন দুই (2) ঘণ্টার জন্য। রিটেইনারশিপের ভিত্তিতে, আংশিক সময়ের ডাক্তার-ইন-অ্যাটেণ্ডেন্স পদের জন্য চিকিৎসকদের নিকট হতে আবেদন পত্রের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।
এমডি (মেডিসিন)/এমএস (জেনারেল সার্জারি)/এমবিবিএস উত্তীর্ণের যোগ্যতা সহ সাধারণ চিকিৎসক হিসেবে 5 বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসকেরা আবেদন করতে পারেন। তবে অবশ্য এমবিবিএস-এর তুলনায় এমডি (মেডিসিন)এবং এমএস (জেনারেলে সার্জারি) সম্পন্ন ডাক্তারদের অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এমডি (মেডিসিন)/এমএস (জেনারেল সার্জারি) সম্পন্ন চিকিৎসকদের জন্য রিটেইনার ফি প্রতি ঘণ্টা 1320/- টাকা করে দেওয়া হবে। এমবিবিএস ডাক্তারদের ক্ষেত্রে রিটেইনার ফি প্রতি ঘণ্টায় 1020/- টাকা করে দেওয়া হবে। পরবর্তী তিন বছর অথবা পরবর্তী পুনর্বিবেচনা হওয়া পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান ভিত্তিতে প্রতি বছর 5% বৃদ্ধি করা হবে। বেতন প্রকৃত উপস্থিতির ভিত্তিতে দেওয়া হবে।
আগ্রহী প্রার্থীরা বন্ধ খামের ওপর "APPLICATION FOR PANEL DOCTOR AT GSPL SILIGURI" লিখে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (পাইপলাইন বিভাগ), গুয়াহাটি শিলিগুড়ি পাইপলাইন, গুয়াহাটি হেড কার্য়াটার, সেক্টর-3, ডাকঘর - নুনমাটি, গুয়াহাটি, আসাম-781020, (মোবাইল নম্বর 9445956123) এই ঠিকানায়, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে 15 দিনের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে পাঠাবেন:
(1) নাম। (2) জন্ম তারিখ। (3) শিক্ষাগত যোগ্যতা। (4) রেজিস্ট্রেশন নং.। (5) অভিজ্ঞতা (যদি থাকে)। (6) আবাস এবং ক্লিনিকের ঠিকানা, টেলিফোন নং., সেল নম্বর এবং ই-মেইল আইডি সহ:
আরও বিশদে জানার জন্য দয়া করে ই-মেইল করুন: EZUNGET @INDIANOIL.IN অথবা যোগাযোগ করুন শ্রী ই. সুপনথাং ইজুং (Tsuponthung Ezung), হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার, জিএসপিএল গুয়াহাটি, মোবাইল নম্বর 9445956123.

অ্যাফিডেভিট

হিলি থানার উজাল নিবাসী আমি মফিজ মণ্ডল, মফিজ মিঞা, মফিজুদ্দিন মন্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। গত ১৫/০৬/২২ তারিখে দক্ষিণ দিনাজপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেভিট বলে এখন থেকে আমি মফিজ মণ্ডল হিসেবে পরিচিত হলাম। (M-99201)

আমি Sarful Haq, পিতা Abdul Siddik, গ্রাম - শুরমানী, পোঃ - মহাকালবোনা, থানা - গাজোল, জেলা - মালদা। ভুলবশতঃ আমার পাশপোর্টে (যার নং JO560236, Dt 14/05/2010) আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায়, তাই গত 05/09/22 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Sarful Hoque থেকে Sarful Haq বাবার নাম Siddiki থেকে Abdul Siddik করা হইল। (M-99159)

By affidavit from E.M Court Jalpaiguri, on 05/09/22, No. 28149, Hima Pradhan and Rima Pradhan are same and identical person. (101272)

By affidavit from E.M Court Jalpaiguri, on 02/09/22, No. 28009. My daughter's surname has been "RAY" (C/101274)

As per affidavit from E.M Court Jalpaiguri, Dt. 05/09/2022, No. 28229, Manoj Kumar Agarwala and Manoj Kumar Agarwal are same and identical person. (C/101273)

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম ভুল থাকায় গত 23-08-22 তারিখে APD. EM. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Sobha Chand Ray এবং Subha Chand Ray একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

আমার বাবার জমির দলিল নং I 1271 dt. 30-01-1968 নাম ভুল থাকায় গত 24-02-22 কোচবিহার সদর E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা Ramesh Adhikari এবং Umesh Chandra Adhikari এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। -নির্মল অধিকারী, হরিণমাড়া, গোপালপুর, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/101526)

জ্যোতিষ

তান্ত্রিক জ্যোতিষ 'এন হক।' যেকোনও সমস্যার দ্রুত সঠিক সমাধান। ঘরে বসে ডাকযোগে প্রতিকার। 8- আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার। 9-জলপাইগুড়ি, ১০-শিলিগুড়ি। 9775156327. (K)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি অনন্ত মণ্ডল, গ্রাঃ রাইচেঙ্গা, পোঃ কালিপুর, জেলা- আলিপুরদুয়ার গত ৪.৪.২২ তারিখে আমার S.C Certificate টি হারিয়ে যায় (Manul no. 1935/F.K.T) কেউ পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন (M) 8389963630. (B/S)

সোনা ও রুপার দর

খাঁটি সোনা ১০গ্রাম (২৪ ক্যাঃ)	৫১৪০০
গিনি সোনা ১০ গ্রাম (২২ ক্যাঃ)	৪৮৭৫০
হলমার্ক সোনা ১০ গ্রাম (২২ ক্যাঃ)	৪৯৫০০
রুপা (বাট) ১ কেজি	৫৩৪৫০
রুপা (খুচরা) ১ কেজি	৫৩৫৫০

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর (মূল্যযুক্ত কর আলাদা)

কর্মখালি

হাতে লিখে/টাইপে ফর্ম ফিলাপ/ডাটা এন্ট্রির কাজে ১৮,০০০/- আয় করুন। এজেন্ট স্বাগত। রায়গঞ্জ- 9593105252.

Required Computer Teachers for Software programming & Tally at Computer institute, College Para, 9732274615/6297520028. (C/101716)

খাবার হোম ডেলিভারির জন্য রান্নার মহিলা চাই ও ডেলিভারির লোক চাই। যোগাযোগ ঃ 9933019484, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/101716)

আমন্ত্রণ শিলিগুড়িতে Sales/ Cashier- এর জন্য পুরুষ/মহিলা কর্মী আবশ্যক। (M) 7699990313. (C/101715)

অ্যাকাউন্ট্যান্ট (ইসলামপুর অফিস) উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় জেলাভিত্তিক এরিয়া সেলস ম্যানেজার চাই। স্থায়ী বেতন (১২০০০ প্রতি মাস) ও অন্যান্য সুবিধা সহ। মো : 7586084337. (S/N)

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও Car Loan করা হয়। (M) 97751-37242, শিলিগুড়ি। (C/101716)

শারদীয়া লোন

দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে স্বনির্ভর যোজনা থেকে যে কোনও ছোট বড় ব্যবসা, চাকুরিজীবী ও মহিলা-পুরুষ উভয়কে বছরে ৪.৫% হারে ৫০ হাজার থেকে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোন দেয়া হচ্ছে। যোগাযোগ- 9062266149, 9903140091. www.janakalyansamity.com(K)

মাতাজি (নতুবা) প্রভু চাই

গৌড়ীয় বা ইসকন মতে দীক্ষিত ২ জন ভক্ত চাই। মাতাজি বা প্রভু উভয়ই লাগবে। রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের অগ্রাধিকার। কাজের অভিজ্ঞতানুসারে ভালো বেতন থাকা-খাওয়া সহ। যোগাযোগ- শিলিগুড়ি, সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনে। (M) 9002004418. (C/101711)

বিক্রয়

কোচবিহার আটিয়ালগুড়ি, মৌজায় জে.এল নং ০১৩, খতিয়ান নং ১০৭, ১০৩৪, ১৭৩৯, ১০৩০ দাগে ১.১৮ এবং মহিষবাথান মৌজায় জে.এল. নং ০৮৮, খতিয়ান নং. ৯৯৬, ১১৫৩ নং দাগে .০৩ মোট ১.২১ জমি বিক্রি হবে। (M) 9434686848. (C/101527)

ব্যবসা বাণিজ্য
Smart Buy

990 টাকা ফিক্সড EMI যে কোনও দামের ফ্রিজ বা TV, AC কিনুন (শর্তাবলি প্রযোজ্য)। অভিনব ইলেকট্রনিক্স ঃ- 98320 77975. (C/101714)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনো এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনো প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

চল গল্প করি।। *পাহাড়ের চুনাভাটিতে হর্নবিলরা। সোমবার। ছবি : সূত্রধর*

কাঠ পাচারে তদন্তের দায়িত্ব পেল পুলিশ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : গত মাসের ২১ তারিখ শিলিগুড়ির পরিবহণনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি সিমেন্টবোঝাই লরি থেকে প্রচুর সেগুন কাঠ উদ্ধার করেছিলেন বন দপ্তরের ফাঁসিদেওয়া রেঞ্জের কর্মীরা। সেই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। ওই ঘটনার তদন্তভার এবার পুলিশের হাতে তুলে দিল বন দপ্তর।

ঘটনায় আন্তঃরাজ্য প্রতারণাচক্রের যোগ রয়েছে বলে সন্দেহ। বন দপ্তরের দাবি, তাদের কাছে এই ঘটনার তদন্ত করার মতো পরিকাঠামো নেই। সেইমতো পুলিশকে তদন্তভার নিতে চিঠি দিয়ে আবেদন জানায় বন দপ্তর। সেইমতো আদালতের মাধ্যমে ওই ঘটনার তদন্তভার মাটিগাড়া থানার হাতে গিয়েছে। এখন থেকে ওই ঘটনার তদন্ত করবে মাটিগাড়া থানা। সূত্রের খবর, ওই পাঁচজনকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করবে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জোন (২) ডাঃ কুঁয়র ভূষণ সিং বলেন, 'ওরা আবেদন জানিয়েছিল। তাই পুলিশ এখন তদন্ত করবে। সাব-ইনস্পেকটর উদয় চক্রবর্তীকে তদন্তকারী আধিকারিকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'

সিমেন্টের বস্তার আড়ালে কাঠ উদ্ধার হওয়ার পরেই গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচজনকে হেপাজতে নিয়েছিলেন বন দপ্তরের ফাঁসিদেওয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা। নয়দিনের রিমান্ডে নিয়েও ধৃতের থেকে তেমন কোনও তথ্য বের করতে পারেননি বনকর্মীরা। সূত্রের খবর, ওই পাঁচজনের মধ্যে তিনজন অসমের এবং দুজন হরিয়ানার বাসিন্দা। গোটা ঘটনায় আন্তঃরাজ্য চক্রের হদিস মিলেছে। এরপরই বন দপ্তরের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে পুলিশ কমিশনারের কাছে তদন্তভার গ্রহণ করার আবেদন জানানো হয়। সেই আবেদন পেয়েই পুলিশ তদন্তভার নিয়ে নেয়। এরপর মাটিগাড়া থানাকে তদন্ত করতে দেওয়া হয়েছে।

তদন্ত কোন পথে

- ঘটনায় আন্তঃরাজ্য প্রতারণাচক্রের যোগ
- তদন্ত করার মতো পরিকাঠামো নেই বন দপ্তরের কাছে
- পুলিশকে তদন্তভার নিতে চিঠি দিয়ে আবেদন
- আদালতের মাধ্যমে তদন্তভার মাটিগাড়া থানার হাতে গিয়েছে

জানা গিয়েছে, ওই কাঠগুলি গুয়াহাটি থেকে এনে এরাজ্যের ডালখোলায় বিক্রি করার কথা ছিল। কিন্তু ডালখোলায় কার কাছে বিক্রি করার কথা ছিল, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তের প্রয়োজনে ডালখোলাতেও যেতে পারে শিলিগুড়ি পুলিশ। অন্যদিকে, হরিয়ানার বাসিন্দা দুই ব্যক্তির কী যোগ রয়েছে, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এর আগেও শিলিগুড়িতে সেগুন কাঠ ধরা পড়েছে। দেখা গিয়েছে, অসম থেকে হরিয়ানার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কাঠ। সেসময়ও হরিয়ানার লরি এবং হরিয়ানার বাসিন্দা কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

অত্যাধুনিক বেডের ঠাঁই গুদামে

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে পাততে গড়িমসি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য সোমবার প্রায় ২০০ অত্যাধুনিক শয্যা এসেছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। সেগুলিরও দশা হয়েছে 'পূর্বপুরুষদের' মতোই। পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে স্টোররুমে।

একের পর এক যন্ত্রপাতি আসছে। কিন্তু সেগুলি জায়গামতো বসানো বা ইনস্টলেশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। দীর্ঘদিন পড়ে থাকার ফলে এখন প্রচুর মেশিনপত্রের কার্যকারিতা কতটা রয়েছে, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। কিছু মেশিনপত্র আবার অন্যত্র চলে গিয়েছে। এমনই অবস্থা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের সুপারস্পেশালিটি ব্লকের।

নির্মাণকাজ প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ায় এবার চিকিৎসা সরঞ্জাম ইনস্টলেশন বা স্থাপন করা প্রয়োজন। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তা হচ্ছে না। পুজোর আগে সুপারস্পেশালিটি ব্লক চালু হওয়ার কথা থাকলেও তা ফের পিছিয়ে যাচ্ছে। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা দায় চাপিয়েছেন স্বাস্থ্য বিষয়ক কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর। তিনি জানিয়েছেন, ওই এজেন্সির উপস্থিতিতেই এই সমস্ত মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্ট স্থাপন করতে হবে। কিন্তু তারা এতটাই অনিয়মিত যে সঠিক সময়ে তাদের পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত কাজ শুরু করার সবরকম চেষ্টা চলছে।

যা অভিযোগ

- একের পর এক যন্ত্রপাতি আসছে
- সেগুলি জায়গামতো বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে না

- দীর্ঘদিন পড়ে থাকার ফলে সেসবের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে
- কিছু মেশিনপত্র আবার অন্যত্র চলে গিয়েছে
- পুজোর আগে ব্লক চালু হওয়ার কথা থাকলেও তা ফের পিছিয়ে যাচ্ছে

২০১৫ সালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা (পিএমএসএসওয়াই) প্রকল্পে ১৫০ কোটি টাকায় সুপারস্পেশালিটি ব্লকের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। ২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এর নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সুপারস্পেশালিটি ব্লক চালু হয়নি। অথচ একই সময়ে কাজ শুরু হয়ে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে সুপারস্পেশালিটি ব্লক অনেক আগেই চালু হয়ে গিয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রের খবর, প্রথমে বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সি খুব ধীরগতিতে কাজ করছিল। মাঝপথে ওই এজেন্সিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর আবার নতুন এজেন্সি নিয়োগ করা হয়। ফলে কাজে দেরি হয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৮ সালেই নির্মাণকাজ শেষ হবে এবং পরিষেবা শুরু হবে ধরে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকও বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম বা ইনস্ট্রুমেন্ট কেনার বরাত অনেক আগেই দিয়ে দিয়েছিল। সেইমতো ২০১৯ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে মেডিকেলে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আসা শুরু হয়েছে। যার মধ্যে দামি দামি ভেন্টিলেটার, মনিটর, বাইপ্যাপ, ক্যাথ ল্যাবের সমস্ত সরঞ্জাম, সিটিস্ক্যান মেশিন সহ অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম রয়েছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হওয়ার পরে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য আসা ভেন্টিলেটার, মনিটর, বাইপ্যাপ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য নেওয়া হয়। যা নিয়েও প্রচুর বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তৎপরতায় সুপারস্পেশালিটি ব্লক তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন চিকিৎসা সরঞ্জাম ইনস্টলেশনের কাজ শুরু হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় এজেন্সির নানা টালবাহানায় মেশিনপত্র ইনস্টলেশনের কাজে দেরি হচ্ছে।

সুপারস্পেশালিটি ব্লকের নোডাল অফিসার ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্তর বক্তব্য, 'নির্মাণকাজ প্রায় শেষ। বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছে। এখন মেশিনপত্র নির্দিষ্ট বিভাগগুলিতে বসাতে হবে। এজেন্সির গড়িমসিতে সেই কাজে দেরি হচ্ছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আমরা এখন চাইলে ওই ব্লকে বহির্বিভাগের পরিষেবা চালু করে দিতে পারি। কিন্তু তাতে অন্যান্য কাজগুলি শেষ করতে আরও দেরি হয়ে যাবে।'

সন্দীপ জানিয়েছেন, পুজোর আগে সুপারস্পেশালিটি ব্লক চালু করা সম্ভব না হলেও এই বছরের মধ্যেই ওই নতুন চিকিৎসা বিভাগ চালু করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

টোটো নিয়ন্ত্রণে চাপে কানাইয়া

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৫ সেপ্টেম্বর : শহরে টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে রাজনৈতিক চাপে ব্যাকফুটে চলে গিয়েছে ইসলামপুর পুরসভা। ফলে পুজোর মুখে শহরের যানজট মোকাবিলাই পুরসভার কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জ।

পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি। ইসলামপুর শহর লাগোয়া সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে। সেই রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার ফলেই কানাইয়ার পক্ষে টোটো নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি করা সম্ভব হচ্ছে না। মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তৃণমূল এবং পুরসভার অন্দরমহল সূত্রেই জানা গিয়েছে, বারবার টেম্পোরারি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) ছাড়া গ্রামের এবং বিহারের টোটো ইসলামপুর শহরে ঢোকা নিষিদ্ধ করার কথা ঘোষণা করেও পুরসভাকে পিছিয়ে আসতে হয়েছে। কারণ পঞ্চায়েত স্তরের নেতাদের চাপে কানাইয়া এই মর্মে কড়া অবস্থান নিতে পারছেন না। ভোটব্যাংক ধরে রাখা এবং পঞ্চায়েত এলাকার নেতাদের খুশি রাখা কার্যত বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে।

কানাইয়া অবশ্য এই অভিযোগ স্বীকার করতে চাননি। তবে জানিয়েছেন, টোটো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কোনও পঞ্চায়েতের কোনও সমস্যা থাকলে কথা বলে মিটিয়ে নেওয়া হবে। পাশাপাশি শহরে অবৈধ টোটো বন্ধ করতে পুরসভা একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে তাঁর দাবি। এমনকি অবৈধ টোটো শহরে প্রবেশ করলে ১০০০ টাকা জরিমানা ধার্য করার কথাও বলা হচ্ছে।

কানাইয়ার দাবি, এই সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করতে পারলেই সমস্যা মিটে যাবে। তবে পুরসভা এসব কড়া সিদ্ধান্ত আদৌ কার্যকর করতে পারবে কি না, সেটাই এখন দেখার।

বর্তমানে ইসলামপুর শহরে ৪৬০টি টোটো টিআইএন নিয়ে চলছে। বাকি কয়েক হাজার টোটো রোজ অবৈধভাবে শহরে চলাচল করছে। তার মধ্যে শহর সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে আসা, বিহার থেকে আসা টোটোও রয়েছে। শহরজুড়ে টোটোর অবৈধ পার্কিং। মূল রাস্তা এবং ফুটপাথ দখল করে টোটো দাঁড়িয়ে থাকছে। পুর টার্মিনাসের একদিকের ঢোকার মুখ পুরোটা দখল করে টোটোর দাপট। সব মিলিয়ে এসব টোটো

সারি সারি টোটো। ইসলামপুরে।

শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থার নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে। তেমনি ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে পুজোর মুখে যন্ত্রণা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শহরের মার্কেটিং শেড, কিষান মান্ডি, ট্রাক টার্মিনাস এবং শান্তিনগর এলাকায় চারটি পয়েন্ট করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ওই চারটি পয়েন্ট পর্যন্ত শহরের বাইরের টোটো যাত্রী নিয়ে আসতে পারবে। তার পরে আর পঞ্চায়েত এলাকার টোটো শহরে ঢুকতে পারবে না।

একইভাবে শহরের টোটোও ওই চারটি পয়েন্টের বাইরে আর এগোতে পারবে না। গ্রামীণ এলাকার টোটো শহরে ঢুকলে পুরসভা জরিমানা করতে পারে। তেমনই শহরের টোটো গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করলে পঞ্চায়েতগুলিও তাদের জরিমানা করতে পারবে। এসব পরিকল্পনার পরেও গ্রামের তৃণমূল নেতাদের চাপে পুরসভা আর এগোতে পারছে না।

কানাইয়া বলেন, 'সম্প্রতি আমরা বাইরের টোটো শহরে ঢোকা বন্ধ করতে একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছি। পঞ্চায়েত স্তর থেকে রাজনৈতিক চাপের কথা ভিত্তিহীন।'

ই-শিক্ষা সেন্টার চালু ফাঁড়িতে

রাজগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : আমবাড়ি ফালাকাটা পুলিশ ফাঁড়িতে সোমবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ই-শিক্ষা সেন্টার চালু হয়েছে। পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা ওই সেন্টারের উদ্বোধন করেন। সেন্টারে এলাকার শিশুদের কম্পিউটার শেখানো হবে। পুলিশ কমিশনার বলেন, 'এখন ডিজিটালের যুগ। গ্রামের শিশুদের কম্পিউটারের প্রতি একটা ভীতি আছে। এছাড়া অনেক গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েরা টাকার অভাবে কম্পিউটার শিখতে পারে না। তাই পুলিশ ফাঁড়িতে ই-শিক্ষা চালু করা হল। এখানে প্রথম ধাপে এলাকার ২৪ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।'

ছাত্রছাত্রীদের বই, খাতা দেওয়া হয়। এর আগে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের অধীন শিলিগুড়ি ও মাটিগাড়া থানায় এধরনের শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। মিলনপল্লি পুলিশ ফাঁড়িতে অনেকদিন ধরে নবদিশা নামে একটি পাঠশালা চালানো হচ্ছে। পুলিশকর্মীরাই সেখানে শিশুদের পড়ান। এছাড়া তিনটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিসিপি জয় টুডু, এসিপি (ডিডি) রাজেন ছেত্রী।

মন্ত্রীর দ্বারস্থ আদিবাসীরা

কালচিনি, ৫ সেপ্টেম্বর : আদিবাসীদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আলোচনার জন্য দিল্লির সরকারের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণমন্ত্রী রাজেন্দ্রপাল গৌতমের সঙ্গে দেখা করলেন আদিবাসী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ন্যাশনাল ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিনিধিরা। সোমবার দিল্লিতে স্মারকলিপি মন্ত্রীর হাতে দেওয়া হয়। ছিলেন সংগঠনের সভাপতি বিনয় মুর্মু।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ পরিচালিত কলকাতায় অবস্থিত, কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস / ছাত্রীনিবাসে ভর্তির জন্য কলকাতায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন পাঠক্রমে পাঠরত তফশিলি জাতি / তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

হস্টেলের নাম	আসন সংখ্যা
রাণী রাসমনি ছাত্রীনিবাস (স্নাতকোত্তর), ছাত্রীদের জন্য	১০০
উপেন্দ্র ছাত্রাবাস (স্নাতকোত্তর), ছাত্রদের জন্য	১৭
শিশু কানু ছাত্রাবাস (স্নাতক পর্যায়), ছাত্রদের জন্য	৪০
বিধাননগর ছাত্রীনিবাস (স্নাতক পর্যায়), ছাত্রীদের জন্য	৩০

আবেদনপত্র এবং বিস্তারিত বিবরণের জন্য ০৫.০৯.২০২২ থেকে ২০.০৯.২০২২-র মধ্যে সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাস / ছাত্রীনিবাসের অধীক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও আবেদনপত্র বিভাগীয় ওয়েবসাইট www.anagrasarkalyan.cov.in-এ পাওয়া যাবে। আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ: ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২২, ৪টা পর্যন্ত।

স্বা/-
অতিরিক্ত সচিব ও অতিরিক্ত অধিকর্তা
অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA-N432(3)/2022

অনন্তর সুরে বঙ্গভঙ্গে সমর্থন সুকান্তর

কোচবিহার ও তুফানগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : বাংলাভাগ তথা উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করার ইস্যুতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার দলীয় বিধায়কদের পাশেই দাঁড়ালেন। সোমবার কোচবিহারে দলের জেলা কার্যালয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এমনটাই জানিয়েছেন। রাতে চকচকায় অনন্ত মহারাজের বাড়িতে তাঁর উপস্থিতিতে গোটা বিষয়টি অন্য মাত্রা পায়। গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক চলে। তবে কী কারণে এই বৈঠক তা এদিন গভীর রাত পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

২৮ অগাস্ট কোচবিহারের ভারতভুক্তির চুক্তি দিবসে নিউ কোচবিহারে রেলস্টেশনের সামনের মাঠে গ্রেটারের সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের উপস্থিতিতে মঞ্চে ভাষণে বিজেপির কোচবিহারের সমস্ত বিধায়ক উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। সরাসরি না করলেও উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করার পক্ষে যে তাঁরও মত রয়েছে তা নিশীথ আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। প্রায় ২৫ হাজার মানুষের সামনে বিজেপির বিধায়করা রাজ্যভাগ নিয়ে এধরনের সওয়াল করায় রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়। এনিয়ে বিতর্ককে সুকান্ত এদিন আরও উসকে দিলেন। তুফানগঞ্জে এদিন দলীয় মিছিল ও পথসভায় যোগ দিয়ে সুকান্ত তৃণমূল তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবল সমালোচনা করেন।

কটাক্ষ তৃণমূলকে

- কোচবিহারে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার
- তুফানগঞ্জে পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ছত্রে ছত্রে তৃণমূলকে আক্রমণ
- রাতে চকচকায় অনন্তর বাড়িতে কী নিয়ে বৈঠক তা নিয়ে ব্যাপক কৌতূহল

বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করা বিজেপি কর্মী রাখাল দাসের স্ত্রী রূপা দাসকে দেখতে সুকান্ত এদিন তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, তৃণমূলিদের অত্যাচারে রাখাল একসময় অসমে চলে যান। শুক্রবার তিনি বাড়ি ফিরলে তাঁকে মারধর করা হয়। স্বামীর উপর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রূপা বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এদিন সন্ধ্যায় তিনি মারা যান।

কী কারণে তাঁরা উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য হিসেবে দেখতে চাইছেন? সুকান্ত বললেন, 'আমাদের বিধায়ক বা সাংসদ উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করার ইস্যুতে সরব হলেও এটি তাঁদের নয়, উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের দাবি। আমরা কিন্তু চাই, পশ্চিমবঙ্গ অটুট থাকুক।কন্তু তা করতে হলে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য কলকাতার ফ্লাইওভারের থেকে বেশি বাজেট প্রয়োজন। কিন্তু তা তো হয় না। ফলে উত্তরের ক্ষোভ প্রাসঙ্গিক।

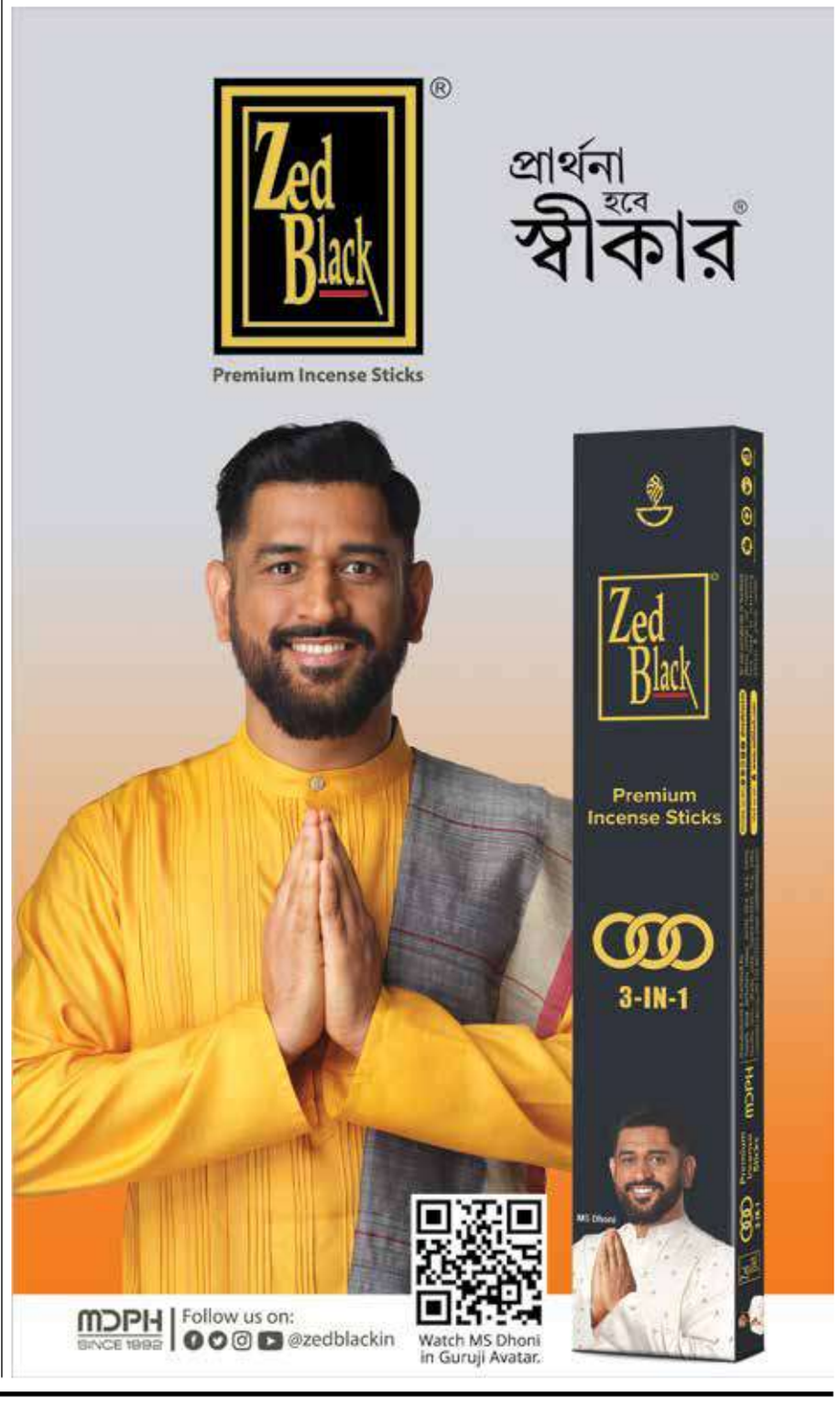

তিন বছরেই এশিয়ান হাইওয়ের দশা বেহাল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : মেডিকেল মোড় থেকে নৌকাঘাট পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়েতে প্রতিদিনই মেরামতির কাজ চলছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই একই ছবি দেখেন নিত্যযাত্রীরা। বছর তিনেক আগে তৈরি এই রাস্তায় কেন প্রতিদিন তাপ্পি মারতে হচ্ছে? এত তাড়াতাড়ি কেন রাস্তা ভাঙছে? সেই প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।

এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের অবশ্য দাবি, গাড়ির চাপ মারাত্মক বেড়েছে। পাশাপাশি প্রচুর ওভারলোডেড গাড়ি চলছে। এরই সঙ্গে লাগাতার বৃষ্টি রাস্তার ক্ষতি করছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, তাহলে শুধু মেডিকেল মোড় থেকে নৌকাঘাট পর্যন্ত রাস্তার অবস্থাই কেন এত খারাপ হচ্ছে? গাড়ির চাপ তো অন্যত্রও পড়ছে। বৃষ্টিও আশপাশের এলাকায় হচ্ছে। তাহলে কি কাজে কোনও গাফিলতি হয়েছে? এই প্রশ্নের জবাব অবশ্য মেলেনি। এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর সহকারী প্রোজেক্ট ম্যানেজার দীপ্ত সাহার দাবি, 'এই রাস্তায় মাত্রাতিরিক্ত ভারী গাড়ির চাপ পড়ছে। একটা রাস্তা তৈরি হওয়ার সময় ওই রাস্তায় কত যানবাহন চলে, আগামী পাঁচ-ছয় বছরে রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা কতটা বাড়তে পারে, সেসব নিয়ে সমীক্ষা করা হয়। এক্ষেত্রেও সেটা হয়েছিল। কিন্তু আচমকা গাড়ির চাপ মারাত্মক বেড়েছে। ৭০-৭৫ টনের গাড়িও চলছে। এরই সঙ্গে লাগাতার বৃষ্টিও হচ্ছে। যার ফলে রাস্তা ভাঙছে।

মেডিকেল সংলগ্ন রাস্তায় প্রতিদিন জোড়াতালি

এশিয়ান হাইওয়ের অবস্থা খারাপ হওয়ায় মেরামতির কাজ চলছে। ছবি : সাগর বাগচী

> এই রাস্তায় মাত্রাতিরিক্ত ভারী গাড়ির চাপ পড়ছে। ৭০-৭৫ টনের গাড়িও চলছে। এরই সঙ্গে লাগাতার বৃষ্টিও হচ্ছে। যার ফলে রাস্তা ভাঙছে। তবে, দ্রুত ওই রাস্তা মেরামতির জন্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সির লোকজন কাজ করছেন।
>
> **-দীপ্ত সাহা**
> সহকারী প্রোজেক্ট ম্যানেজার এশিয়ান হাইওয়ে-২

তবে, দ্রুত ওই রাস্তা মেরামতির জন্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সির লোকজন এলাকায় থেকে নিয়মিত কাজ করছেন।'

তিন বছর আগে এশিয়ান হাইওয়ে তৈরির কাজ শেষ করে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কির আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে শুরু হয়ে নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, শিবমন্দির হয়ে রাস্তাটি মেডিকেল মোড়, নৌকাঘাট হয়ে ফুলবাড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গিয়েছে। এই পুরো রাস্তার বাকি অংশ ঠিকঠাক থাকলেও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দু'দিকে প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা বেশ কিছুদিন ধরেই বেহাল।

এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এই রাস্তায় প্রায় প্রতিদিনই মেরামতির কাজ চলতে দেখা যাচ্ছে। কখনও মেডিকেলের পুরোনো গেটের সামনের রাস্তা, আবার কখনও কাওয়াখালি হয়ে নৌকাঘাট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত করা হচ্ছে। একদিকে মেরামত করতে করতে অন্যদিকে ভাঙতে শুরু করছে। এসব নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণ সরকারও রাস্তাটির এই অবস্থায় ক্ষুব্ধ। তাঁর বক্তব্য, 'প্রতিদিন পঞ্চায়েত থেকে বাড়ি যাতায়াতের সময় রাস্তাটি জোড়াতালি দিতে দেখছি। উন্নতমানের প্রযুক্তিতে তৈরি নতুন এই রাস্তা কেন এভাবে ভাঙছে, কেনই বা প্রতিদিন তাপ্পি মারতে হচ্ছে বুঝতে পারছি না। এইটুকু জায়গায় কাজে কোনও গাফিলতি হয়েছে কি না সেটা খতিয়ে দেখা দরকার।' এই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন মেডিকেলে যাতায়াত করেন চিকিৎসক বিশ্বজিৎ দত্ত। তিনিও এই ঘটনায় প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কথায়, 'কেন্দ্রীয় সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচে এই রাস্তাটি তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রতিদিনই দেখছি নৌকাঘাট থেকে মেডিকেলের রাস্তাটি তাপ্পি মারা হচ্ছে। নতুন রাস্তা কেন এত তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে গেল তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।'

এশিয়ান হাইওয়ের এক আধিকারিকের বক্তব্য, মাটিগাড়ায় বালাসন সেতু বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গত এক বছর ধরে এশিয়ান হাইওয়ের উপরে চাপ কয়েকগুণ বেড়েছে। গাড়ির গতি কমাতে ওই রাস্তায় স্পিডব্রেকার বসানো হয়েছিল। কিন্তু পণ্যবাহী ভারী যানবাহনের চাপে সেটাও ভেঙে যায়। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে রাস্তাটির উপরে কতটা চাপ পড়ছে। তবে, রাস্তা ভাঙলেও রাস্তা প্রস্তুতকারী সংস্থাই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তা মেরামত করছে।

শিশুর চিকিৎসায় সাহায্যের আর্জি

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত আট মাস বয়সের ছেলের চিকিৎসা কী করে করাবেন, তা ভেবে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছে শিলিগুড়ির রায় পরিবার।

শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্বস্তিকা ক্লাব সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা অর্ক ও পাপিয়ার ৮ মাসের সন্তান জন্মের পর থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত। ছোট্ট ছেলেটির মুখ, হাত, পা ক্রমশ কালো হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে শ্বাসকষ্ট। শিলিগুড়িতে ডাক্তার দেখানোর পর কলকাতাতেও সন্তানকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ অর্ক। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার অস্ত্রোপচার করতে হবে। যা বেঙ্গালুরুতে সম্ভব। আর সেই অপারেশনের খরচ কমপক্ষে ৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু এত টাকা কোথা থেকে জোগাড় হবে তা নিয়ে চিন্তিত অর্করা।

এমন পরিস্থিতিতে ছেলেকে সুস্থ করাটাই এখন আসল চ্যালেঞ্জ। অর্ক জানালেন, ছেলের 'ওপেন হার্ট' সার্জারি করতে হবে। সেজন্য টাকার প্রয়োজন। এর আগেও বিভিন্ন ঘটনায় শিলিগুড়ির মানুষ অসহায়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এবার ছেলের চিকিৎসার জন্য সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন অর্করা।

নদীতে তলিয়ে গেল বালক

ফাঁসিদেওয়া, ৫ সেপ্টেম্বর : খেলাচ্ছলে নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক বালক। সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর মেজমানগছে চেঙ্গা নদীতে ঘটনাটি ঘটে। সূর্য সিংহ নামে বালকটি ওই এলাকার বাসিন্দা। খবর পেয়ে বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সন্ধ্যা নাগাদ বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। রাত পর্যন্ত বালককে উদ্ধার করা যায়নি। স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে ওই নদীতে যায়। এক বন্ধু নদীর পাড়ে ছিল। বাকিরা জলে স্নান করতে নামে। সূর্য সাঁতার জানত না তাই নদীতে তলিয়ে যায় বলে অনুমান পুলিশের। বিডিও সঞ্জু গুহমজুমদার জানিয়েছেন মঙ্গলবারও তল্লাশি চালানো হবে।

ধামসা-মাদল বিলি

ফাঁসিদেওয়া, ৫ সেপ্টেম্বর : অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ এবং আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের তরফে করমপুজোর আগে ধামসা-মাদল বিতরণ করা হল। সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হেটমুড়ি সিংঘীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতে থেকে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক ফাঁসিদেওয়া এবং নকশালবাড়ির আদিবাসী সংস্কৃতির মানুষকে ৩০টি ধামসা-মাদল তুলে দিয়েছেন।

৯ ইভটিজার আটক

চোপড়া, ৫ সেপ্টেম্বর : চোপড়া থানা এলাকায় পুলিশ দুটি স্কুলের সামনে থেকে সোমবার ৯ জন ইভটিজারকে আটক করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দাসপাড়া ফাড়ির পুলিশ স্থানীয় দাসপাড়া হাইস্কুল চত্বর থেকে ৫ জন ও চোপড়া থানার পুলিশ সদর চোপড়া গার্লস হাইস্কুল চত্বর এলাকা থেকে ৪ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

মেধাবীদের পাশে

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : দুঃস্থ মেধাবী পড়ুয়াদের আর্থিক সহায়তা করলেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট গণেশপুজো ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সুব্রত সাহা। সোমবার সন্ধ্যায় ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন সবমিলিয়ে ৫০ জনের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সম্পাদক বাপি সাহা সহ অন্যরা।

আত্মহত্যার প্ররোচনায় ধৃত নেতা

ফাঁসিদেওয়া, ৫ সেপ্টেম্বর : স্বামীহীনা দুই সন্তানের মা, এক আদিবাসী মহিলাকে মৃত্যুতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এক কেপিপি নেতার বিরুদ্ধে। সেই নেতাকে সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ব্লকের বিধাননগর এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত রবিন গোপ পেশায় প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক। তিনি লিম্বুটারির বাসিন্দা। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

লিম্বুটারির বাসিন্দা রেশ্মিতা লাকড়া তিরকি (৪০)-র মৃত্যুর ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ভারতী সিংহ, কেপিপি নেতা রবিন গোপ এবং তার ভাই নির্মল গোপের নামে মৃতার পরিবারের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে নির্মলকে পুলিশ আগেই গ্রেপ্তার করেছিল। তবে, তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী ভারতী এখনও অধরাই রয়েছেন।

অভিযোগ, রেশ্মিতাকে কাজ পাইয়ে দেওয়া নিয়েই অভিযুক্তদের সঙ্গে সমস্যার সূত্রপাত হয়। প্রতিবেশী নকুল সিংহ নামে এক ব্যক্তি রানিডাঙ্গা এলাকায় ৯ হাজার টাকা মাসিক মাইনেতে ডিফেন্সের এক আধিকারিকের সন্তানকে দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেন। এনিয়েই স্থানীয় বাসিন্দা নির্মল গোপ আদিবাসী ওই মহিলা এবং নকুলকে বিভিন্নভাবে শাসাতে শুরু করেন। কাজে যোগ দেওয়ার কয়েকদিন পর থেকেই মানসিকভাবে মহিলার উপর অত্যাচার চলতে থাকে বলে অভিযোগ। এমনকি মহিলার বাড়িতে গিয়েও বিভিন্নভাবে নির্মল অত্যাচার করত বলে অভিযোগ। এনিয়ে গত ২০ আগস্ট নকুলকে দিয়ে ফোন করিয়ে রবিনের বাড়িতে সালিশি সভা বসানো হয়। সেখানে ওই মহিলাকে ডেকে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সহ অন্যরা ধমকান এবং মানসিকভাবে নির্যাতন করেন বলেও অভিযোগ।

ওই সালিশি চলাকালীন মহিলাকে দিয়ে একটি মুচলেকাও লিখিয়ে নেওয়া হয়। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে বিকেলে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন রেশ্মিতা। পরিবারের সদস্যরাই চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২ সেপ্টেম্বর সকালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপরই মৃতার পরিবারের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

গত শুক্রবার পুলিশ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে নির্মলকে গ্রেপ্তার করে। এরপর বাকি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পরপর ২ দিন মৃতার পরিবার এবং আদিবাসী মহল্লা থানায় ধর্না দিয়েছিল।

> **কী ঘটেছে**
> - আদিবাসী মহিলাকে মৃত্যুতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এক কেপিপি নেতার বিরুদ্ধে
> - বিধাননগর এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ
> - ধৃত রবিন গোপ পেশায় প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক
> - তবে, অপর অভিযুক্ত তৃণমূল নেত্রী ভারতী এখনও অধরাই রয়েছেন

ফুলহরের জল বইছে রাস্তার উপর দিয়ে। সোমবার রতুয়ার মহানন্দটোলায় ছবিটি তুলেছেন শেখ পাপ্পা।

জুতোর সোলে ২ কোটির সোনার বিস্কুট

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : জুতোর সোলের মধ্যে লুকিয়ে সোনার বিস্কুট পাচারের প্ল্যান ফেঁদেছিল দুই ব্যক্তি। কিন্তু পাচারের আগেই তাদের ধরে ফেললেন কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের শিলিগুড়ি শাখার আধিকারিকরা। সোনার বিস্কুটের দাম ২ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। ধৃত ডাল সুয়ান খাই এবং ক্লাংমুয়ানথাং মায়ানমারের বাসিন্দা। ধৃতদের থেকে ২৯টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়। সোমবার ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রবিবার বিকেলে শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই দুজন সন্দেহভাজনকে আটক করেন গোয়েন্দারা। তল্লাশি করতেই জুতোর সোল থেকে সোনার বিস্কুটগুলি উদ্ধার করা হয়। তারা জুতোর মধ্যে বিশেষ চেম্বার করে ওই সোনা পাচার করা হচ্ছিল। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, মায়ানমারের উত্তরপূর্ব সীমান্ত হয়ে অভিযুক্তরা নকল পরিচয়পত্র নিয়ে ভারতে ঢোকে। এরপর অসম হয়ে শিলিগুড়িতে আসে ওই দুজন। শিলিগুড়ি থেকে বাসে চেপে অন্যত্র পাচারের ছক ছিল। কিন্তু ওই সোনা কোথায় পাচারের ছক ছিল তা জানতে গোয়েন্দারা তদন্ত শুরু করেছে।

ধর্ষণের শিকার মানসিক ভারসাম্যহীন

ধূপগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : মানসিক ভারসাম্যহীন এক তরুণীকে ধর্ষণ করা হলেও অভিযুক্তকে ধরতে পুলিশ কোনও পদক্ষেপই করছে না। খোদ ধূপগুড়ি থানার আইসি যাবতীয় অসহযোগিতার পাশাপাশি ওই পরিবারকে হুমকি দিচ্ছেন। এমনই অভিযোগ জানিয়ে নির্যাতিতার পরিবার সোমবার জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়। গোটা ঘটনাটি লিখিতভাবে জানিয়ে পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্তের কাছে অভিযোগ জমা পড়ে।

ধূপগুড়ি থানার পুলিশের অবশ্য দাবি, অসহযোগিতার অভিযোগ ভিত্তিহীন। পরিবারটির কাছে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই সুভাষ রায় নামে ওই অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। ভিনরাজ্যে কাজের জন্যে যাচ্ছে বলে সে যে ট্রেনে সওয়ার হয় তাতেও তল্লাশি চালিয়ে সুভাষের কোনও খোঁজ মেলেনি। পুলিশ সুপার বলেন, 'অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।'

এদিকে, ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিজেপির জেলা সম্পাদক মাধব রায় এদিন ওই পরিবারটিকে জলপাইগুড়িতে পুলিশ সুপারের দপ্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। অভিযুক্ত তৃণমূল সমর্থক হওয়ার কারণেই পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে তাঁদের দাবি। অন্যদিকে, গোটা বিষয়টিই বিজেপির অজুহাতে হচ্ছে বলে তৃণমূলের দাবি।

ওই তরুণীর বাবা চা বাগানে কাজ করেন। একদিন তিনি বাবাকে সেখানে খাবার দিতে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সুভাষ সেই সময় তাঁকে জোর করে কৃষিজমিতে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ওই তরুণী এখন পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ঘটনার বিষয়টি কাউকে জানালে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। পরিবারটি পাঁচদিন আগে পুলিশের কাছে গিয়ে প্রথমে মৌখিক ও পরে লিখিত অভিযোগ জানায়। কিন্তু ধূপগুড়ি থানার পুলিশ পরিবারটিকে কোনও সাহায্য করার বদলে উলটে ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে উদ্যত হয়।

নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৫ সেপ্টেম্বর : নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার রাতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন মতিধর চা বাগানের ফার্স্ট লাইনে ঘটনাটি ঘটেছে। বাড়িতে নিজের ঘর থেকে গলায় ওড়না জড়ানো অবস্থায় ওই নাবালিকার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। নাবালিকাকে উদ্ধার করে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হবে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভূমি দপ্তরে বন্ধ নেট পরিষেবা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ি ব্লকে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পরিষেবা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে। সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। দৈনন্দিন কাজ ছেড়ে অফিসে সমস্যা নিয়ে আসা মানুষকে ফিরতে হচ্ছে খালি হাতে। অফিসে মুখের উপর শুনতে হচ্ছে বিএলএলআরও নেই, নতুন বিএলএলআরও কবে আসবেন জানা নেই, ইন্টারনেট নেই, কর্মী নেই, বিএলএলআরও নেই, পাসওয়ার্ড উপর থেকে দেওয়া হয়নি ইত্যাদি।

বর্তমানে নকশালবাড়ি ভূমি দপ্তরের মূল সমস্যা ইন্টারনেট। গত এক সপ্তাহ ধরে সেখানে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় সমস্ত কাজই বন্ধ। আসি যাই মাইনে পাই পরিস্থিতি। দপ্তরের বাইরে কর্মীরা আড্ডা দিচ্ছেন চায়ের দোকানে। এর আগেও এক মাস ধরে এই দপ্তরে ইন্টারনেট পরিষেবা বিচ্ছিন্ন ছিল। চলতি বছরের শুরুতেই নকশালবাড়ি ব্লকে তিনজন বিএলএলআরও পরিবর্তন হওয়ায় সমস্যা বেড়েছিল। দপ্তরের এই হালে বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ।

দপ্তরের আধিকারিক বিপ্লব হালদার সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, 'যে বেসরকারি সংস্থা থেকে জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ। জমির মালিকানা হস্তান্তর থেকে শুরু করে মিউটেশন কিছুই হচ্ছে না। দূর থেকে আসা লোকজন খালি হাতে ফিরছেন। নকশালবাড়ি বাজারের বাসিন্দা বাবলু পাল বলেন, 'আমার জমির খতিয়ান নম্বর সংশোধন করতে হবে। যাঁরা জমি কিনেছেন তাঁদের এই দপ্তর থেকে নোটিশ করা হবে। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে ইন্টারনেট না থাকায় কম্পিউটার খুলছে না। যার ফলে নোটিশও যাচ্ছে না। কয়েকদিন পর পুজোর ছুটি। তখনও অফিস বন্ধ থাকবে। এভাবে আমরা সাধারণ মানুষ আর কতদিন অফিসে ঘোরাঘুরি করব?'

সাতভাইয়ার বাসিন্দা মহেশ ঠাকুরের কথায়, 'আমার জমি অন্য কেউ বিক্রি করে দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে ইন্টারনেটের অভাবে সেই রিপোর্ট আমি আদালতে জমা করতে পারছি না।' ফুলবাড়ির বাসিন্দা মহম্মদ রহিমুদ্দিন নিজের হারিয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারের জন্য নকশালবাড়ি ভূমি দপ্তরে দৌড়াদৌড়ি করছেন। কিছুই হচ্ছে না।

ইন্টারনেটে পরিষেবা দেওয়া হয়েছিল তাদের চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওই সংস্থার কোনও কর্মী এখনও দপ্তরে আসেননি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি।'

থমকে রয়েছে রাজ্য সরকারের

> **কাজ লাটে**
> - গত এক সপ্তাহ ধরে নেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় কোনও কাজ হচ্ছে না
> - দপ্তরের বাইরে কর্মীরা আড্ডা দিচ্ছেন চায়ের দোকানে
> - এর আগেও এক মাস ধরে ইন্টারনেট পরিষেবা বিচ্ছিন্ন ছিল

শিক্ষায় রাজনীতি নাপসন্দ অনীতের

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির প্রবেশ চান না গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। সোমবার দার্জিলিংয়ে শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অনীত বলেন, 'শিক্ষকদের রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে। পছন্দমতো তাঁরা যে কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক হতে পারেন। কিন্তু আমি শিক্ষায় রাজনীতি চাই না। আমার রাজনৈতিক সুবিধার জন্য শিক্ষকদের কোনওভাবেই ব্যবহার করব না।'

অনীতের বক্তব্য, 'শিক্ষকরা শিক্ষা নিয়েই বেশি সময় দিন, বেশি মাথা ঘামান। সেখানে আমাদের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিরা মাথা ঘামাবে না।' পাহাড়ের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে তিনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতা চান। অনীতের বক্তব্য, পাহাড়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনও অনেক খামতি রয়েছে। আমরা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এখানকার শিক্ষার ব্যবস্থার আমূল বদল আনতে চাই। এই জন্য সমস্ত শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সমাজের পরামর্শ চাই।'

বোনাসের প্রস্তাবে অসন্তোষ ক্ষুদ্র বাগানে

জলপাইগুড়ি ও নাগরাকাটা, ৫ সেপ্টেম্বর : বড় বাগানের বোনাস চুক্তি হয়ে গিয়েছে। এবারে ছোট, নতুন ও প্রোজেক্ট চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য দ্বিপাক্ষিক বোনাস বৈঠক ডাকল ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ)। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর অনলাইনে বৈঠকটি হবে। ছোট চা বাগানগুলির সবথেকে বড় ওই সংগঠনটির বোনাস বৈঠকের ফলাফল দেখে পরবর্তীতে ছোট বাগানের মালিকপক্ষের উত্তরবঙ্গ আরও যে কয়েকটি সংগঠন রয়েছে তারা বৈঠক ডাকে। যে কারণে আইটিপিএ'র বোনাস বৈঠকটি গুরুত্বপূর্ণ বলে চা মহল জানাচ্ছে। এদিকে, ক্ষুদ্র বাগান পরিচালন গোষ্ঠী ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। এ নিয়ে উত্তরের ২৫ হাজার ক্ষুদ্র চা বাগানে বঞ্চনার চাপা ক্ষোভ। ক্ষুদ্র চা বাগানের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ শ্রমিক ইউনিয়নগুলি। তারা ক্ষুদ্র বাগানে ২০ শতাংশ বোনাসের দাবি তুলেছে।

এতে বোনাস অনিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি হঠাৎ করে রুটিরুজি হারিয়ে বিপাকে সেখানকার কর্মরত তিনশো শ্রমিক। আইটিপিএ'র স্মল অ্যান্ড নিউ টি গার্ডেন ফোরামের আহ্বায়ক জয়ন্ত বণিক বলেন, 'আলোচনার মাধ্যমেই বোনাস রফা হবে। যে বাগানটিতে এদিন কর্মবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে সেখানকার সমস্যা মেটানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে।'

আইটিপিএ'র আওতাধীন ছোট বাগানগুলির বোনাস নিষ্পত্তি গত বছর দুই ক্যাটিগোরিতে হয়েছিল। আয়তনে ৫০ একরের বেশি এমন 'এ' ক্যাটিগোরিভুক্ত বাগান। অপরটি ৫০ একরের কম 'বি' ক্যাটিগোরির বাগান। দু'ধরনের বাগানেই গতবছর বোনাসের হার ২০ শতাংশের কম ছিল। এবার শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, তা ২০ শতাংশ করতে হবে। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনার বলেন, 'বড় বাগানের মতো ছোট বাগানের ক্ষেত্রেও আমাদের দাবি, ২০ শতাংশ হারের বোনাসই দিতে হবে।' একই দাবি চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আলমেরও।

আইটিপিএ'র আওতাধীন ছোট বাগানের সংখ্যা ১৭০। শ্রমিক রয়েছে অন্তত ৪০ হাজার। উত্তরবঙ্গে ছোট, প্রোজেক্ট, নিউ ও ক্ষুদ্র-এই ৪ ধরনের বাগানের সংখ্যা অন্তত ৩ হাজার। শ্রমিক সংখ্যা লক্ষাধিক। এবারে ছোট বাগানের বোনাসের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা।

অন্যদিকে, পাহাড়ের বড় চা বাগানের বোনাস রফা এখনও হয়নি। গত ২ সেপ্টেম্বরের প্রথম বৈঠকটি ভেস্তে যায়। ফের সেখানে বৈঠক হবে বলে মালিকপক্ষ সূত্রে খবর। দার্জিলিং-তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সুরজ সুব্বা বলেন, 'পরের বৈঠকের কোনও খবর এখনও পাইনি।' দ্রুত বৈঠক হবে, আশা তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম শীর্ষ নেতা দীপক প্রধানের।

প্রস্তাবিত বোনাসের সমর্থনে ক্ষুদ্র চা চাষিদের আর্থিক দুরবস্থার দিকটি তুলে ধরেছেন সর্বভারতীয় ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী। তাঁর যুক্তি, ক্ষুদ্র বাগানগুলি টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কাঁচা পাতার দাম পাচ্ছে না। পাঁচ মাস ধরে উৎপাদন খরচের তুলনায় কম দামে চা পাতা বিক্রি করতে হচ্ছে। বোনাস দেওয়ার মতো সামর্থ্য ক্ষুদ্র চা পরিচালন গোষ্ঠীর নেই। তবুও শ্রমিকদের স্বার্থে ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসইউসিআইয়ের শ্রমিক নেতা অভিজিৎ রায়ের কথায়, 'প্রত্যেক বছর ক্ষুদ্র চা বাগান কর্তৃপক্ষ বোনাস নিয়ে দরকষাকষি করে। অথচ মালিকরা প্রচুর টাকা লাভ করছেন। লাভের অঙ্কের ভাগ শ্রমিকদেরও প্রাপ্য। বোনাসের হার কমিয়ে দেওয়া কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।' ক্ষুদ্র চা বাগানগুলোতে আর্থিক সংকটের যুক্তি মানতে নারাজ ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতা গোপাল প্রধানও। ২০ শতাংশ হারে বোনাস দাবি করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত তরাই-ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতা হারাধন দাসও। বোনাস বৈঠকে এখন কী ফয়সালা হয় সেদিকে তাকিয়ে সবাই।

অনুষ্ঠান, আলোচনায় উদযাপিত শিক্ষক দিবস

নিউজ ব্যুরো

৫ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নানা অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা প্রভৃতি হয়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সমিতি এদিন ওয়েবিনারের মাধ্যমে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র আয়োজন করে। তার বিষয় ছিল 'উচ্চশিক্ষা : নীতি, অভিমুখ ও প্রশাসন'। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, ঘুষের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ, রাজনীতির অনুপ্রবেশের ফলে অনৈতিক কার্যকলাপ, প্রশাসনিক অব্যবস্থা প্রভৃতি আলোচনায় উঠে আসে।

আলোচনায় অংশ নেন সমিতির সম্পাদক ডঃ তাপস চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট পদার্থবিদ ডঃ শ্যামলকুমার দানা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী বিজ্ঞানী ডঃ অতীশ চক্রবর্তী, সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ রোজি চামলিং, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দেবব্রত মিত্র সহ অন্য প্রবীণ শিক্ষাবিদরা। সংগীত পরিবেশন করেন বুনিয়াদপুর কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ তনিমা দত্ত। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন গাজোল কলেজের অধ্যাপক ডঃ গৌরাঙ্গ দেববর্মা এবং জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট শিক্ষক তথা সাহিত্যিক গৌতমেন্দু নন্দী।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রামের মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলেও অভিনব পদ্ধতিতে শিক্ষক দিবস উদযাপিত হল। সেখানে একদিনের জন্য পড়ুয়ারাই শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৩৪ জন মেধাবী পড়ুয়া শিক্ষক হয়ে পাঠদান করেছে। এদের মধ্যে একজন প্রধান শিক্ষক হয়েছিল। প্রতি শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়রাই এই দায়িত্ব পেয়েছিল। ওই ছাত্রছাত্রীদের এদিন স্কুল কর্তৃপক্ষ শংসাপত্র দিয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম নিয়ম করে এদিন শিক্ষকদের উপহার দেওয়া নিষেধ করেছেন। তার বদলে স্কুল শিক্ষকরা পড়ুয়াদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন। স্কুলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শিক্ষকরাই সমস্ত খরচ বহন করেছিলেন।

প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম বলেন, 'পড়ুয়ারা ক্লাস করানো সিরিয়াসলি নিয়েছে। ওরা বড় হয়ে অন্য পেশায় গেলেও এটা ওদের কাছে স্মৃতি হয়ে থাকবে।'

শিক্ষক দিবসে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জানালেন এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। সোমবার খড়িবাড়ি হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ বর্মন কৃতী পড়ুয়াদের এই সংবর্ধনা দেন। খড়িবাড়ি হাইস্কুলের উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চে খড়িবাড়ি এলাকার তিনটি হাইস্কুলের এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের সংবর্ধনা জানান সুরেন্দ্রনাথবাবু। খড়িবাড়ি হাইস্কুল, তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয় ও খড়িবাড়ি জেতার হাইস্কুলের ছয়জন কৃতী পড়ুয়ার হাতে ৫ হাজার টাকা করে তুলে দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথবাবুর বক্তব্য, 'গ্রামীণ এলাকার বহু কৃতী পড়ুয়া অর্থাভাবে পরে হারিয়ে যায়। তাই শিক্ষাজীবনে তাদের উৎসাহিত করতে এই উদ্যোগ নিয়েছি।' খড়িবাড়ি হাইস্কুলের টিচাইসি সাধনা সাহা সুরেন্দ্রনাথবাবুর এহেন ভাবনাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির চোপড়া ব্লক কমিটির উদ্যোগে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে শিক্ষকদের নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সুপ্তিশ নাগরিক সমাজের উদ্যোগে কোটগছ হাইস্কুলে এলাকার ১২ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে সম্মানিত করার পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ৩৭ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

শিক্ষক দিবসে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে পড়ুয়ারা। সোমবার সকালে ইসলামপুর সংলগ্ন রামগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবনগর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ছবি : রাজু দাস

যাক ভেসে সব, বাবা তো আছে

প্রবল বর্ষণে বিধ্বস্ত বেঙ্গালুরুর পথে। সোমবার।

লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলেন সুনক

ট্রাসেই আস্থা ব্রিটেনের

লন্ডন, ৫ সেপ্টেম্বর : মিলে গেল পূর্বাভাস। শেষ বেলায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনকে টেক্কা দিয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মেরি এলিজাবেথ ট্রাস অর্থাৎ লিজ ট্রাস। সোমবার শাসক কনজারভেটিভ পার্টির তরফে বরিস জনসনের উত্তরসূরি হিসাবে ট্রাসের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। মার্গারেট থ্যাচার ও টেরেসা মে'র পর তিনি তৃতীয় মহিলা যিনি ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের বাসিন্দা হবেন।

অন্তর্দলীয় ভোটাভুটিতে সুনককে ২০ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন ট্রাস। কনজারভেটিভ সদস্যদের ৮১,৩২৬টি ভোট পেয়েছেন তিনি। সুনকের ঝুলিতে গিয়েছে ৬০,৩৯৯ ভোট। সূত্রের খবর, প্রায় ১.৬ লক্ষ সদস্য এবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন। নানা কারণে ১৮ হাজারের কাছাকাছি ভোট বাতিল হয়েছে। গত শুক্রবার ছিল ভোট দেওয়ার শেষ দিন। রবিবার সকাল থেকে অনলাইন ও অফলাইন ভোট গণনা শুরু হয় কনজারভেটিভ পার্টির ক্যাম্পেন হেডকোয়ার্টারে। এদিন সেখানে দলীয় সভায় ট্রাস ও সুনকের উপস্থিতিতে ফল ঘোষণা করেন রিটার্নিং অফিসার স্যার গ্রাহাম ব্র্যাডি। তিনি জানান, সোমবারই প্রধানমন্ত্রী

পদ থেকে ইস্তফা দেবেন বরিস জনসন। মঙ্গলবার শপথ নেবেন ট্রাস।

ব্রিটেনের ভাবী প্রধানমন্ত্রীকে আগাম অভিনন্দন জানিয়েছেন সুনক। টুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, 'ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় লিজ ট্রাসকে শুভেচ্ছা। আশা করি আপনার নেতৃত্বে ভারত-ব্রিটেনের কৌশলগত সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।' প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে জয় পাওয়ার পর প্রথম ভাষণে ব্রিটিশ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে দৃঢ় পদক্ষেপের কথা বলেছেন ট্রাস। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কর ছাড়ের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেননি। ট্রাস বলেন, 'আমাদের মুদ্রাস্ফীতি লাফিয়ে বাড়ছে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার খরচ বেড়েছে। অর্থনীতির হাল ফেরাতে দৃঢ় পদক্ষেপের প্রয়োজন।' তাঁর পরিকল্পনা তৈরি বলে জানিয়েছেন ট্রাস।

একনজরে

- **নাম :** মেরি এলিজাবেথ ট্রাস (লিজ ট্রাস)
- **জন্ম :** ২৬ জুলাই, ১৯৭৫
- **পড়াশোনা :** অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতিতে স্নাতক
- **রাজনীতি :** শুরুতে লিবারাল ডেমোক্র্যাট। পরবর্তীকালে কনজারভেটিভ পার্টিতে যোগদান
- **মন্ত্রিত্ব :** বরিস জনসন মন্ত্রীসভায় প্রথমে বাণিজ্য এবং পরে বিদেশমন্ত্রী

আপ-বিজেপি দ্বন্দ্ব তীব্র হচ্ছে ক্রমেই

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : গুজরাট বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে দিল্লিতে তীব্র হচ্ছে আপ-বিজেপি সংঘাত। কেজরিওয়াল সরকারের 'আবগারি-দুর্নীতি' নিয়ে সরব বিজেপি। কেন্দ্রের শাসক দলের বিরুদ্ধে পালটা প্রতিহিংসার রাজনীতির অভিযোগ এনেছেন দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। এক সিবিআই আধিকারিকের আত্মহত্যার জন্য সোমবার কেন্দ্রকে দায়ী করেছেন তিনি। সিসোদিয়ার অভিযোগ, 'আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে জিতেন্দ্র কুমার নামে ওই আধিকারিককে চাপ দেওয়া হয়েছিল। যার জেরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সহকারী আইনি উপদেষ্টা পদমর্যাদার আধিকারিক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।'

আপ নেতার অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে সিবিআই। গোয়েন্দা সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে চলা তদন্তের সঙ্গে জিতেন্দ্রর কোনও যোগ ছিল না। গত নভেম্বরে নতুন আবগারি নীতি চালু করেছে কেজরিওয়াল সরকার। ওই নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ করেছে বিজেপি।

> এক সিবিআই আধিকারিকের আত্মহত্যার জন্য সোমবার কেন্দ্রকে দায়ী করেছেন মণীশ সিসোদিয়া।

আবগারি দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে সিবিআই। এই পরিস্থিতিতে সিবিআই আধিকারিকের আত্মহত্যা নিয়ে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী যে অভিযোগ করেছেন তাতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আপের সঙ্গে লড়াইয়ে বিজেপিও ময়দান ছাড়তে রাজি নয়। রবিবার একটি স্টিং অপারেশনের ভিডিও প্রকাশ করেন বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র। তাঁর দাবি, ভিডিওয় আবগারি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত একজন স্বীকার করেছেন যে দিল্লি সরকারের কর্তাব্যক্তিদের কাছে এই সংক্রান্ত কমিশন গিয়েছে। শহরের মদের দোকান মালিকরা আপ নেতাদের কমিশন দেন বলেও ইঙ্গিত করেন পাত্র। এর কয়েকঘণ্টার মধ্যে সিবিআই আধিকারিকের মৃত্যু নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন সিসোদিয়া।

উদ্ধবকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার হুঁশিয়ারি শা'র

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : বিজেপির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য উদ্ধব ঠাকরেকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। মুম্বই বিজেপির সঙ্গে এক বৈঠকে ঠিক এই ভাষাতেই সোমবার হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর কথায়, 'রাজনীতিতে আমরা সব কিছু সহ্য করতে পারি, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা নয়।' তাঁর মতে, উদ্ধব ঠাকরের ক্ষমতার লোভের জন্যই সেনার সঙ্গে বিজেপির সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস, ক্ষমতালোভী মানুষরা কোনওদিন জনস্বার্থে কাজ করতে পারেন না।

আসন্ন বৃহন্মুম্বই পুরসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনার জন্য মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের বাসভবনে বসেছিল এদিনের বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ, বিধায়ক, কাউন্সিলর ও কর্পোরেটররা। মহারাষ্ট্রে একনাথ শিন্ডে সরকার গঠনের পর এই প্রথম সেই রাজ্য সফরে গেলেন অমিত।

মুখ্যমন্ত্রীর আসন আগেই হাতছাড়া হয়েছে উদ্ধব ঠাকরের। কিন্তু

> রাজনীতিতে আমরা সব কিছু সহ্য করতে পারি, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা নয়।
>
> – অমিত শা

মুম্বই পুরপ্রশাসন এখনও তাঁর হাতে রয়েছে। উদ্ধবের পরাজয় সম্পূর্ণ করতে বৃহন্মুম্বই পুরসভা দখলে সর্বস্ব পণ করে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছেন অমিত শা। তিনি এদিন ইঙ্গিত দিয়েছেন, ক্ষমতার সমস্ত কেন্দ্র উদ্ধবের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। তাঁকে একটা কড়া শিক্ষা দিতে হবে।

সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা-বিজেপি জোট ভেঙে যাওয়া এবং তার পরবর্তী ঘটনার জন্য সে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেই দায়ী বলে মনে করেন শা। তাঁর দাবি, উদ্ধবের লোভের কারণেই তাঁর দলের একাংশ তাঁর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। শা'র কথায়, 'উদ্ধব ঠাকরে শুধু বিজেপি নয়, নিজের দলের আদর্শের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং অপমান করেছেন মহারাষ্ট্রবাসীর আশাআকাঙ্ক্ষাকেও।'

শা এদিন আরও বলেন, 'আজ আমি আবার বলতে চাই যে, মুখ্যমন্ত্রী পদ দেওয়া হবে বলে উদ্ধব ঠাকরেকে আমরা কখনও কোনও প্রতিশ্রুতি দিইনি।' এদিনের বৈঠকে বৃহন্মুম্বই পুরসভা ভোট ছাড়াও রাজ্যের বিধানসভা ভোট এবং ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের রণকৌশল ঠিক করতেও প্রাথমিক আলোচনা হয়।

আস্থাভোটে হাসতে হাসতে জয় হেমন্তের

রাঁচি, ৫ সেপ্টেম্বর : এতদিন ঝাড়খণ্ডের মসনদ নিয়ে কম নাটক হয়নি। কিন্তু নাটকের শেষাঙ্কে সেই উত্তেজনা আর থাকল না। আস্থাভোটের আগে বিধানসভা থেকে বিজেপি বিধায়করা ওয়াকআউট করায় একরকম হেসেখেলেই জিতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন।

পদ্মশিবিরকে নিশানা করে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'লোকে জামাকাপড় কেনে, র‍্যাশন কেনে। আর বিজেপি কেনে বিধায়ক।' তিনি বলেন, ভোটে জিততে মরিয়া বিজেপি সারা দেশে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

সম্প্রতি খনি লিজ দুর্নীতিতে নাম জড়ায় হেমন্তের। এই মামলায় সোরেনকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর বিধায়ক পদ খারিজের দাবি জানায় বিজেপি। বিধায়ক পদ বাতিল হলে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি হারাতে পারেন সোরেন। ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল রমেশ বৈশকে ইতিমধ্যে একটি চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। সেই চিঠি

এখনও রাজ্যপালের কাছে খামবন্দি হয়ে রয়েছে। তবে বিজেপির বক্তব্য, ওই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর বিধায়ক পদ বাতিলের সুপারিশ করেছে কমিশন।

রাজনৈতিক মহলের জল্পনা মুখ্যমন্ত্রী পদে সোরেন থাকবেন কি না, তা ওই চিঠি খুললেই স্পষ্ট হবে। এ নিয়ে চক্রান্তের অভিযোগ করেন সোরেন শিবির। তাদের অভিযোগ, সরকার ফেলার চক্রান্ত করছে বিজেপি। সরকারের স্থায়িত্ব প্রমাণ করতে এই পরিস্থিতিতে ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় আস্থাভোট করা হয়।

ডাইনি অপবাদে খুন ৩ মহিলাকে, রাঁচিতে ধৃত ৪

রাঁচি, ৫ সেপ্টেম্বর : কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস যে এখনও কতটা বিধ্বংসী হতে পারে তার নজির মিলল ঝাড়খণ্ডে।

রাঁচির সোনাহাটু থানা এলাকার একটি গ্রামে 'ডাইনি' সন্দেহে লাঠি দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে তিন মহিলাকে। মারের পর ওই তিনজনকে পাহাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। তিনজনের দেহই উদ্ধার করেছে পুলিশ। হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে রবিবার রাত পর্যন্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান সোনাহাটু থানার আইসি মুকেশ কুমার হেমব্রম।

গ্রামের এক কিশোরের সাপের কামড়ে মৃত্যু হওয়ায় এক ওঝাকে ডেকে আনা হয়েছিল। তিনি জানান, গ্রামে ডাইনি আছে।

এই ঘটনার পরের দিনই গ্রামের আর এক তরুণকে সাপে কামড়ায়। গ্রামবাসীরা ওই তরুণের মা রাইলু দেবীকে ডাইনি ভেবে তাঁর ওপর হামলা চালান। রাইলুই গ্রামের আরও দুই মহিলা ধোলি দেবী এবং আলোমণি দেবীর নাম করেন। তিন মহিলাকে প্রচণ্ড মারধর করে তাঁদের ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় পাহাড়ের ওপর থেকে।

বাণিজ্য আলোচনায় আগ্রহী ঢাকা

এ এইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : সোমবার দুপুরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে এসে পৌঁছান। তাঁকে দিল্লিতে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান রেল প্রতিমন্ত্রী দর্শনা জারদৌস। তিনি এদিন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সেখানে তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন দ্বিপক্ষিক বিষয়ে আলোচনা হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও তাঁর বৈঠকের কথা আছে।

শেখ হাসিনার সফরে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের ধারণা, জলপথ যোগাযোগ, ছিটমহল বিনিময়, ট্রানজিট চুক্তির পর এবার ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতিতে রাশ টানতে চাইছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকে সামনে রেখে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে একথা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের অন্যতম অর্থনীতিবিদ তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ড. আতিউর রহমান।

সোমবার বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

খোলামেলা আলোচনায় দু'দেশের আর্থিক লেনদেন বৃদ্ধির প্রশংসা করলেও ভারতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকার কথা স্বীকার করেছেন ড. আতিউর। তিনি বলেন, 'দু'দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। এই পরিবেশে আমাদের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। শেখ হাসিনার দিল্লি সফরে রাজনৈতিক বিষয়ের চেয়েও অর্থনৈতিক বিষয় বেশি গুরুত্ব পাবে।'

বাণিজ্য, জ্বালানি, যোগাযোগ ব্যবস্থায় জোর দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে ড. আতিউর বলেন, 'ভারতের উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলিকে পণ্য পরিবহণে যতটা সুবিধা দেওয়া দরকার, তার সবটুকু দিয়েছে বাংলাদেশ। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রত্যাশা অবশ্যই থাকবে।' তিনি জানান, দু'দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ সহযোগিতায় বড় অগ্রগতি ঘটেছে। বাংলাদেশের রাগেরহাটের পশুর নদীর ধারে ১৩২০ মেগাওয়াটের 'মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্ট'-এর ইউনিট-১-এর কাজ শেষ হয়েছে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী এটির উদ্বোধন করতে পারেন। রূপসা নদীর ওপর নির্মিত ব্রিজ হস্তান্তর ও একাধিক প্রকল্প উদ্বোধন হওয়ার কথা।

ড. আতিউর বলেন, 'ভারতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি ১ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এটা আরও বাড়ানো সম্ভব। বর্তমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে জাহাজের ভাড়া বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। তাতে আমদানি ব্যয় বেড়েছে। ভারত বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক পণ্য আমদানি করে। তার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে কিছু পণ্য আমদানি করলে তারা সস্তায় পণ্য পাবে এবং বাংলাদেশও লাভবান হবে।'

মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার মানুষের অবদানের কথা স্মরণ করেন এই প্রবীণ অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় ফ্রন্টিয়ার ছিল ত্রিপুরা। সেই ত্রিপুরার মানুষদের জন্য অবশ্যই কিছু করার আছে। আখাউড়া-আগরতলা রেলসংযোগটি চালু হলে পণ্য পাঠানো আরও সাশ্রয়ী ও সহজ হবে।'

হাসিনার সফরে নেই বিদেশমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : রবিবার বিকেল নাগাদ শোনা যায়, বিদেশমন্ত্রী ড. মোমেন প্রধানমন্ত্রীর সফর থেকে বাদ পড়ছেন। এই নিয়ে তীব্র জল্পনা ছড়ায়, পরে ঠিক হয় মোমেন প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। শেখ হাসিনার প্রতিনিধিদল থেকে বাদ পড়েন বিদেশমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন।

একটি সূত্রের খবর, এ কে আব্দুল মোমেন বিভিন্ন সময় অযাচিত মন্তব্য করে বিরূপ সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন। তিনি এক সভায় বেফাঁস মন্তব্য করে বলেছিলেন, 'আমি ভারতে গিয়ে বলেছি, শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে হবে'। চট্টগ্রামে জন্মাষ্টমী উৎসবের অনুষ্ঠানে তাঁর এই মন্তব্যে চূড়ান্ত বিতর্কের সৃষ্টি করে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের আগে এই বক্তব্য হাসিনা সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। এরই জেরে শেখ হাসিনার ভারত সফর থেকে তিনি বাদ গেলেন বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

গুজরাটে মাদক ব্যবসার রমরমা, কটাক্ষ রাহুলের

আহমেদাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর : কয়েক মাস বাদেই গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচন। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে রাজ্যে গণ-অসন্তোষের ঝাপটা সইতে হচ্ছে শাসক বিজেপিকে। সেদিকে নজর রেখে তৎপরতা বাড়িয়েছে বিরোধীরা। আমআদমি পার্টি এবং কংগ্রেসের সক্রিয়তায় রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে। সোমবার আহমেদাবাদে দাঁড়িয়ে উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি।

রাজ্যের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে রাহুল বললেন, গুজরাটে মাদক চোরাচালানের রমরমা অনেক বেড়ে গিয়েছে। কার্যত রাজ্যটি বেআইনি মাদক ব্যবসার রাজধানীতে পর্যবসিত হয়েছে। গত এক বছরে বেআইনি মাদক পাচারের একাধিক ঘটনা ঘটেছে রাজ্যের বন্দরগুলিতে।

এদিন আহমেদাবাদে একটি পদযাত্রায় অংশ নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। তিনি বলেন, 'মুন্দ্রা বন্দর দিয়ে সমস্ত বেআইনি মাদক পাচার হচ্ছে। দিনে দিনে মাদক পাচারের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে গুজরাট। অথচ সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি। এই হল গুজরাট মডেল।' তিনি বলেন, 'গুজরাট হল এমন একটি রাজ্য যেখানে আপনাকে প্রতিবাদ করার আগে অনুমতি নিতে হবে। আরও মজার ব্যাপার, যাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অনুমতি নিতে হবে তাদের কাছ থেকেই।'

কংগ্রেসি ঐতিহ্য ভাঙতে বিজেপি বল্লভভাই প্যাটেলকে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করছে। সেই বিষয়টি মাথায় রেখে রাহুল এদিন বক্তৃতায় সর্দার প্যাটেলের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। বলেন, 'সর্দার প্যাটেল ছিলেন কৃষকদের কণ্ঠস্বর। বিজেপি বিরাট মূর্তি গড়েছে প্যাটেলের। কিন্তু কৃষকদের কথা ভাবছে না।' গরিব কৃষকদের আশ্বাস দিয়ে রাহুলের ঘোষণা, 'গুজরাটে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে কৃষকদের জন্য ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ মকুব করবে।'

জামিনের আর্জি খারিজ নওলখার

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর : জামিন হল না এলগার পরিষদ মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত সাংবাদিক তথা সমাজকর্মী গৌতম নওলখার। সোমবার তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন এনআইএ আদালতের বিচারক রাজেশ জে কাটারিয়া।

গত জুলাইয়ে কারাকুঠুরিতে মশার কামড় থেকে বাঁচতে মশারি খাটানোর অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন নওলখা। কিন্তু তাঁর সেই আবেদনও গ্রাহ্য করেনি এনআইএ আদালত। তার আগে এপ্রিলে বম্বে হাইকোর্টে জেলের বদলে গৃহবন্দি থাকার আর্জিও তাঁর খারিজ হয়ে যায়।

২০২০ সালে ভীম কোরেগাঁও-এলগার পরিষদ মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল নওলখাকে। প্রথম দিকে তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল। পরে নবি মুম্বইয়ের তালোজা জেলে বন্দি রাখা হয়।

সিটবেল্ট পরেননি সাইরাস

গতির নেশায় দুর্ঘটনা বাড়ছে

তপন বকসি

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর : গুজরাটের ভালসাদ থেকে কার্যত ঝড়ের বেগে চলছিল মার্সিডিজ বেঞ্জ। ওই গাড়িতেই চড়েই মুম্বই ফিরছিলেন টাটা সন্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রি। রবিবার দুপুর ৩টে নাগাদ পালঘাটের কাছে দুর্ঘটনায় পড়ে তাঁর মার্সিডিজ।

দুর্ঘটনার সময় গাড়ির গতি ছিল ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারের অনেক ওপর। চালকের আসনে ছিলেন মুম্বইয়ের প্রথমসারির গাইনকলজিস্ট অনাহিতা পান্ডলে। পিছনের আসনে বসেছিলেন সাইরাস এবং দারিয়াসের ভাই জাহাঙ্গির। দু'জনের কেউ সিটবেল্ট পরেননি। সাইরাস ও জাহাঙ্গির ঘটনাস্থলেই মারা যান।

গাড়ি দুর্ঘটনায় সাইরাসের মৃত্যু আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল চালকদের গতির নেশা কীভাবে দুর্ঘটনা ডেকে আনে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (এনসিআরবি)-র তথ্য বলছে, ভারতে প্রতিবছর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর অন্যতম কারণ চালকদের একাংশের গতির নেশা। যার বলি হন গাড়িচালক, যাত্রী ও পথচারীরা। এই ধরনের ঘটনায় প্রতি ৬ মিনিটে একজন প্রাণ হারান। একজন আহত হন প্রতি ২ মিনিটে। গত বছর দ্রুতগতির গাড়ি দুর্ঘটনায় ৮৭,০৫০ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। আহত হন ২,২৮,২৭৪ জন। এনসিআরবি'র তথ্য অনুযায়ী, পথ দুর্ঘটনার প্রায় ৬০ শতাংশ দ্রুতগতির কারণে হচ্ছে। গত বছর সারা দেশে এই সংক্রান্ত ২,৪০,৮২৮টি মামলা দায়ের হয়েছে। পথ দুর্ঘটনায় হতাহতের প্রবণতার নিরিখে শীর্ষে রয়েছে মিজোরাম, পঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশ। গত বছর শুধু উত্তরপ্রদেশে ৩৩,৭১১টি পথদুর্ঘটনায় ২১,৭৯২ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

> পথ দুর্ঘটনার প্রায় ৬০ শতাংশ দ্রুতগতির কারণে হচ্ছে। গত বছর দেশে এই সংক্রান্ত ২,৪০,৮২৮টি মামলা দায়ের হয়েছে।
>
> –এনসিআরবি

১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলেই লিঙ্গায়েত গুরু

বেঙ্গালুরু, ৫ সেপ্টেম্বর : নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্ত কর্ণাটকের লিঙ্গায়েত ধর্মগুরু শিবমূর্তি মুরুগা শরণারুকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতেই পাঠাল চিত্রদুর্গের নিম্ন আদালত। ১ সেপ্টেম্বর রাতে ওই ধর্মগুরুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রাতভর জেরা ও পুলিশি হেপাজতে থাকার ধকল সইতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২ সেপ্টেম্বর আদালতে তাঁর ৪ দিনের পুলিশ হেপাজত হয়। আদালতকে না জানিয়েই অভিযুক্ত ধর্মগুরুকে হাসপাতালে ভর্তি করানোয় পুলিশকে ভর্ৎসনা করে আদালত। সোমবার সকালে ফের আদালতে তোলা হলে ৯ দিনের জেল হেপাজত হয় ধর্মগুরুর।

লখনউয়ের হোটেলে পুড়ে মৃত ৬

লখনউ, ৫ সেপ্টেম্বর : সপ্তাহের শুরুতেই বিপত্তি। উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের হজরতগঞ্জ অঞ্চলের মদনমোহন মালব্য মার্গের এক অভিজাত হোটেলে সোমবার বিধ্বংসী আগুনে ঝলসে মৃত্যু হল ৬ জনের। অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন আরও দশজন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আগুনের ভয়াবহতা থেকে আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে।

রাজ্যের মুখ্য মেডিকেল অফিসার মনোজ আগরওয়াল জানান, গুরুতর অগ্নিদগ্ধদের লখনউয়ের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। লখনউয়ের জেলাশাসক সূর্যপাল গাঙ্গোয়ার জানিয়েছেন, আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা না গেলেও সন্দেহ করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ামাত্র সরকারি তরফের কর্তাব্যক্তিরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। দমকলবাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে

সোমবার লখনউয়ে অভিজাত হোটেলে আগুন লাগার পর উদ্ধারকাজ চলছে।

আসে ইমার্জেন্সি রিলিফ টিম। সকালেই লখনউয়ের সিভিল হাসপাতালে পৌঁছে যান উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। লখনউ জেলা ও পুলিশপ্রশাসনের দুই কমিশনারকে যৌথভাবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। অগ্নিদগ্ধদের সবরকমের চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এদিনের ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন লখনউয়ের সাংসদ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি টুইটে জানিয়েছেন, তাঁর কার্যালয় লখনউয়ের প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে।

লেভানা হোটেলের আগুন নেভাতে দমকলের ১৫টি ইঞ্জিনকে কাজে লাগানো হয়। ১৩টি অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবহার করা হয়েছে অগ্নিদগ্ধদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত হজরতগঞ্জের ওই হোটেলে সকালেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। গলগল করে আগুনের সঙ্গে ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে আবাসিকরা কিছুটা দিশাহারা হয়ে পড়েন। তবে আগুনের খবর পাওয়ামাত্র দমকল বাহিনী ছুটে যায় ঘটনাস্থলে। অন্যদিকে, আগুনে আটক অতিথি ও কর্মীদের উদ্ধারে ত্রাণবাহিনী লোহার রড দিয়ে একের পর এক ঘরের জানলা ভেঙে ফেলে। ধোঁয়ার আস্তরণ সরিয়ে এগিয়ে উদ্ধারকাজ চালান তাঁরা।

অভিনেতা ও পরিচালক রাকেশ রোশনের জন্ম ১৯৪৯ সালে আজকের দিনে।

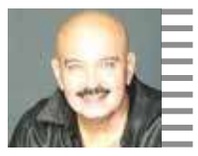

১৯১৮ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিশিষ্ট গায়ক জগন্ময় মিত্র।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মঙ্গলবার, ২০ ভাদ্র ১৪২৯

■ ৪৩ বর্ষ ■ ১১০ সংখ্যা

নামের টানাপোড়েন

কথায় আছে, নেই কাজ তো খই ভাজ। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের নাম বদলের প্রসঙ্গটি অনেকটা সেরকমই। উত্তরবঙ্গে ব্রডগেজ রেললাইন পাতা হয়েছিল প্রায় সমস্ত শহরের বাইরে দিয়ে। এজন্য স্টেশনগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট শহর বা জেলার নামের সঙ্গে নিউ শব্দটি জুড়ে। নিউ জলপাইগুড়ির মতো তৈরি হয়েছিল নিউ ময়নাগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশনগুলি। এতে স্টেশনগুলির স্থানিক পরিচিতি স্পষ্ট।

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ অতি সম্প্রতি যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে এই স্থানিক পরিচিতি গুলিয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোকে পাঠানো চিঠিতে তিনি নিউ জলপাইগুড়ির বদলে স্টেশনটির নাম জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি টুইন সিটি করার অনুরোধ জানিয়েছেন। একেবারেই উদ্ভট ও আজগুবি প্রস্তাব। এতে স্টেশনটির স্থানিক পরিচিতি নিয়েই ধন্দ তৈরি হবে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনটি শিলিগুড়ি শহরের কাছে বটে, কিন্তু প্রশাসনিকভাবে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্ভুক্ত।

সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্র, সরকারি রেল পুলিশের (জিআরপি) থানা ইত্যাদি সবই জলপাইগুড়ি কর্তৃপক্ষের অধীন। একটি স্টেশনের সঙ্গে দুটি জেলার দুটি শহরের নাম জুড়ে দিলে পরিচিতির সংকট তো হবেই। ভূভারতে রেল মানচিত্রে এরকম নজির একটিও নেই। তাছাড়া শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িকে টুইন সিটি বলার মতো আহাম্মকি আর হয় না। এই দুই শহরকে কোনওমতেই টুইন সিটি বলা যায় না। যেখানে টুইন সিটি আছে, সেখানেও কোথাও দুই শহরের নামাঙ্কিত স্টেশন নেই।

এতে দুই শহরের সম্প্রীতি বাড়বে বলে সংবাদমাধ্যমের কাছে বিধায়ক শংকর ঘোষ যে যুক্তি দিয়েছেন, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইতিমধ্যে এই প্রস্তাবের বিপক্ষে যেভাবে জলপাইগুড়িতে জনমত তৈরি হয়েছে, তাতে বরং দুই শহরের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ারই সম্ভাবনা। এমনিতেই নানা বিষয়ে জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে সম্পর্ক খুব মসৃণ নয়। সার্কিট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে দুই শহরের বৈরিতা একসময় চরমে পৌঁছেছিল।

ফলে সম্প্রীতির বন্ধন মজবুত হওয়ার বদলে আবার দুই শহরের বিরোধ উসকে উঠতে পারে স্টেশনের নাম বদলের প্রস্তাবটিকে ঘিরে। শিলিগুড়ির আম বাসিন্দারাও জলপাইগুড়ি নাম জুড়ে স্টেশনটির পরিচিতি মানতে রাজি হবেন কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দার্জিলিং মেলের যাত্রাপথ হলদিবাড়ি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ায় এমনিতেই শিলিগুড়িবাসীর ক্ষোভ যথেষ্ট। যদিও ভোটের বাধ্যবাধকতায় রাজনৈতিক দলগুলি নীরব থাকায় কোনও আন্দোলন দানা বাঁধতে পারেনি।

ফলে শংকর ঘোষের প্রস্তাবটি কোনও মহলেই গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে হয় না। বিষয়টি নিয়ে বিরোধ আছে তাঁর দলের অভ্যন্তরেও। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট ও জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ের কথায় সেই বিবাদের বীজ স্পষ্ট। শংকর যে নিজের দলে আলোচনা করে রেলমন্ত্রীকে প্রস্তাবটি পাঠাননি, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। দলে ঐকমত্য না থাকলে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের রেলমন্ত্রকের এরকম আজব প্রস্তাব মেনে নেওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

স্টেশনের নাম পরিবর্তনে ভারতবর্ষে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। তার বাইরে গিয়ে কোনও স্টেশনের নাম বদল করা কঠিন। তাছাড়া যখন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন নামটি নিয়ে জনপরিসরে কোথাও কোনও জোরালো আপত্তি নেই, তখন নাম বদলের প্রশ্নটি আসার কোনও যুক্তি থাকতে পারে না।

বরং এতে জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে দ্বন্দ্ব খুঁচিয়ে তোলা হল। রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে যেটা প্রত্যাশিত নয়। জনপ্রতিনিধিদের কাজ উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করা, সরকারকে তার বাস্তবায়নের জন্য বোঝানো। নিউ জলপাইগুড়ি শুধু নয়, শংকর যদি শিলিগুড়ি জংশন ও শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের পরিকাঠামো ও পরিষেবা উন্নয়নে সচেষ্ট হন, তাহলে অনেক বেশি জনসমর্থন পাবেন।

অমৃতধারা

স্বভাবের পরিবর্তন সহজ নয় — তাতে সময় লাগে, কিন্তু যদি কোনো ভিতরের অভিজ্ঞতা না হয়, যদি ক্রমপর্যায়ে অপরাপর পবিত্র চেতনারাজি যা এই সকলের দ্বারা আবৃত হয়ে আছে, তার প্রকাশ না ঘটে — তা হলে এমনকি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও অগ্রসর হওয়া কঠিন হয়ে উঠবে। তোমার ভিতরে আছে চৈতন্যসত্তা যা ভগবান — যা সরাসরি মায়ের অংশ- এই সকল অপূর্ণতা হতে যা মুক্ত। এ লুক্কায়িত এবং আবরিত হয়ে আছে সাধারণ চেতনা ও স্বভাবের দ্বারা, কিন্তু যখন এ আবরণ মুক্ত হবে ও এগিয়ে আসবে এবং সত্তাকে পরিচালিত করবে — তখন এ সাধারণ চেতনার পরিবর্তন ঘটাবে, এই সকল অদিব্য জিনিসকে দূর করে দেবে এবং বাহিরের প্রকৃতির পুরোপুরি পরিবর্তন ঘটাবে।

–শ্রীঅরবিন্দ

কলকাতা ফুটবলে ফুটানি বেড়েছে শতগুণ, কল্যাণ নজর দিন নার্সারিতে

রাতুল ঘোষ

আপনি কি একদা ফুটবলপ্রেমী ছিলেন? বিশেষ কোনও বড় দলের প্রতি বাড়তি, বাঁধন ছেঁড়া আকর্ষণ অনুভব করতেন? তাহলে আপনি হতে পারেন এই সমীক্ষার এক উপযুক্ত রসদদার।

আচ্ছা বলুন তো, আপনি শেষ কবে একটা স্মরণীয় ডার্বি ম্যাচ মাঠে বসে বা টিভিতে প্রত্যক্ষ করেছেন? জানি, চট করে মনে করতে পারবেন না। তবে গত ২৮ অগাস্ট সল্টলেক স্টেডিয়ামে ডুরান্ড কাপের ডার্বি যদি আপনি টিভিতেও প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তবে নির্ঘাত মনের দুঃখে পুরোনো স্মৃতিরোমন্থন করে আপনার চোখে জল এসে যাবে।

সেদিন টিভিতে দেখলাম, টানা ৯০ মিনিট ঘুমপাড়ানি ফুটবল উপহার দিল দুই প্রধান। একটা পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা গোছের আত্মঘাতী গোলে সেদিন ম্যাচটা মোহনবাগান জিতেছিল বটে, কিন্তু সবুজ-মেরুন সমর্থকরা উদ্বাহু হয়ে তুরিয়ানন্দে ভেসে যাওয়ার উৎসাহ দেখাননি। কারণ এই ধরনের নিম্নমানের ফুটবল দেখার জন্য কেউ গাঁটের কড়ি খরচ করে মাঠে আসেন না। আর এমন মন্দাক্রান্তা ছন্দে 'দোল, দোল, দোলুনি' টাইপের ফুটবল খেলার জন্য এত খরচ করে বিদেশি কোচ রাখার দরকারই বা কী? যদিও সেদিন এটিকে মোহনবাগানের মালিক ভরভরন্ত সল্টলেক স্টেডিয়ামের গ্যালারির দিকে তাকিয়ে প্রবল আত্মতৃপ্তি অনুভব করছিলেন বলে মনে হল। শুধু এটিকের জার্সি পরিয়ে মাঠে দল নামালে এর সিকিভাগ দর্শকও সেদিন সল্টলেক স্টেডিয়ামে জুটত কি না প্রবল সন্দেহ।

অবশ্য এর জন্য মূলত দায়ী দুই প্রধানের পূর্বতন কর্মকর্তারা। বছরের পর বছর বেহিসেবি খরচ করে তাঁরা দুটো ক্লাবকেই ধারদেনা ভুলিয়ে রেখেছিলেন। এদিকে, রাজ্য সরকারের বার্ষিক কোটি টাকার অনুদান তো উপরি পাওনা। কাউকে হিসেব দিতে হয় না, কেউ হিসেব চায়ও না। এভাবেই বছরের পর বছর চলছে এই রাজ্য এবং বঙ্গীয় ফুটবল। তাই ইস্টবেঙ্গল গত পাঁচ বছরে তিনবার 'ইনভেস্টার' বদল করেও ইন্ডিয়ান সুপার লিগে গত দুটি মরশুমে সর্বনিম্ন স্থানের উপরে আর উঠতে পারছে না। ঘরের মাঠে ডুরান্ড কাপের গ্রুপপর্ব থেকেই লাল-হলুদ ব্রিগেডকে এবার বিদায় নিতে হল। সবুজ-মেরুনও ডুরান্ডের গ্রুপ পর্বেই নিভে গেল সোমবার। কেউ ভাবতে পারেন, কলকাতায় খেলা হচ্ছে, আর মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দুটো টিমই গ্রুপ পর্বে বিদায় নিল? এসব ভাবলে দুটো ক্লাবের পরিকাঠামো এবং ভাবনা নিয়ে আরও প্রশ্ন উঠে যায়। ডুরান্ড কাপ আবার দেখিয়ে গেল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের দুর্দশা কীরকম।

রাজধানীতে প্রায় একডজন ডুরান্ড কাপ সাংবাদিক হিসেবে কভার করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বিগত ছয়ের দশক থেকেই দিল্লির মাঠে কলকাতার দুই প্রধানের রমরমা ছিল। ডুরান্ডের কয়েক সপ্তাহ ছিল দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের বাঙালিদের কাছে উৎসবের মতো। হায়! এখন সেই রামও নেই, আর সেই অযোধ্যাও নেই। তখন দিল্লিতে মোহনবাগান দল থাকত স্যাঁতসেঁতে, প্রাচীন আগ্রা হোটেলে। মাছ-ভাত-ডাল খেয়েই তখন হাবিব, শ্যাম, গৌতম, সুব্রতরা ডুরান্ড জিতে কলকাতায় ফিরতেন। এখন হাফডজন তৃতীয় শ্রেণির বিদেশি এনেও ডুরান্ডে প্রথম রাউন্ডের গণ্ডি পেরোনো যাচ্ছে না। অথচ এখন আয়, ব্যয়, ফুটানি- সবই বেড়েছে শতগুণ।

যাক গে, ফিরে আসি বর্তমান প্রসঙ্গে। প্রথমেই বলা উচিত, নবনির্বাচিত এআইএফএফ প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবের অভিনন্দনপ্রাপ্য বিপুল ভোটে জেতার জন্য। আবার এক বঙ্গসন্তান ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ পদে।

এআইএফএফের নয়া প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে, সচিব সাজি প্রভাকরণের সঙ্গে দুই তারকা বিজয়ন-সাব্বির আলি। বিজয়ন টেকনিকাল কমিটির চেয়ারম্যান, সাব্বির অ্যাডভাইজারি কমিটির। ফুটবলাররা কেমন প্রশাসন চালাবেন, সেটাই কৌতূহল

> গত রবিবার মুম্বইয়ে 'গ্লোবাল সকার কনক্লেভে' গিয়ে কল্যাণ বলেছেন, 'ফেডারেশনের গোল্ডেন বেবি লিগে আরও প্রচুর সংখ্যক খুদে ফুটবলারের নাম রেজিস্ট্রেশন করা দরকার।' খুব ভালো উদ্যোগ, এই কাজটাই টানা পাঁচ দশক ধরে করে এসেছে সুব্রত কাপ স্কুল টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ। তবে প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর আর কোনও ফলোআপ হত না।

আবার তিনি ফুটবলার। ভারতীয় ফুটবলে এখন বিস্তর সমস্যা, কিন্তু সমাধান অজানা। এই 'ক্রসওয়ার্ড পাজল' এবার সমাধান করতে হবে কল্যাণকে। কেন ১৪০ কোটির দেশ এই ভারতে একডজন এশিয়ান মানের ফুটবলার বেরোয় না, সেই প্রশ্নের উত্তর এবার খুঁজে বের করতে হবে। অন্তত ৫০ জন গ্রাসরুট লেভেলের নার্সারি কোচ চাই। এঁদের বাছাই করবেন কে? আইএম বিজয়ন না হয় ফেডারেশনের টেকনিকাল কমিটির চেয়ারম্যান হলেন। সাব্বির আলি অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান। এঁদের খুব ভেবেচিন্তে নার্সারি কোচদের নামগুলো বাছতে হবে।

গত রবিবার মুম্বইয়ে 'গ্লোবাল সকার কনক্লেভে' গিয়ে কল্যাণ বলেছেন, 'আমি সময়োপযোগী সমাধানে বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাস করি, নার্সারি লেভেলে ট্যালেন্ট স্পট করেই এগোতে হবে। এর জন্যই ফেডারেশনের গোল্ডেন বেবি লিগে আরও প্রচুর সংখ্যক খুদে ফুটবলারের নাম রেজিস্ট্রেশন করা দরকার।'

খুব ভালো উদ্যোগ, এই কাজটাই টানা পাঁচ দশক ধরে করে এসেছে সুব্রত কাপ স্কুল টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ। তবে প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর আর কোনও ফলোআপ হত না। এই বঙ্গে মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল, কুমার আশুতোষ, সুকান্তনগর স্কুল সহ অনেক স্কুলের খুদেরা সুব্রত কাপে এক্সপোজার পেয়েও পরে পাড়ায় পাড়ায় খেপ খেলে হারিয়ে গিয়েছিল। রাজ্য স্তরে এই ট্যালেন্ট পুল তৈরির দায়িত্ব এবার ফেডারেশনকে নিতে হবে।

অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের প্রথম বাঙালি প্রেসিডেন্ট ছিলেন পঙ্কজ গুপ্ত (১৯৪৫-'৪৮)। তিনি হকি ও ক্রিকেট প্রশাসন সামলাতেও ছিলেন অতিশয় দক্ষ। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে পঙ্কজবাবু ইডেনে ক্রিকেট আম্পায়ারিং বহুবার করেছেন। আবার স্পোর্টিং ইউনিয়নে ফুটবল, হকিও খেলতেন। তারপর ভারতীয় ফুটবলের সোনালি যুগে ১৯৫১ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত টানা ২১ বছরে রাজ্যপাট সামলেছিলেন মণীন্দ্র (বেচু) দত্তরায়। চারমিনারের প্যাকেটের খোলের পিছনে নাম লিখে তিনি একদা ময়দানের ভবানীপুর বা স্পোর্টিং ইউনিয়ন তাঁবুতে বসেই ভারতীয় ফুটবল দল তৈরি করতেন। তবে বেচুবাবুর অগাধ আস্থা ছিল রহিম সাহেবের ওপর। তার সুফল পেয়েছিল ভারতীয় ফুটবল। আবার শেষ জীবনে দুই প্রধানের চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট অনেক বেশি ছাপিয়ে এক আর্থিক কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল বেচুবাবুকে। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারপতিকে কম্পমান গলায় বেচুবাবু বলেছিলেন, 'মা কালীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে ব্যাগ ভর্তি কাঁচা টাকা হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলাম, তাই হিসেব দিতে পারিনি।'

ফেডারেশনে সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি শাসনকাল ছিল প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির (১৯৮৮-২০০৯)। বেচুবাবুর থেকেও কয়েক মাস বেশি। প্রিয়বাবুর আমলে ভারতীয় ফুটবল পেয়েছে প্রথমে জাতীয় লিগ ও পরে আই লিগ। এবার নতুন প্রেসিডেন্ট কল্যাণের লক্ষ্য হওয়া উচিত, ফেডারেশনের নিজস্ব এই আই লিগকে আরও আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ করা। কেরলে এখনও ফুটবলের পর্যাপ্ত জনপ্রিয়তা রয়েছে। ওই রাজ্যে বিশেষ দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। গোকুলাম কেরালার মতো আরও দল উঠে আসুক।

সব শেষে বলব, তাঁর কৈশোরের লীলাভূমি টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমিতে সময় সুযোগ মতো একবার যেন ঘুরে আসেন কল্যাণ। প্রথম দু'দশকে টিএফএ ছিল ভারতীয় ফুটবলের একমাত্র সাপ্লাই লাইন। সেটা কারও ভোলা উচিত নয়।

(লেখক সাংবাদিক)

ঋষির স্বপ্নভঙ্গের পিছনে ভাবমূর্তি ও চোরা বর্ণবৈষম্য

শাহনওয়াজ আলি রায়হান

ঋষি সুনকের অবস্থা শেষে তীরে এসে তরী ডোবার মতোই হল। ভাবমূর্তি ব্রিটিশ রাজনীতিতে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। সেটা বিন্দুমাত্র খর্ব হলে কোনও রাজনীতিবিদের পক্ষে বড় পদে আসীন থাকা মুশকিল। যেমনটা ঋষি এবং তাঁর প্রাক্তন বস বরিস জনসনের ক্ষেত্রে হল।

প্রচণ্ড বিলাসবহুল জীবন ঋষির, যাঁর স্ত্রীর সম্পত্তি ইংল্যান্ডের রানির চেয়েও বেশি। কিছুদিন পূর্বেই তাঁর ছাত্রজীবনের ভিডিও ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা যাচ্ছে, উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলেপুলেদের সঙ্গে বন্ধুত্বের পাশাপাশি কোনও নিম্নবর্গের বন্ধু না থাকার কথা সে সগৌরবে ঘোষণা করেছে। আটত্রিশ পাউন্ডের কাপে ক'দিন আগেই সাংবাদিকদের চা খেতে দিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন তাঁর স্ত্রী অক্ষতা মূর্তি। তারও কিছুদিন আগে অক্ষতার সম্পত্তির পরিমাণ ও সেটির কর বিলেতে না দেওয়ায় অনেক ঝড় বয়ে যায় তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী ঋষির উপর।

জনসনের কফিনে শেষ পেরেক দিতে 'ক্রুটাস' ধারণা করা হচ্ছে ঋষিকেই। বরিসের হাত ধরেই শত অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও অনেক বড় বড় নামকে টপকে অর্থমন্ত্রীর পদে অভিষেক তাঁর। সংসদে ঋষি বরিসের পাশেই বসতেন, তাঁর ভরসার পাত্র ছিলেন। পার্টিগেট কেলেঙ্কারিতে দলের সাংসদ, মন্ত্রীরা যখন বিদ্রোহ করছেন, তখন ভাবা হয়েছিল ঋষি তাঁর রাজনীতিতে দ্রোণাচার্য বরিসের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সঙ্গে থাকবেন। কিন্তু সেটা হয়নি। জনসনের পদত্যাগের ঠিক পরদিনই নিজের ওয়েবসাইট উদ্বোধন করে ঋষি প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে শামিলের কথা ঘোষণা করে দেন।

অনেকেই এই 'টাইমিং'গুলো নিয়ে ভ্রূ কোঁচকানো শুরুই করেছেন। সামনে এসেছে নিজের ইস্তফার দু'দিন আগে তিনি এই ওয়েবসাইটটি রেজিস্টার করেন ও ডোমেন আরও ছয় মাস আগে কেনা! ঋষির সিদ্ধান্ত তখন দলেরই অনেকের চোখে উচ্চাকাঙ্ক্ষাজনিত বলে ধরা হচ্ছিল। নইলে বিতর্কগুলোতে লিজ ট্রাসের তুলনায় ভালো বলেছিলেন ঋষিই।

ঋষির হারের পিছনে চোরা বর্ণবৈষম্য একটা বড় কারণ। কনজারভেটিভ পার্টির যে এক লাখ ষাট হাজার সদস্য ভোট দিলেন, তাঁদের একটা বড় অংশ বয়সে প্রবীণ। পার্টির নবীন সদস্যদের সমর্থন নিয়ে দৌড়ে এতটা এলেও, প্রবীণরা এখনও অশ্বেতাঙ্গ, খ্রিস্টান পরিবারের নয় এমন কাউকে দেশের অন্য বড় পদে দেখতে রাজি থাকলেও প্রধানমন্ত্রী পদে চান না। অলিখিত আইন যেন। অনেকটাই ভারতে রাষ্ট্রপতি দলিত বা মুসলিমকে করলেও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে নিমরাজির মতো।

তবে সাদিক খানদের মতো অভিবাসী বাস ড্রাইভারের ছেলে কী করে লন্ডনের মেয়র হন? দক্ষিণপন্থী কনজারভেটিভ পার্টির বিপক্ষ লেবার পার্টিতে সেই উত্তরণের পথ অপেক্ষাকৃত সুগম। তাঁদের ভোটাররা বেশিরভাগ নিম্নবর্গীয় শ্বেতাঙ্গ থেকে কৃষ্ণাঙ্গ, সাবেক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দেশগুলো থেকে আসা অভিবাসী, অনেকটাই কম জাতীয়তাবাদী, বেশি আগ্রহ জীবনসংগ্রাম লাঘবে।

এত কড়া অভিবাসী নীতির প্রতিশ্রুতি না দিয়েও, নড়বড়ে অর্থনৈতিক বিকল্পসহ লিজ অনায়াসেই আজকে ডাউনিং স্ট্রিটে! জাতীয়তাবাদ সর্বত্রই সংখ্যাগরিষ্ঠর হাতের পুতুল, তবে কি কোথাও কোথাও সেই পুতুলখেলার পার্শ্বচরিত্র সহজেই হওয়া গেলেও প্রধান চরিত্র হতে আজও গায়ের রং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে? উত্তর হয়তো সবারই জানা।

(লেখক অক্সফোর্ডের গবেষক। ইংল্যান্ডের শেফিল্ডের বাসিন্দা)

বিন্দু বিসর্গ

একটু দানধ্যান করুন! নইলে ইডিকে জানালে ঘরে ঝাড়ু মেরে দেবে... –অভি

আলোচিত

উই উইল ডেলিভার, উই উইল ডেলিভার, উই উইল ডেলিভার। ২৪ সালেও কনজারভেটিভ পার্টিকে আমরা জেতাব। আমাদের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 'বোল্ড প্ল্যান' আছে আমার।

–লিজ ট্রাস

আজ

১৯৩০ সালে আজকের দিনে আর্জেন্টিনার প্রথম প্রেসিডেন্ট হিপোলিটো ইরিগোয়েন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন।

১৯৯১ সালে আজকের দিনে রাশিয়ার সংসদ লেনিনগ্রাদের নাম পরিবর্তন করে পুনরায় সেন্ট পিটার্সবার্গ করার অনুমোদন দেয়। যা ১ অক্টোবর কার্যকর হয়।

আনন্দ

কোলের শিশুকে মাটিতে ফেলে রেখে ৩০ বছরের রবিনা কাঞ্জার ঝাঁপ দিলেন জলে। বাঁচালেন এক তরুণকে। মধ্যপ্রদেশের এক গ্রামে। রবিনা যখন ঝাঁপ দিলেন, পাশে অনেক লোক ছিলেন। তাঁরা কিছুই করেননি। করলে আরও এক জন বাঁচতে পারত।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৩১৮

পাশাপাশি : ১। হাতি ৩। ধার্য সময় বা কাল, কারাদণ্ড ৫। নিজের মৃত্যু বা চরম বিপর্যয় সন্নিকটে বুঝে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য শেষ ও কঠিনতম প্রত্যাঘাত ৬। মাসের নয় তারিখ ৭। গম্ভীর ৯। মহা বিশ্বসংক্রান্ত, মহাবিশ্বের ১২। শিঙিজাতীয় জিওল মাছবিশেষ ১৩। চাতক পাখি, মুনিবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। রাক্ষসরাজ রাবণ ২। ঢেউ, প্রবাহ, প্যাঁচ, শ্রেণি বা সারি ৩। স্বর্ণের অপ্সরাবিশেষ, হিমালয়পত্নী ও গৌরী-জননী ৪। ঢাকজাতীয় আনদ্ধ রণবাদ্যবিশেষ, দামামা ৫। বাঁশ, কাঠ ইত্যাদির তৈরি সিঁড়িবিশেষ ৭। মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতিবিশেষ ৮। নারীর অবিবাহিত কাল ৯। মাহাত্ম্য, গৌরব, শিবের বিভূতিবিশেষ, যোগলব্ধ অষ্ট ঐশ্বর্যের অন্যতম ১০। গোঁড়া লেবু ১১। তিল মাত্র, সামান্য অংশও, ক্ষণমাত্র।

সমাধান ■ ৩৩১৭

পাশাপাশি : ১। গণেশ ৪। বক্ষিম ৫। মেধ ৭। কমলা ৮। মহাকাল ৯। ধমকানি ১১। জহিন ১৩। করী ১৪। নন্দন ১৫। নীবার।

উপর-নীচ : ১। গণ্ডুক ২। শবলা ৩। নামধাম ৬। ধবল ৯। ধন্যাক ১০। নিত্যানন্দ ১১। জননী ১২। নহর।

জনমত

অবিশ্বাস্য! ১০ বছর ধরে সেতু ভাঙা পড়ে

হাসিমারা থেকে চিলাপাতা বনাঞ্চলে প্রবেশের মুখে প্রায় ১০ বছর থেকে একটি সেতু ভেঙে পড়ে রয়েছে। বন দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তর তাদের দায় এড়াতে এখানে একটি ডাইভারশন করে রেখেছে। বছরের পর বছর ধরে এই ডাইভারশন দিয়েই যানবাহন চলাচল করছে। বর্ষার শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত এই রাস্তায় বড় বড় খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। ফলে গাড়িঘোড়াও উলটে যাচ্ছে।

হাসিমারা থেকে চিলাপাতা বনাঞ্চলের মধ্যে এই রাস্তাই মাথাব্যথার কারণ।

দুর্ঘটনাও ঘটছে মাঝেমধ্যে। পাশেই সেনাছাউনি। এলাকাটি সামরিক দিক থেকে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। কোচবিহার থেকে ভুটানের সীমান্ত শহর ফুন্টশোলিংয়ের মধ্যে অসংখ্য যানবাহন এই রাস্তা ধরে চলাচল করে। পাশাপাশি এই এলাকায় অসংখ্য আদিবাসী মানুষজন বসবাস করেন।

শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই হাসিমারা বায়ুসেনার রানওয়ে থেকে অসামরিক বিমান কলকাতা ও আলিপুরদুয়ারের মধ্যে চলাচল শুরু করবে। এই পথেই অসংখ্য বিমানযাত্রী প্রতিদিন কোচবিহার থেকে বিমান ধরতে হাসিমারা যাবেন।

সর্বোপরি চিলাপাতা বনাঞ্চলে বেড়াতে আসা পর্যটকদের চোখে এই দৃশ্য দূষণ সরকারি দপ্তরের অবহেলা ও উদাসীনতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। কবে এখানে সেতু নির্মিত হবে সে কথা কেউ জানেন না।

অরবিন্দ ভট্টাচার্য
প্রিয়নাথ বাবু রোড, কোচবিহার।

স্পিডব্রেকারে বিপদ

শিলিগুড়ির রাস্তাঘাট এখন যথেষ্ট ভালো। আর রাস্তা ভালো বলে স্কুটি-গাড়ি বেশ মসৃণভাবেই ছুটতে পারে। কিন্তু বিপদ হল, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি গতি নিরোধক ঠোক্কর বা স্পিডব্রেকার। এগুলো ভেঙে ফেলার কথা বলছি না, তবে এদের মাঝে সাদা রং করে দিলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা একটু কমবে বলে মনে হয়।

সুদীপ বিশ্বাস
নিউ পালপাড়া, শিলিগুড়ি।

মন্ত্রীরা নৈতিকতা পর্তুগালের কাছে শিখুন

বিরল ঘটনা পর্তুগালের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর। সে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মার্তা তেমিদো মাত্র একজন বিদেশিনীর বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দায় নিয়ে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন। সেই বিদেশিনী আবার খোদ ভারতেরই।

কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার দায় কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর উপর বর্তায়। কিন্তু আমাদের দেশে সচরাচর এরকম দেখা যায় না। অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দায় মাথায় নিয়ে কেউ পদত্যাগ করতে চান না। উলটে নির্বাচনের টিকিট না পেলে ক্ষুব্ধ হয়ে দলত্যাগ করেন। অনেকে দেখাদেখিও দলত্যাগ করেন। কিন্তু একবার মন্ত্রী হয়ে গেলে যত দোষই তাঁর উপর আসুক না কেন, মন্ত্রিত্ব ছাড়েন না।

মার্তা তেমিদো দেখিয়ে দিলেন, তিনি ক্ষমতালোভী নন। তিনি নৈতিক দায় নিয়েই পদত্যাগ করেছেন। পর্তুগালের কাছে নৈতিক দায়দায়িত্ব শেখা উচিত।

অশোক সূত্রধর
সাতপুকুরিয়া (পাঁচমাইল), ফালাকাটা।

প্রকৃতি নেই, শুধুই বিলাস

জলাশয়ের ধারে রাশি রাশি কাশফুল মাথা দোলাচ্ছে। দিঘিতে পদ্ম-শাপলা-শালুকের অফুরন্ত হাসি। শরতের হালকা কুয়াশা ধরিত্রীকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। স্বর্গের সেই পারিজাত ফুল শিউলি ধরিত্রীকে যেন ভোরের অঞ্জলি দেয়। এই সব নিয়ে যেন ধরিত্রী মা উমাকে মর্ত্যলোকে বাপের বাড়ি আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

আগে পুজোর সময় বাড়িতে মা-জেঠিমারা নারকেল নাড়ু, মোয়া, মুড়ি, মুড়কি তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। এই সব কাজ তাঁরা করতেন আনন্দের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, সেই সমস্ত খাবারের গন্ধে ম-ম করত গোটা পাড়া। ঠাকুমার হাতে দেওয়া আলপনা যেন জীবন্ত ছবি, যা আজকের দিনে আর্ট স্কুলের চিত্রকলাকেও হার মানায়।

তখন পুজোর মণ্ডপে বিলাসিতা ছিল না, ছিল কাঙালি ভোজ খাওয়ানোর রীতি। কচিকাঁচারা মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় করে নিত। আভিজাত্যের খাতিরে নয়, আত্মীয়পরিজন ধরা দিত আন্তরিকতার বাঁধনে।

আজকের পুজোয় সেই প্রকৃতিও নেই, নেই আন্তরিকতা। এখন পুজো হয় বিলাসবহুলতায়, যেখানে টাকার

গন্ধ উড়ে বেড়ায়। এখানে আভিজাত্য প্রাধান্য পায়, প্রাণবন্ত ভাব প্রকাশ পায় না।

স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে আমাদের ফেলে আসা সেই দুর্গাপুজো। যেখানে একান্নবর্তী পরিবারগুলো মুখে অম্লান হাসি নিয়ে শামিল হতেন দুর্গার আরাধনায়। কত হাসি, কত মজার গল্প হত! এখনকার পুজোর মূল বিষয় সাজপোশাক, যা টেক্কা দিচ্ছে বলিউড এবং হলিউডকে।

পম্পা দাস, থানা কলোনি, ইসলামপুর।

পথে খানিক বিশ্রাম

অর্ধসমাপ্ত প্রতিমাই নিয়ে আসা হচ্ছে মণ্ডপে। পথে খানিক জিরিয়ে নিচ্ছেন ভ্যানো চালক। জিরোচ্ছেন মা দুর্গাও। কোচবিহারে। ছবি : অপর্ণা গুহরায়

রানির বাড়িতে সুরজের সঙ্গে প্রথম পুজো কাটবে মৌনির

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৫ সেপ্টেম্বর : সামনে এখন কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় ছবি 'ব্রহ্মাস্ত্র'–এর রিলিজ। তা নিয়ে বেশ ব্যস্ত বলিউড অভিনেত্রী মৌনী রায়। কোচবিহারের মেয়ের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল ঘাঁটলে এখন শুধু ব্রহ্মাস্ত্রের নানা পোস্টার, টিজার। সিনেমায় মূল নেগেটিভ চরিত্র। ছবি মুক্তির আগে উন্মাদনা, টেনশন তো থাকবেই। কিন্তু ছবি মুক্তির পরই ছুটি। আর তারপর দুর্গাপুজো। মুম্বইয়ে বসেই মায়ের আগমনের দিন গুনছেন বি–টাউনের বং কুইন।

এবার অবশ্য পুজোটা একটু বেশিই স্পেশাল মৌনীর জন্য। বিয়ের পর প্রথম পুজো বলে কথা। স্বামী সুরজ নাম্বিয়ারকে নিয়ে অবশ্য বাংলার পুজো উপভোগ করা হচ্ছে না তাঁর। এবার পুজোর সময় মুম্বইতেই থাকবেন অভিনেত্রী। তবে পুজো মিস করছেন না। আরেক বং কন্যা রানি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির দুর্গাপুজোর খ্যাতি মুম্বইজুড়ে। সেখানেই বর সুরজকে নিয়ে মাতৃ আরাধনায় শামিল হওয়ার কথা মৌনীর।

মৌনীর শ্বশুরবাড়ি আবার জৈন। সুরজকে বাঙালি ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সঙ্গে এবার পরিচয় করিয়ে দিতে উন্মুখ মৌনী, এমনটাই জানিয়েছে তাঁর পরিবার। অষ্টমীর অঞ্জলি থেকে শুরু করে দশমীতে ধুনুচি নাচ, সবেতেই অংশ নেবেন। জৈন পরিবারের নববধূ হয়েও পুজোর দিনগুলিতে পুরোপুরি বাঙালিয়ানার স্বাদে মেতে ওঠার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন মৌনী।

আর পাঁচটা মেয়ের মতো ছোটবেলা থেকেই সাজতে ভীষণ পছন্দ করতেন মৌনী। অপেক্ষা করতেন পুজোর জন্য। কোচবিহারের ব্যাংচাতরা রোডে মৌনীর পৈতৃক বাড়ির কাছেই তিন–তিনটে পুজো হয়। ছোটবেলায় পুজোর পাঁচটা দিন হাতে মেহেন্দি পরে, সুন্দর শাড়িতে সেজেগুজে পাড়ার ওই তিন পুজো প্যান্ডেলেই জমিয়ে আড্ডা দিতেন। দিনের বেলায় বান্ধবীদের সঙ্গে দলবেঁধে ঘোরা, আর সন্ধের পর পরিবারের সঙ্গে প্যান্ডেল হপিং। ভাই মুখর রায় জানান, পাড়ায় পুজোয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অবশ্যই অংশ নিতেন মৌনী। আর দশমীর সন্ধ্যায় মৌনীর ধুনুচি নাচ ছিল পাড়ার মধ্যে রীতিমতো বিখ্যাত। কয়েকবছর আগেই রানি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির পুজোতে ঢাকের তালে কোমর দুলিয়ে নাচতে দেখা গিয়েছিল মৌনীকে।

আজ অবশ্য মুম্বইয়ের ব্যস্ত জীবনের মাঝে ছোটবেলার আনন্দ ভুলেছেন। কোচবিহারের পুজোয় আসতেও পারেন না। দূর থেকে শুধু মিস করেন মেয়েবেলাটাকে।

ভাই মারফত জানালেন, পুজোর আগে নতুন পোশাক কেনা, পুজোয় বান্ধবীদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা, পরিবারের সঙ্গে এক প্যান্ডেল থেকে আরেক প্যান্ডেল ঘোরা, অষ্টমীতে ভোগ খাওয়া, দশমীতে ধুনুচি নাচ মিস করেন খুব। সেই সময়টাতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও তা আর সম্ভব নয়। তাই পুজোর সময় চলে যান রানি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। এবার সঙ্গী সুরজ। আর মুম্বই হোক বা কোচবিহার, পুজোর অনুভূতিটা তো সব জায়গাতেই সমান।

এবার অবশ্য পুজোটা একটু বেশিই স্পেশাল মৌনীর জন্য। বিয়ের পর প্রথম পুজো বলে কথা। স্বামী সুরজ নাম্বিয়ারকে নিয়ে অবশ্য বাংলার পুজো উপভোগ করা হচ্ছে না তাঁর। এবার পুজোর সময় মুম্বইতেই থাকবেন অভিনেত্রী। তবে পুজো মিস করছেন না।

শালেশ্বরীর বন্দনা করে শিকারে যেতেন রাজা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : বর্তমান মন্দিরের কাছাকাছি গৌরীকোণ এলাকায় আগে ছিল জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজ এস্টেটের দ্বিতীয় রাজধানী। বোদাগঞ্জের এই মেচপাড়ার জঙ্গলেই রাজা প্রসন্নদেব রায়কত হাতির পিঠে করে আসতেন শালেশ্বরী গাছের থানে পুজা দিতে। তারপর জঙ্গলে যেতেন পশু শিকারে। ধীরে ধীরে এই শালেশ্বরী থানে শালেশ্বরী বনদুর্গার বিগ্রহ বসিয়ে পুজো শুরু হয়। জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের বোদাগঞ্জের বর্তমান ভ্রামরীদেবীর মন্দিরে ঢোকার আগেই বাঁদিকে জঙ্গলের রাস্তা ধরে এগোলেই মেচপাড়ায় দেখা মিলবে আরেকটি মন্দির। শালেশ্বরী বনদুর্গা মন্দির। বোদাগঞ্জ এলাকার মধ্যে এটি সতী পিঠের অন্যতম আদি মন্দির বলে মন্দিরের পুরোহিত ও মন্দির কমিটির দাবি। প্রতিবারের মতো এবারও শালেশ্বরী বনদুর্গার মন্দিরে বনদুর্গার বিগ্রহে পুজো হবে দুর্গাপুজোর কয়েকদিন।

শালেশ্বরী থানের মধ্যেই আলাদা মন্দিরে রয়েছে দুর্গার ছোট মূর্তি। এই বিগ্রহের পাশের মন্দিরে নারায়ণ, গঙ্গা, যমুনা, শিব, পির বাবা, বিশ্বকর্মা মন্দির ও বিগ্রহের সঙ্গে আলাদা করে প্লাস্টার অফ প্যারিসের তৈরি করা বনদুর্গার মূর্তি রয়েছে। বাঘের পিঠে চড়া অবস্থায় বনদুর্গা নাকি খুবই জাগ্রত বলে এলাকাবাসীরা মনে করেন। দেবী দুর্গার পাথরের ছোট মূর্তির হাতে অস্ত্র রয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে দেবী অসুর বধ করছেন।

শালেশ্বরী বনদুর্গার মন্দিরের পাশের মন্দিরে ভ্রামরীদেবী ও শিবের মন্দির। ৮৭ বছরের পুরোহিত গুলঞ্চ রায় বলেন, 'বৈকুণ্ঠপুরের রাজা হাতির পিঠে করে এই মন্দিরে এসে পুজো দিয়ে জঙ্গলে শিকারে যেতেন। তখন টিনের চাল দেওয়া মন্দির ছিল। সরস্বতীপুজোর কয়েকদিন পর মূল পুজো হলেও দুর্গাপুজোর সময় বনদুর্গার পুজো দশমী পর্যন্ত মন্দিরে করা হয়।' প্রতিটি দেবী এখানে নিত্যপূজিতা বলে তিনি জানান। তাঁর মুখে শোনা যায়, পুজোর সময় ছাড়া বনদুর্গার হাতে অস্ত্র দেওয়া হয় না। শাল গাছের বয়স অনেক। গাছের গায়ে লাল কাপড়, সুতো বেঁধে দিয়ে যান ভক্তরা।

এলাকাবাসীরা জানান, রাজবংশী জনজাতি অধ্যুষিত মেচপাড়া ও বোদাগঞ্জ এলাকায় শাল গাছকেই নিজেদের রক্ষার্থে শালেশ্বরী বা শালশিরিদেবী হিসেবে পুজো করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বন্যজন্তুর আক্রমণ থেকে রেহাই পেতেই জঙ্গল সংলগ্ন বাসিন্দারা বছরের পর বছর ধরে প্রকৃতির পুজো করে আসছেন। বাঘের উপদ্রব রাজাদের সময় থেকেই ছিল। সেইসময় বুনো হাতির উপদ্রব ছিল। আজও আছে। তাই বনদুর্গার বাহন বাঘের পাশাপাশি বিশ্বকর্মার বাহন হাতিকেও পুজো করা হয় এই মন্দিরে।

শালেশ্বরী বনদুর্গার মন্দিরের পুরোহিত অনিমেষ রায় জানান, এই মন্দির বোদাগঞ্জ অঞ্চলের মধ্যে আদি সতী মন্দির। এখানে শালেশ্বরী বনদুর্গার পুজো হয়।

মন্দির কমিটির সভাপতি জগদানন্দ রায় শোনালেন অনেক অতীতের অনেক কথা, 'বাবা মানিকলাল রায় ও পরিচিত বিনোদ রায় মন্দিরের সংস্কারের জন্য বন দপ্তর থেকে জেলা প্রশাসন সকলকে চিঠি লিখেছিলেন ৩০–৩৫ বছর আগে। একসময় বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগ অনেক সাহায্য করেছে। এখন শিলিগুড়ির এক ভক্ত দেবী ভ্রামরীর আদি মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন। কিন্তু এই মন্দিরের সঙ্গে বৈকুণ্ঠপুর রাজাদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।' এই মন্দিরকে ঘিরে অনেক কিছু করতে চাইছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে এর জন্য সরকারি সাহায্য প্রয়োজন। এটিকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়া দরকার বলে মনে করেন জগদানন্দবাবু।

পুজোর সময় ছাড়া এমনি সময়ে দেবীর হাতে অস্ত্র দেওয়া হয় না। দুর্গার বাহন সিংহ হলেও শালেশ্বরীর বাহন বাঘ। শালেশ্বরীর সঙ্গে থাকে না তাঁর সন্তান–সন্ততি। তবে বিশ্বকর্মার বাহন হাতিকেও পুজো করা হয়।

মূল দেবী দুর্গার বিগ্রহ।

মানুষ যখন ভগবানের স্রষ্টা। –অভিষেক রায়, শিলিগুড়ি

সাবেকিয়ানায় নজর কাড়ে শীতলাবাড়ির দেবী আরাধনা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৫ সেপ্টেম্বর : শীতলাবাড়ি নামটা শুনলেই ফালাকাটার বাসিন্দাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি যেন বেড়ে যায়। এখানে সারাবছর বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো হয়। তবে দুর্গাপুজোর জন্য একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছে শীতলাবাড়ি। এলাকার প্রবীণরা প্রায় ৬২ বছর আগে শীতলা মন্দিরে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন। সাবেকিয়ানায় যে পুজো শুরু হয়েছিল আজও তা ধরে রেখেছেন বর্তমান কর্মকর্তারা। তাঁদের একচালার প্রতিমা ফালাকাটায় আলাদা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। পুজোতে কিছুটা আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও সাবেকিয়ানা ধরে রাখতে আজও বদ্ধপরিকর।

তাই এবারও শীতলাবাড়ি পুজো কমিটির কর্মকর্তারা তাঁদের মন্দিরেই পুজোর সব আয়োজনের শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি সারছেন।

ফালাকাটার পুজো, মেলা সহ মানুষের মিলনের পীঠস্থান বলা হয় থানা রোডকে। শীতলা থেকে বাসন্তী, রথযাত্রা থেকে কালী সব দেবদেবীর পুজোকে কেন্দ্র করে শীতলাবাড়ি সারাবছর জমজমাট থাকে। এবার দুর্গাপুজোকে ঘিরেও উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণেই তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। পুজোতে কী কী করা যায়, এলাকার বাসিন্দারা মাঝেমাঝে বসেই তা নিয়ে বৈঠক করছেন। উদ্যোক্তার জানিয়েছেন, শীতলাবাড়ির পুজোর জন্য জোর করে কারও কাছে চাঁদা চাইতে হয় না। মানুষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার টানেই চাঁদা দিয়ে থাকেন।

শীতলাবাড়ি দুর্গাপুজো কমিটির সভাপতি রাকেশ শা বলেন, 'এবার আমরা ৬২তম দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছি। ইতিমধ্যেই প্রতিমা তৈরির কাজ শেষের পথে। নিয়মনিষ্ঠা ও ভক্তিভরে পুজোর জন্যই এখানকার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে।'

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অনুপম চৌধুরী ও বাবন ঘোষ জানালেন, এখানে পুজোর কোনও নির্দিষ্ট বাজেট হয় না। ভক্তিভরে পুণ্যার্থীরা যে যেমন সাহায্য করেন, তা দিয়েই পুজো করা হয়। তবে অষ্টমীর দিন পাড়ার মানুষকে বসিয়ে প্রসাদ খাওয়ানো এখানকার পুজোর অন্যতম অংশ।

শীতলাবাড়ির পুজোকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সাজোসাজো রব তৈরি হয়েছে। মন্দিরের সামনে ছোট আকারে প্যান্ডেলও করা হবে। পুজোর ক'দিন রোজ রাতে আরতি দেখার জন্য দর্শনার্থীরা ভিড় করেন। পুজোতে অনেকেই মানত করে থাকেন। প্রতিমা বিসর্জনেও শীতলাবাড়ির থাকে অভিনবত্ব। দশমীর দিন দুপুরবেলায় মহিলাদের শোভাযাত্রা নজর কাড়ে ফালাকাটাবাসীর। এবার নিয়মনিষ্ঠা, ভক্তিতে পুজোর আয়োজনের শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত শীতলাবাড়ির পুজো উদ্যোক্তারা।

চল পদ্ম কুড়োই

ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

পরিবেশ রক্ষার বার্তা লড়াইয়ে স্বস্তিকা ও বিদ্যাসাগর

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : কোন পুজোমণ্ডপ নজর কাড়ল, কোনটির আলোকসজ্জা হিট –এ নিয়ে দুই ক্লাবের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

তার উপর যদি একই এলাকায় দুটো বিগ বাজেটের পুজো হয়, সেক্ষেত্রে রেষারেষি হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। কোন পুজো শহরবাসীর মন জয় করল, তা নিয়ে চলে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

প্রতি বছর থিম, মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা, প্রতিমা দিয়ে একে অপরকে টেক্কা দিয়ে আসছে শিলিগুড়ি শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্বস্তিকা যুবক সংঘ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর ক্লাব। ওয়ার্ড আলাদা হলেও ভৌগোলিক দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়।

গত দু'বছর করোনা পরিস্থিতিতে নানা বিধিনিষেদের কারণে পুজোর আয়োজনে কাটছাঁট করতে হয়েছিল। এবছর একে অপরকে মাত দিতে কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছে দুই পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা।

স্বস্তিকা যুবক সংঘের দুর্গাপুজোর এবার ৬৫তম বর্ষ। এবছরের বিশেষ থিম 'দেবীপক্ষ'। সমাজে বৃহন্নলাদের অবস্থান, তাদের সমস্যা, কতটা কঠিন পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করতে হচ্ছে – শিল্পী সন্দীপন নাথের হাতের মুনশিয়ানায় এই বিষয়গুলো ফুটিয়ে তোলা হবে। স্বস্তিকা যুবক সংঘের এবছরের পুজোর বাজেট ১৬ লক্ষ টাকা। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হবে আলোকসজ্জা। দায়িত্বে রয়েছেন পিন্টু দে।

সারাবছর ক্লাবের তরফে নানারকম সামাজিক কার্যকলাপ হয়। ক্লাবকর্তাদের কথায়, 'পরিবেশকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। কিছুদিন আগেই গাছের চারা বিলি করা হয়েছে। পুজোর দিনগুলোতেও পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে হাজির হব আমরা।' পুজোর দিনগুলোতে দর্শনার্থীদের মধ্যে ভোগ বিতরণ করা হবে। পুজো কমিটির সম্পাদক বাপ্পা পাল বললেন, 'দুর্গাপুজো ইউনেসকোর হেরিটেজের তালিকায় জায়গা পেয়েছে। এবছর তাই পুজোর আনন্দটা বেশি। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে আমরা সবাই মায়ের আরাধনায় মেতে উঠি। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমাদের পুজো সাধারণ মানুষের মন জয় করবে।'

পুজোর ৫৬তম বর্ষে এবছর বিদ্যাসাগর ক্লাবের বাজেট ১২ লক্ষ টাকা। মণ্ডপ চত্বরে গিয়ে দেখা গেল জোরদার প্রস্তুতি চলছে। থিম নিয়ে অবশ্য এখনই বেশি কিছু বলতে নারাজ ক্লাবকর্তারা। পুজো কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্যামল তরফদার বললেন, 'ছোট থেকে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের পরিবর্তনের দিকটিকে থিমের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হবে। দর্শনার্থীরা আসবেন, উপভোগ করবেন। শহরের যে কোনও বড় পুজোকে টেক্কা দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত।'

থিমের সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় আলোকসজ্জা। কাপড় দিয়ে পুজোমণ্ডপ তৈরি হবে। থাকছে না কোনওরকম প্লাস্টিক কিংবা থার্মোকলের ব্যবহার। সুস্থ পরিবেশের বার্তাকে সামনে রেখে এবছর দেবী দুর্গার বন্দনায় মাতবে বিদ্যাসাগর ক্লাব।

মাদার দেখছেন। মাদার হাউসের পাশে বাচ্চাদের খেলা। সোমবারই ছিল মাদার টেরেসার প্রয়াণের ২৫ বছর।– এএফপি

বিদেশ যেতে বাধা নেই অভিষেকের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আইনে দ্বৈরথে নেমে আবারও 'সুপ্রিম' ধাক্কা খেল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। সোমবার ইডি বনাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, কয়লা কাণ্ডের তদন্তে লাগাতার জেরা করেও অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও উল্লেখযোগ্য অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি ইডি।

তাই তাঁর বিরুদ্ধে এখনই কোনও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না ডিরেক্টরেট। একইসঙ্গে অভিষেকের আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রধান বিচারপতি উদয় ইউ ললিতের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে পারবেন অভিষেক।

এদিন সওয়াল করতে গিয়ে বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিবাল জানান যে, অভিষেক নিজের চোখের চিকিৎসার জন্য দুবাই যেতে চান, কিন্তু ইডির তরফে তাঁকে সেই অনুমতি প্রদান করা হয়নি। এই অভিযোগ শুনেই অভিষেকের বিদেশ ভ্রমণে ছাড়পত্র দিল সুপ্রিম কোর্ট। দেওয়া হয়েছে বিশেষ রক্ষাকবচও। সুপ্রিম কোর্টের তরফে বলা হয়েছে, এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ৩০ সেপ্টেম্বর। জেরা করা হলেও ইডি যে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না, সেই বিষয়ে এদিন সুপ্রিম কোর্টকে আশ্বস্ত করেন ইডির প্রতিনিধি সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা।

উল্লেখ্য, এর আগে ইডির সঙ্গে আইনি লড়াইয়ের প্রথম ধাপে দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যখন শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক, সেই সময়েও দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় ইডির বিপক্ষে যায়।

বিচারপতি উদয় ললিতের বেঞ্চের তরফে জানানো হয়েছিল, বারবার দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়ে অভিষেক ও তাঁর স্ত্রীকে জেরা করতে পারবে না ইডি। তার পরিবর্তে ন্যূনতম ২৪ ঘণ্টার নোটিশ জারি করে তাঁকে ইডির কলকাতা অফিসে জেরা করা যাবে।

সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি

- কয়লা কাণ্ডের তদন্তে লাগাতার জেরা করেও অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও উল্লেখযোগ্য অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি ইডি
- তাই তাঁর বিরুদ্ধে এখনই কোনও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না ডিরেক্টরেট
- চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে পারবেন অভিষেক

দুর্নীতির খোঁজে দিনভর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হানা

সোদপুর থেকে ধৃত 'মিডলম্যান' সুব্রত

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুর থেকে সোমবার সুব্রত তালুকদার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ইডি। তিনি পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এদিন সকালে সোদপুরের রাজেন্দ্রপল্লিতে তাঁর বাড়িতে হানা দেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। এসএসসি কাণ্ডে তিনি মিডলম্যানের কাজ করছিলেন বলে ইডি আধিকারিকরা জানিয়েছেন। তাঁর সোদপুরের বাড়ি ছাড়াও বেলঘরিয়ার অফিসেও হানা দেয় ইডি। সেখান থেকে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে এর আগে 'মিডলম্যান' প্রসন্নকুমার রায় ও প্রদীপ সিংকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। এদিন সকালে সোদপুরের ১ নম্বর রাজেন্দ্রপল্লি এলাকায় সুব্রতর বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। ইডি'র দুই আধিকারিকের সঙ্গে স্টেট ব্যাংকের দুই আধিকারিক ওই তল্লাশিতে সুব্রতর বাড়িতে যান। সকাল থেকে টানা ৬ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সুব্রত এবং তাঁর পরিবারের লোকজনকে। তাঁর ব্যাংকের পাসবই, বিভিন্ন ফাইল, নথি ও দলিল পরীক্ষা করেন। গোটা বাড়ি জুড়েই চলে তল্লাশি। এসএসসি দুর্নীতিতে কীভাবে টাকা লেনদেন হত, কাদের কাছে সেই টাকা পৌঁছোত বা তিনি কীভাবে এই আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত তা নিয়ে নানা প্রশ্ন করেন ইডি আধিকারিকরা। জিজ্ঞাসাবাদের

ধৃত সুব্রত তালুকদার।

সময় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সুব্রত এড়িয়ে যান বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। দুপুর ২.৪৫ মিনিট নাগাদ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি।

তাঁকে বেলঘরিয়ার ফিডার রোডে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটি আবাসনে সুব্রতর অফিসে যান ইডি কর্তারা। ওই অফিসে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক তল্লাশি চালানো হয়। সেখানে ইডি কর্তারা প্রচুর কাগজ ও বিভিন্ন নথি আটক করেন। এরপর তাঁকে কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। এই অফিসে মাঝে মাঝে সুব্রত আসতেন। দুপুর ২থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত একাই অফিসে ল্যাপটপ খুলে কাজ করে চলে যেতেন বলে এলাকার মানুষ জানিয়েছেন। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে তিনি তেমন কথাও বলতেন না বলে জানান স্থানীয়রা।

ইডি কর্তারা তদন্তে সুব্রতর প্রচুর সম্পত্তির হদিস পেয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। বড় অঙ্কের টাকার লেনদেনের তথ্য ইডি পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই টাকা বিদেশে পাঠানো হত কিনা তাও জানার চেষ্টা করছেন ইডি'র আধিকারিকরা। এসএসসি দুর্নীতিতে ২৪ অগাস্ট গ্রেপ্তার করা হয়েছিল 'মিডলম্যান' প্রদীপ সিংকে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই প্রসন্নকুমার রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। এভাবে তদন্তের পর ইডি একের পর এক 'মিডলম্যান'দের গ্রেপ্তার করে এই তদন্তের জাল গুটিয়ে নিয়ে আসছে।

৩ ব্যবসায়ীর বাড়িতে সিবিআইয়ের দল

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : চিটফান্ড মামলার তদন্তে সোমবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার রানিকুঠি, সোদপুর ও বাগুইআটিতে হানা দিলেন ইডি এবং সিবিআই আধিকারিকরা। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানোর পর বেশ কিছু তথ্য উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। রানিকুঠির ঝুনঝুনওয়ালা হাউসে ব্যবসায়ী রামপ্রসাদ আগরওয়ালের বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই। ১৮৪ কোটি টাকা ঋণখেলাপির অভিযোগ ওঠে ওই ব্যবসায়ীর সংস্থার বিরুদ্ধে। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে তল্লাশির পর বহু মূল্যবান নথি বাজেয়াপ্ত করেন আধিকারিকরা। ২০২০ সালেও ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যাংক জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময়ও ইডি তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিল।

রানিকুঠির পাশাপাশি এদিন সকাল থেকে উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের রাজেন্দ্রপল্লিতে ব্যবসায়ী সুব্রত মালাকারের বাড়ি 'স্নেহদিয়া'তে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। তাঁদের সঙ্গে ব্যাংকের আধিকারিকরাও ছিলেন। এখানেও কয়েক ঘণ্টা তল্লাশির পর বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়। আবার বাগুইআটিতে এদিন হানা দেয় সিবিআইয়ের একটি দল। এখানে দীপঙ্কর হীরা নামে এক কাপড় ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালান সিবিআই আধিকারিকরা। বিশাল পাঁচতলা বাড়ি তৈরি করেছেন দীপঙ্কর। এই টাকার উৎস কী এদিন তা খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। সম্প্রতি চিটফান্ড দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন হালিশহর

রানিকুঠিতে সিবিআইয়ের টিম। সোমবার। ছবি : কৌশিক দত্ত

- রানিকুঠি, সোদপুর ও বাগুইআটিতে হানা ইডি এবং সিবিআইয়ের
- দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানোর পর বেশ কিছু তথ্য উদ্ধার

পুরসভার চেয়ারম্যান রাজু সাহানি। এছাড়া বীজপুরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারী এবং কাঁচরাপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান কমল অধিকারীর বাড়িতেও তল্লাশি চালান সিবিআই আধিকারিকরা।

২৩ জনকে ২৩ দিনে নিয়োগের নির্দেশ

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : ২৩ জন চাকরিপ্রার্থীকে ২৩ দিনের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। গত ৬ বছর ধরে এই চাকরিপ্রার্থীরা বঞ্চিত রয়েছেন। সোমবার তাঁদের মামলাটি উঠলে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, প্রয়োজনে শূন্যপদ তৈরি করে অবিলম্বে মামলাকারী ২৩ জন চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগ করতে হবে। ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষায় বসেও সোহম রায়চৌধুরী সহ ২৩ জন পরীক্ষার্থী 'অসফল' হন। তাঁরা দাবি করেন, ৬টি প্রশ্নে ভুল থাকার জন্যই তাঁরা পাশ করতে পারেননি। প্রশ্ন ভুলের অন্য একটি মামলায় কয়েকজন মামলাকারীকে বাড়তি নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। সোহম সহ ২৩ জন চাকরিপ্রার্থী ওই নির্দেশকে হাতিয়ার করে বাড়তি নম্বর চেয়ে মামলা করেন।

হাইকোর্ট প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে এই মামলাকারীদের বাড়তি ৬ নম্বর দেয় পর্ষদ। এর ফলে তাঁরা টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মামলাকারীদের আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত বলেন, 'প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হয়েও অনেকে যদি চাকরি পান, তাহলে প্রশিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীরা কেন পাবেন না। বাড়তি নম্বরের বলে এই প্রার্থীরা টেট উত্তীর্ণ। তাই এদেরও চাকরি দেওয়া উচিত।' পর্ষদের তরফে ভুলস্বীকার করলেও জানানো হয়, শূন্যপদের তালিকা রাজ্য সরকার দিলে নিয়োগ সম্ভব। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, ৬ বছর ধরে চাকরিপ্রার্থীরা বঞ্চিত হয়েছেন। তাই প্রয়োজনে শূন্যপদের তালিকা থেকে এদের অবিলম্বে নিয়োগ করে ফেলতে হবে। ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মামলাকারীদের নিয়োগ করতে হবে।

> প্রয়োজনে শূন্যপদের তালিকা থেকে এদের অবিলম্বে নিয়োগ করে ফেলতে হবে। ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মামলাকারীদের নিয়োগ করতে হবে।
>
> – অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

২০২০ সালের নভেম্বরে মামলাকারীদের বাড়তি নম্বর দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনার নির্দেশ দেয়। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে

বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধন

ঝাড়গ্রাম, ৫ সেপ্টেম্বর : চার বছর পর সোমবার ঝাড়গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন হল। শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে ভবনটির ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৮ সালের ৯ অগাস্ট এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। চারতলা ভবনের তিনটি বিভাগে ১০৮টি ঘর রয়েছে। ১২২ কোটি টাকা দিয়ে এই ভবন এবং একটি দোতলা অতিথিনিবাস তৈরি হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা।

পড়ুয়াদের বিরিয়ানি

রামপুরহাট, ৫ সেপ্টেম্বর : অভিনব আঙ্গিকে শিক্ষক দিবস উদযাপিত হল বীরভূমের ভদ্রপুর গৌরচন্দ্র স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মিড-ডে মিল নয়, এদিন স্কুলের ২০০ পড়ুয়ার দুপুরের আহার হল চিকেন বিরিয়ানি দিয়ে। বিরিয়ানির স্বাদ চেটেপুটে লুফে নিতে দেখা গেল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী নায়েশা খাতুন, চতুর্থ শ্রেণির মৌলি রায়দের।

মধ্যমণি উত্তরবঙ্গের অন্যতম মুখ অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। সোমবার কলকাতার এক ফ্যাশন শোতে। –রাজীব মণ্ডল

দীর্ঘদিন পর তৃণমূল ভবনে মুকুল

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিন পর সোমবার তৃণমূল ভবনে দেখা গেল কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক মুকুল রায়কে। গতবছর তপসিয়া তৃণমূল ভবনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন এই বিজেপি বিধায়ক। তারপর বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন আগে শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি এই পদ থেকে ইস্তফা দেন। তপসিয়ার তৃণমূল ভবনে সংস্কারের কাজ হওয়ায় এখন মেট্রোপলিটনে অস্থায়ী তৃণমূল ভবন হয়েছে। মুকুল বলেন, 'আমি রাজনীতির লোক। রাজনীতির বাইরে কোথায় আর যাব? আমি এখনও মরে যাইনি, বেঁচেই আছি। রাজনীতির লোককে রাজনীতিতে দেখা যাবে, এটাই তো স্বাভাবিক।'

তপন-মামলার পরিস্থিতি জানতে চাইল হাইকোর্ট

আদালত সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : তপন দত্ত খুনের মামলায় সিবিআইকে পার্টি করতে নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি। বর্তমানে এই মামলার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান তিনি। হাওড়ার জলাভূমি বাঁচাও আন্দোলনের নেতা তপন দত্ত খুনের প্রায় ১১ বছর পর গত ৯ জুন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এই ঘটনার সিবিআইয়ের তদন্তের নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে সিবিআই তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

আগামী ১২ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টোয় ফের এই মামলার শুনানি হবে। শুনানিতে রাজ্যের তরফে আইনজীবী মুকুল রোহতগি বলেন, 'অভিযুক্তরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টকেই মামলার নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দেয়। সিঙ্গল বেঞ্চ মামলা শোনার পর সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। সিবিআই নতুন করে এফআইআর দায়ের করে এই মামলার তদন্ত শুরু করেছে।'

তিনি বলেন, 'অত্যন্ত বিরল মামলার ক্ষেত্রে যেখানে মনে করা হয় ইনজাস্টিস হয়েছে, সেখানেই তদন্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পরও পুনরায় তদন্তভার দেওয়া হয়। এখানে দু'বার চার্জশিট পেশ হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এখানে পুনরায় সিবিআইকে তদন্তভার দেওয়া কতটা যুক্তিপূর্ণ!'

অন্য শিক্ষক দিবস। প্রতিবাদী শিক্ষকদের রাধাকৃষ্ণণ বন্দনা। – কৌশিক দত্ত

অবরোধের জেরে দুর্ভোগ ট্রেনযাত্রীদের

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : হাওড়া-বর্ধমান শাখার রসুলপুর এবং শক্তিগড়ের মাঝে থার্ড লাইন ও নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য বেশ কিছু ট্রেন চলাচল বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে লোকাল ট্রেন ছাড়াও ৫৪টি মেল-এক্সপ্রেস ট্রেন ও বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেন বাতিল হয়েছে। আবার বেশ কিছু মেল-এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা সংক্ষেপিত করা হয়েছে। যে সমস্ত ট্রেন বর্তমানে চলাচল করছে তাতে অতিরিক্ত যাত্রীচাপ সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যার জেরে সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার ক্ষুব্ধ যাত্রীরা হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের বেশ কয়েকটি স্টেশনে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। দীর্ঘক্ষণ সেই অবরোধের জেরে চূড়ান্ত নাকাল হন নিত্যযাত্রীরা।

এদিন সকাল সাড়ে ৭টা থেকে হুগলির খন্নান, তালান্ডু ও পাণ্ডুয়ায় রেল অবরোধ শুরু করেন নিত্যযাত্রীরা। ফলে বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে বেশ কয়েকটি দূরপাল্লা এবং লোকাল ট্রেন। অফিসটাইমে ট্রেন অবরোধের ফলে বহু যাত্রী চরম সমস্যায় পড়েন। দু-ঘণ্টা ধরে চলে সেই অবরোধ। এ বিষয়ে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক একলব্য চক্রবর্তী জানান, রেল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই নোটিশ দিয়ে ট্রেন বাতিলের কথা জানিয়েছে। আগামী ১৪ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর আরও বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল থাকবে। থার্ড লাইন এবং ইন্টারলকিং সিস্টেমের কাজের জন্যই ওই ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে।

জালিয়াতকে খুঁটিতে বেঁধে বিক্ষোভ

বর্ধমান, ৫ সেপ্টেম্বর : গ্রামেগঞ্জে চিকিৎসার আড়ালে অন্যের জমি হাতিয়ে নিজের নামে করে নেওয়ার অভিযোগ বহু দিনের। জালিয়াতিতে অভিযুক্ত মনোজকান্তি মণ্ডল নামে এই ব্যক্তিকে সোমবার সামনে পেয়ে বিদ্যুতের পোলে বেঁধে রাখলেন পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ থানার কামালপুরের তিলডাঙ্গার ক্ষুব্ধ জনতা। প্রতারককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। এর আগেও একাধিক লোকের জমি জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। পরে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে মনোজকান্তিকে উদ্ধার করে।

বিস্ফোরণ কাণ্ডে চার্জশিট

দুবরাজপুর, ৫ সেপ্টেম্বর : বীরভূমের খয়রাশোল ব্লকের গাংপুর বিস্ফোরণ কাণ্ডে বাবলু মণ্ডলের নামে কলকাতার ব্যাংকশাল কোর্টে চার্জশিট জমা দিল এনআইএ। ধৃতের ছেলে নিরঞ্জন এবং মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলকে খুঁজতে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। গতিপ্রকৃতি দেখে স্থানীয়দের অনুমান, এ ঘটনায় প্রভাবশালীর যোগ মিলেছে। ওই ব্যক্তি এতদিন বাবলুকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাঁর দুই ছেলেকেও গোপন ডেরায় লুকিয়ে রেখেছে ওই প্রভাবশালী বলে তদন্তকারীদের অনুমান। ২০১৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বিস্ফোরণে গাংপুর গ্রামের বাবলু মণ্ডলের মাটির দোতলা বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। এনআইএ তদন্তে নেমে ৮ জুন বাবলুকে গ্রেপ্তার করে। বিস্ফোরণে যুক্ত বাবলুর দুই ছেলের নামে হুলিয়া জারি হয়।

সত্য চাপা দিতে সিআইডি তদন্ত : দিলীপ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : কিছুদিন আগে সিবিআই তদন্ত নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। সোমবার সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে সিবিআইয়ের প্রশংসা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি। বললেন, 'সিবিআই সত্য উদঘাটন করে।' একইসঙ্গে সিআইডি'র সমালোচনা করে বলেন, 'সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্য সিআইডি তদন্ত করে।'

এদিন গোরু পাচার, কয়লা পাচার, এসএসসি দুর্নীতি তদন্ত সহ চিটফান্ড কাণ্ড নিয়ে সিবিআইয়ের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন দিলীপবাবু। বিশেষ করে এসএসসি এবং কয়লা পাচার কাণ্ডে একের পর এক গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে দিলীপবাবু বলেন, 'দিনের পর দিন জনগণের টাকা লুট করা হচ্ছিল। সিবিআই সেই সমস্ত তথ্য জোগাড় করছিল। ফলে তাদের কিছুটা সময় লাগছিল। বর্তমানে তদন্তের জাল গুটিয়ে একের পর এক রাঘববোয়াল এবং তাঁদের সহযোগীদের গ্রেপ্তার করছে।' তিনি বলেন, 'রোজ তদন্তে একের পর এক গ্রেপ্তার হচ্ছে। টাকা উদ্ধার হচ্ছে। অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। মানুষ জানত এরা চোর কিন্তু প্রমাণ ছিল না। সেই কাজটা করছে ইডি-সিবিআই। আমরা চাইছি এই কাজটা তাড়াতাড়ি হোক। মানুষও তাই চাইছে। তাতে মানুষের এতদিনের ইচ্ছা পূরণ হবে। বাংলা দুর্নীতিমুক্ত হবে। শুদ্ধ হবে।' ইডি-সিবিআইকে কাজে লাগাচ্ছে কেন্দ্র- বিরোধীদের এই অভিযোগ সম্পর্কে দিলীপবাবু বলেন, 'ওদের কাজই হল মানুষকে ভুল বোঝানো। ওদের লোকের বাড়ি থেকেই টাকা-অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। এরপরেও মানুষকে ভুল বোঝাবে।' এর আগে সিবিআই সঠিকভাবে তদন্ত করছে না বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন দিলীপবাবু। এই নিয়ে সমালোচিত হয়েছিলেন তিনি। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার প্রকাশ্যে তাঁর সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'দিলীপবাবু যাই বলুন না কেন, সিবিআইয়ের এই তদন্তে দলের আস্থা আছে।'

প্রশংসা সিবিআইয়ের

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধিদীপ্ততায় সহকর্মীদের দ্বারা প্রশংসিত হবেন। বিতর্কে যাবেন না। বৃষ : সামান্য ভুলের জন্য বড় ক্ষতি হতে পারে। আইনি কাগজপত্র খুব খুঁটিয়ে দেখে নিন। মিথুন : অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকুন। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে প্রিয় সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। কর্কট : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। আজ ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে গেলে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। সিংহ : বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। সন্তানের জন্য অহেতুক চিন্তা। কন্যা : পাকস্থলীর রোগে দুশ্চিন্তা। সামান্য আর্থিক সমস্যা হতে পারে। তুলা : কোনও সমস্যার সমাধান হওয়ায় স্বস্তি। ভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ। জলপথ বাদ রাখুন। বৃশ্চিক : প্রবল ভোগেচ্ছায় ক্ষতি। প্রেমের সঙ্গীকে অকারণে কষ্ট দিয়ে অনুতাপ। ধনু : সঞ্চয়ের ভালো সুযোগ আসবে। নতুন কোনও কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। মকর : কর্মক্ষেত্রে আপনার কূটনৈতিক সাফল্য আসায় স্বস্তি। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা। কুম্ভ : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। বেকাররা কাজের সুযোগ পাবেন। মীন : অতিরিক্ত চাওয়া ক্ষতি করবে। নতুন ব্যবসা নিয়ে কর্মব্যস্ত।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ মঙ্গলবার, ২০ ভাদ্র, ১৪২৯, ভাঃ ১৫ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২, ২০ ভাদ, সংবৎ ১১ ভাদ্রপদ সুদি, ৯ শফর। সূঃ উঃ ৫।২।৩, অঃ ৫।৪৯। মঙ্গলবার, একাদশী রাত্রি ১২।৩৭। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র অপরাহ্ন ৪।৪৪। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ৭।৪৭ পরে সৌভাগ্যযোগ শেষরাত্রি ৪।৪১। বণিজকরণ দিবা ১।৫১ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১২।৩৭ গতে ববকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, অপরাহ্ন ৪।৪৪ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১০।১৯ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, অপরাহ্ন ৪।৪৪ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১২।৩৭ গতে চতুষ্পাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১২।৩৭ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৬।৫৭ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১।৯ গতে ২।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৬ গতে ৮।৪২ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দিবা ১১।৯ গতে ১।৯ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)-একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পার্শ্বৈকাদশীর উপবাস। গোস্বামীমতে ও নিম্বার্কমতে পরাহে একাদশীর উপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫২ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।২২ মধ্যে ও ৩।১০ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৪ মধ্যে ও ৮।৪৬ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ১।২৯ গতে ৩।৪ মধ্যে।

উপহার মাংস-ভাত, আত্মহারা খুদে পড়ুয়ারা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : কতদিন বাদে পাতে মাংস, ভাত পড়ল তা মনে করে বলতে পারল না অনেক পড়ুয়া। শিক্ষক দিবসের সৌজন্যে সোমবার চেটেপুটে ভাত, মাংসের স্বাদ নিল শিলিগুড়ি ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

আর পাঁচটা সাধারণ দিনের মতো এদিনও অভিভাবকদের হাত ধরে বিদ্যালয়ে এসেছিল খুদেরা। বিদ্যালয়ে যে তাদের জন্য বাড়তি 'সারপ্রাইজ' অপেক্ষা করছে তা কারও জানা ছিল না। প্রতিদিন খিচুড়ি, সয়াবিন, ডাল, সবজি খেতে খেতে একঘেয়েমি চলে এসেছিল।

এদিন থালায় যখন একে একে ভাত, মাংস, চাটনি পড়ল তখন আর আনন্দের সীমা ছিল না অরিন্দম পাত্র, অনামিকা সরকার, তনুশ্রী হালদার, প্রিয়াংকা বর্মনদের কাছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা জয়িতা পণ্ডিত বলেন, 'খুদে পড়ুয়াদের মুখে একটু হাসি ফোটাতে পারার অনুভূতিটাই আলাদা। এবারই প্রথম মাংস, ভাতের আয়োজন করা হয়েছে। শিশু দিবসেও কিছু একটা করব।'

দিদিমণির কথা

খুদে পড়ুয়াদের মুখে একটু হাসি ফোটাতে পারার অনুভূতিটাই আলাদা। এবারই প্রথম মাংস, ভাতের আয়োজন করা হয়েছে। শিশু দিবসেও কিছু একটা করব।

– জয়িতা পণ্ডিত

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের প্রতিদিনের মিড-ডে মিলের জন্য সরকার জনপ্রতি ৪ টাকা ৯৭ পয়সা বরাদ্দ করে। অগ্নিমূল্যের বাজারে একজন পড়ুয়াকে ৪ টাকা ৯৭ পয়সার মধ্যে কী করে পুষ্টিকর খাবার স্কুলগুলি জোগাবে সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। বাজারে একটা ডিমের দাম কমবেশি ৬ টাকা। ডাল, সবজি, তেল, মশলার দাম কার্যত আগুন। সেখানে ৫ টাকারও কম দিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য খাদ্যসামগ্রী জোগাড় করতে বিদ্যালয়গুলিকে হিমসিম খেতে হয়।

বিদ্যালয়ে যেটুকু খাবার রান্না হয়, তা খেতেই পড়ুয়ারা প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায়। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে উঠে আসা পড়ুয়াদের কাছে মিড-ডে মিলের রান্নাটুকুই যেন অমৃত। এমন পরিস্থিতিতে পাতে মাংস মানে তা উৎসবের চাইতে কম নয়।

সূর্য সেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২৭ জন পড়ুয়া রয়েছে। শিক্ষিকা রয়েছেন ৫ জন। করোনার কারণে গত দু'বছর বিদ্যালয় বন্ধ ছিল। সেজন্য শিক্ষক দিবস সম্পর্কে খুদে পড়ুয়াদের কোনও ধারণা গড়ে ওঠেনি। ছেলেমেয়েদের অধিকাংশ প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া। তাদের কাছে এই দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে আগে থেকে পরিকল্পনা করতে শুরু করেছিলেন এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা। ঠিক হয়, পড়ুয়াদের মাংস, ভাত খাওয়ানোর। সেইমতো শিক্ষিকারা নিজেরাই মাইনে থেকে টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এদিন সকাল ৮টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পড়ুয়ারা ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ছবিতে ফুল দেয়। রাধাকৃষ্ণন কে ছিলেন তা ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরেন শিক্ষিকারা। এরপর নাচ, গানের ছোট্ট অনুষ্ঠান হয়। তারপর হয় খাওয়াদাওয়া। হাত চেটে খাওয়ার সময়, এক পড়ুয়া বলল, 'মাংস ঝাল হয়নি, তাই ভালো লাগছে। এবার পড়াশোনা আরও ভালো করে করব।'

সোমবার শিক্ষক দিবসে ক্লাসে একসঙ্গে পাত পেড়ে সূর্য সেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। – সংবাদচিত্র

কলম, কেক আর ফুলে শিক্ষক দিবস

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : সোমবার প্রধাননগরের একটি বইয়ের দোকানের সামনে বেশ ভিড়। পড়ুয়ারা এসেছে কলম কিনতে। কেউবা কিনছে ডায়ারি। অষ্টম শ্রেণির আর্য দত্তের আবদার কলমকে উপহার দেওয়ার কাগজে মুড়ে দিতে হবে। দোকানদার শ্যামল পালও উপহার লাল, নীল পেপারে মুড়ে দিলেন। আর্য জানাল, সে চারটি কিনছে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য, আর একটি গৃহশিক্ষিকার জন্য। এদিন অনেককেই দেখা গেল হাতি মোড়, হসপিটাল মোড়, হাসমি চকের ফুলের দোকানে ভিড় করে ফুল কিনতে। কলেজ পড়ুয়া শ্রিজা সরকার, নীলিমা সাহা মিলে একটি ফুলের তোড়া কিনেছে তাদের পছন্দের অধ্যাপিকার জন্য। নীলিমা জানাল, 'এটাই শেষ বর্ষ। তাই প্রিয় ম্যামকে গোলাপ দেব।'

ফুলের তোড়া সাজাতে সাজাতে সুমন দে বললেন, 'এবছর হাল ফিরছে সবকিছুতেই। আজ তো সব জায়াগায় শিক্ষক দিবস উদযাপন। তাই ভালোই বিক্রি হচ্ছে।' শুধু ফুল ও কলমই নয় এদিন বেশ ভিড় ছিল কেকের দোকানগুলিতে। বিধান মার্কেটের একটি কেকের দোকানের মালিক সুভাষ পালের কথায়, 'এবছর স্কুল-কলেজ সবই খোলা। তাই অনেক অর্ডার এসেছে।' আজকের দিনের জন্য ১০টিরও বেশি শিক্ষক দিবসের থিমের কেক বানিয়েছেন বলে জানান কেক বিক্রেতা সুমনা সাহা।

মেকআপ শেখানোর ম্যামকে উপহার দিতে বিধান মার্কেটে কিনতে আসেন রিয়া পাল, মধুমিতা সাহারা। মধুমিতার কথায়, 'আমরা যাঁর থেকে মেকআপ করাটা শিখেছি কাজের জগতে তিনি আমাদের গুরু, তাই তাঁর জন্য আজ উপহার কিনতে এসেছি।' শহর জুড়ে এদিন শিক্ষক দিবসকে নিয়ে এক আলাদাই আনন্দের আমেজ ছিল।

জুয়ার আসরে গ্রেপ্তার ৪

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার আসর থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) এবং শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। সোমবার রাতে শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরী বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের হেপাজত থেকে নগদ প্রায় সাড়ে আট হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছে। ধৃতদের মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে। মাস তিনেক আগেও অনলাইন লটারির বিরুদ্ধে ফুলেশ্বরী বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল এসওজি। সেই সময়ও বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সোমবার ফের খবর আসে ওই এলাকায় অনলাইন লটারি চলছে। এরপরেই অভিযান চালানো হয়।

কাজের তালিকা তৈরির নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩ ও ৫ নম্বর বরো অফিসে গিয়ে কাজকর্মের খোঁজখবর নিলেন মেয়র গৌতম দেব। মূলত রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা নিয়েই এদিন বিভিন্ন বরোর চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক করেন মেয়র। সেখানে মেয়র দুই বরোর কাউন্সিলারদের থেকে আলাদা করে সমস্যার কথা শোনেন। পাশাপাশি কাউন্সিলারদের কাজের একটি তালিকা তৈরি করার কথাও বলেন মেয়র। সেই তালিকা দেখে প্রয়োজনভিত্তিতে কাজ করা হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র।

আজ শহরে

শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্য সংস্থার আয়োজনে দীনবন্ধু মঞ্চে চতুর্থ বর্ষ আমন্ত্রণমূলক বিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতার আজ দ্বিতীয় দিন। প্রতিযোগিতায় শামিল হবে নাটক 'চোখে আঙুল দাদা' (বেলা ১২টা), 'সার্ভিস হোল্ডার' (বেলা ১টা), 'যদি এমন হতো' (বেলা ২টা), 'জগাই মাধাই' (বেলা ৩টা) ও 'ভাগশেষ (বিকেল ৪টা)।

শিক্ষকদের সঙ্গে সংবর্ধিত হল পড়ুয়ারাও

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : দু'বছর পর আবার যেন শিক্ষক দিবসে প্রাণ ফিরে পেল স্কুল। প্রিয় শিক্ষকের জন্য কেউ নিয়ে এল কার্ড, কেউ চারাগাছ। ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসায় সোমবার সকাল থেকেই গমগম করছিল শহরের বিভিন্ন স্কুল।

প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য উপহার কিনতে শনিবার থেকেই গিফ্ট হাউসগুলোর সামনে পড়ুয়াদের দেখা যায়। এই দিনটিকে স্পেশাল করার জন্য এদিন নানা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল, তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ হাইস্কুল, শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল, বিবেকানন্দ হাইস্কুল, বরদাকান্ত প্রাথমিক, শিলিগুড়ি কলেজ, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়, মহিলা মহাবিদ্যালয়।

এদিন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল শিক্ষক সমিতি (মাধ্যমিক), ওয়েবকুপার যৌথ উদ্যোগেও শিলিগুড়ি কলেজে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে মেয়র গৌতম দেব উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শুভেচ্ছা জানান। ছিলেন তৃণমূলের জেলার সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। পুরনিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির তরফে শিক্ষক দিবস পালন করা হয় রামকিঙ্কর হলে। অনুষ্ঠানে ওয়ার্ডের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে এবং দশম ও দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ওয়ার্ড কাউন্সিলার মিলি সিনহা।

শিলিগুড়ি প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে নীলনলিনী বিদ্যামন্দিরে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। এদিন আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও এদিন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে শহরের বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই বিশেষ দিনের জন্য সংবর্ধনা জানানো হয়।

এখন সামনের সারিতে বিশ্বকর্মাই। সোমবার চম্পাসারিতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

শুটার এখনও অধরা

বিদ্যুৎ সাহাকে গুলি কাণ্ডে উদ্ধার পিস্তল

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়িতে জমির কারবারি বিদ্যুৎ সাহাকে গুলি করে খুনের চেষ্টার ঘটনায় একটি পিস্তল উদ্ধার করল আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। এর আগে ধৃত তিনজনকে জেরা করে পিস্তলটি উদ্ধার করতে পেরেছে পুলিশ। তবে শুটারকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। সূত্রের দাবি, উদ্ধার করা পিস্তল দিয়েই বিদ্যুৎ সাহাকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে এখনই প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চাননি পুলিশ কর্তারা। ওই পিস্তলের গুলি এবং বিদ্যুৎ সাহার শরীরে আঘাত করা গুলির পরীক্ষা না করে কিছু বলতে চাইছে না পুলিশ। এ ব্যাপারে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জোন (১) জয় টুডুর মন্তব্য, 'একটি পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

> একটি পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
>
> – জয় টুডু
> *ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জোন (১)*

১৫ অগাস্টের রাতে বাড়ির সামনে জমির কারবারি বিদ্যুৎ সাহাকে গুলি করে খুনের চেষ্টা হয়। এই ঘটনার পর গোটা শহরে হইচই শুরু হয়। তদন্তে নেমে প্রথম সাতদিন পুলিশকে নানা দিকে নজর দিতে হয়। সিসি ক্যামেরায় এক যুবকের ছবি পাওয়া যায়। তার খোঁজও শুরু হয়। কিন্তু এখনও তাকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। এরই মাঝে বিদ্যুৎ সাহা একটু সুস্থ হতেই তাঁর বয়ান নেয় পুলিশ। বয়ানে বিদ্যুৎ তাঁরই তিন নিকটাত্মীয়ের নাম বলেন পুলিশকে। এরপরই পুলিশ ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু অভিযুক্তরাই যে খুন করানোর চেষ্টা করেছে সেই বিষয়ে এখনও স্পষ্ট তথ্য পায়নি পুলিশ। ফলে আদৌ এই পিস্তল দিয়ে বিদ্যুৎ সাহাকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল কি না, এই তিনজনই সুপারি কিলার আনিয়েছিল কি না, সেই বিষয়ে খোঁজ শুরু করেছে। সোমবার তিনজনকে পুলিশ হেপাজত শেষে জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

ADMISSION OPEN
NORTH BENGAL
ST. XAVIER'S COLLEGE
ACCREDITED BY NACC WITH B+(3RD CYCLE)
RAJGANJ & SILIGURI
B.A., B.SC, B.COM
BBA, BCA
(Hons and Program)
Contact us
website : www .nbxc.org
95937 44409(Siliguri Campus)
81458 08805 (Rajganj Campus)

শহরে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গি

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : মহকুমার গ্রামীণ এলাকায় আপাতত নিয়ন্ত্রণে থাকলেও শিলিগুড়িতে যেন লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গি। শিলিগুড়ি পুরনিগম সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ১৬৪ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। যার মধ্যে পুরুষ, মহিলার পাশাপাশি শিশুরাও অনেকে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হচ্ছে। প্রায় দু'বছর পর ডেঙ্গি আবার শিলিগুড়িতে মাথাচাড়া দেওয়ায় চিন্তায় স্বাস্থ্য দপ্তর। কিন্তু বিগত কিছুদিন ধরে শহরে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির পর মশার উপদ্রব প্রায় নেই বললেই চলে। তাহলে মানুষ এত ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হচ্ছেন কী করে? তবে পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তারা বলছেন, অনেকেই শহরের বাইরে থেকে আসছেন। এমনও হতে পারে বাইরে থেকে আক্রান্ত হয়ে শহরে এসে পরীক্ষা করার পর ডেঙ্গি ধরা পড়ছে। তবু সতর্কতা হিসেবে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে পুরনিগম। কিন্তু বিভিন্ন ওয়ার্ডে সাধারণ মানুষের অভিযোগ, যেভাবে প্রতিদিন ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তাতে পুরনিগমের আরও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে মশা মারার তেল ও ফগিং মেশিন ব্যবহার আরও বেশি মাত্রায় করলে আক্রান্তের সংখ্যা কমানো যেতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

শিলিগুড়ি ডেঙ্গিপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে কয়েক বছর আগেই। ২০১৯ সাল পর্যন্ত ডেঙ্গি রুখতে রীতিমতো কালঘাম ছুটেছে বাম পরিচালিত পুরবোর্ডের। শুধু আক্রান্ত নয়, ডেঙ্গিতে মৃত্যুও হয়েছে অনেকের। এই পরিস্থিতি থেকে পুরনিগম কিছুটা বেরিয়ে আসতে পেরেছিল ২০২০ সালে। কারণ গত দুই বছর কোভিড সংক্রমণ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে সারাবছরই প্রায় বিভিন্ন তেল, ফগিং মেশিন স্প্রে করতে দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি শহরজুড়ে ব্লিচিং পাউডার ছেটানোই নয়, স্যানিটাইজারও স্প্রে করা হয়েছিল। যার ফলে ডেঙ্গিতে কেউ আক্রান্তের খবর মেলেনি। কিন্তু এই বছর কোভিড সংক্রমণ প্রায় নেই বললেই চলে। যার ফলে আর গত দুই বছরের মতো স্যানিটাইজার কিংবা ব্লিচিং পাউডার সেভাবে স্প্রেও হচ্ছে না। যার ফলে ডেঙ্গি ফের মাথাচাড়া দিয়েছে বলে অভিযোগ।

পুরনিগম সূত্রে খবর, গত শনিবার শিলিগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ডে ইদানীং সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। যার মধ্যে ১, ৫,৭, ৮, ৯, ১৪, ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি।

তবে পুরনিগম এলাকায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও মহকুমার গ্রামীণ এলাকায় সেভাবে বাড়েনি বলে জানিয়েছেন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'গ্রামাঞ্চলে ডেঙ্গি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে।'

তবে গত এক মাসে শহরে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায় অনেক নির্মীয়মাণ বাড়িতে জল জমা থাকলেও সেখানে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ। অথচ পুরনিগমের কর্তারা বলছেন, নিয়মিত পুরকর্মীরা প্রতিটি ওয়ার্ডে গিয়ে ডেঙ্গি মোকাবিলায় কাজ করছেন। পুরকর্তাদের দাবি, স্প্রে করার তেলের যেমন অভাব নেই তেমনি ফগিং মেশিন প্রতিটি বরোতে পর্যাপ্ত পরিমাণেই রয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, পরিকাঠামোগত সমস্যা না থাকলেও প্রতিটি ওয়ার্ডে শ্রমিকরা ঠিকমতো কাজ না করার ফলেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র-পারিষদ দুলাল দত্ত বলেন, 'আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এটা ঠিক। কিন্তু পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে এই সময় প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করা হয়েছে। নিয়মিত তেল ও ফগিং মেশিন প্রতিটি ওয়ার্ডে স্প্রে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

সমস্যা যেখানে

- এখনও পর্যন্ত ১৬৪ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত
- ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও গ্রামীণ এলাকায় বাড়েনি
- মশা মারার তেল কিংবা ব্লিচিং পাউডার সেভাবে স্প্রেও হচ্ছে না
- পুরকর্মীরা প্রতিটি ওয়ার্ডে গিয়ে ডেঙ্গি মোকাবিলায় কাজ করছেন
- শহরে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ১, ৫, ৭, ৮, ৯, ১৪ ও ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে
- পুরনিগমের স্বাস্থ্যকর্তাদের ধারণা, সংক্রমণ আসছে বাইরে থেকে

ফ্যাক্টরিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক

ডিএল রায় সরণিতে এই ছাপাখানা ঘিরেই বিতর্ক।

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : জনবসতিপূর্ণ এলাকায় কোনও নিয়মনীতি ছাড়াই ফ্লেক্স প্রিন্টিং ফ্যাক্টরিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ডিএল রায় সরণিতে এধরনের একটি ফ্যাক্টরিকে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যেই ফ্যাক্টরি থেকে বেরোনো গন্ধে অসুস্থ হওয়ার অভিযোগ তুলে পুরনিগম সহ বিভিন্ন মহলে চিঠি দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা দীপঙ্কর তলাপাত্র। দীপঙ্করবাবুর অভিযোগ, কোনও ধরনের নিয়মনীতি ছাড়াই তাঁর বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে পাশের জমিতে এই ফ্যাক্টরি তৈরি হয়েছে। সেখানে লাগানো 'এক্সজস্ট ফ্যান' থেকে ধুলো, ধোঁয়া সহ উগ্র গন্ধ ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে ৭২ বছরের ওই প্রবীণ বাসিন্দাকে মাস্ক পরে থাকতে হচ্ছে। দীপঙ্করবাবুর সিওপিডি, হাইপারটেনশন, হার্ট ও প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডেরও উপসর্গ থাকায় রীতিমতো তিনি আশঙ্কিত। শুধু তাই নয়, দীপঙ্করবাবুর ৬৫ বছরের স্ত্রীও রয়েছেন।

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'এধরনের কোনও অভিযোগ এসেছে বলে জানা নেই। অসুবিধা থাকলে নিশ্চয়ই বিষয়টা দেখা হবে।' যদিও গোটা বিষয়টি নিয়েই সরব হয়েছেন দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার। তিনি বলেন. 'গোটা বিষয়টি নিয়ে আমরা জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চেয়েছি।'

জনবসতি এলাকার মধ্যে কীভাবে এই ফ্যাক্টরি গজিয়ে উঠল, তা নিয়েও কিন্তু গোটা এলাকায় গুঞ্জন তৈরি হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ফ্যাক্টরি মালিককে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। দীপঙ্করবাবুর পাশের ওই জমিতে প্রোমোটারির মাধ্যমে ফ্ল্যাট তৈরি হলেও বর্তমানে তৈরি হওয়া ওই ফ্যাক্টরির জায়গাটা ফাঁকা ছিল। দীপঙ্করবাবু বলেন, 'কিছুমাস আগেই কীভাবে ওই ফ্যাক্টরি তৈরি হল, বুঝতে পারলাম না।'

শা'র সফর

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা আগামী ২৩ এবং ২৪ সেপ্টেম্বর কিশনগঞ্জ ও পূর্ণিয়া সফরে আসছেন। ২৩ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিয়ার রঙ্গভূমি ময়দানে জনসভা করবেন। এছাড়া বিএসএফ ও এসএসবি আধিকারিকদের বৈঠকের কথা রয়েছে।

পঞ্চায়েত ভোটের লক্ষ্যে আরও ১০০ কোটির কাজ

উত্তরে চালু প্রকল্পের কাজ শেষের নির্দেশ মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গে চালু প্রকল্পের কাজে গড়িমসি বরদাস্ত করতে রাজি নন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক বছর, দু'বছর ধরে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে তো চলছেই। শেষ আর হচ্ছে না। এ জিনিস আর চলবে না। অবিলম্বে চালু প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করতে হবে। তবেই ধরা যাবে নতুন প্রকল্পের কাজ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে এমনই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী এতদিন নিজেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের। মাঝে মন্ত্রীসভায় রদবদল করে তাঁর দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গেরই উদয়নকে। প্রতিমন্ত্রী রেখে দিয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিনকে। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। সম্ভবত সেই কারণেই উত্তরবঙ্গের শহর ও গ্রামাঞ্চলে হাতে নেওয়া উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কাজ যত শীঘ্র সেরে ফেলতে চান মুখ্যমন্ত্রী। এই নিয়ে দপ্তরের দুই মন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকও করেছেন। সেখানেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের কর্মসূচি বেঁধে দিয়েছেন তিনি। দুই মন্ত্রীকেই জেলায় জেলায় ঘুরে উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সর্বশেষ অবস্থা খতিয়ে দেখে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। চালু প্রকল্পের বাকি কাজ দ্রুত সেরে ফেলতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তৎপর হতে বলেছেন দুই মন্ত্রীকে।

জেলায় জেলায় চালু উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কাজ অবিলম্বে শেষ করতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোথায় প্রকল্প শেষ করতে কী সমস্যা বা ঘাটতি হচ্ছে তা দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

–উদয়ন গুহ
উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে উদয়ন ও সাবিনা দু'জনই এখন চষে বেড়াচ্ছেন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি। সোমবার উদয়ন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'জেলায় জেলায় চালু উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কাজ অবিলম্বে শেষ করতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোথায় প্রকল্প শেষ করতে কী সমস্যা বা ঘাটতি হচ্ছে তা দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'দিদির নির্দেশ এক বছর বা দু'বছর ধরে প্রকল্পের কাজ হচ্ছে। এভাবে কাজ চলবে না। গড়িমসি না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করতে হবে। রাস্তাঘাট, সেতু, পার্ক, রবীন্দ্রভবন থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে। কোথাও কোথাও স্থানীয় সমস্যা ও ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য প্রকল্পের কাজও বন্ধ হয়ে আছে। এসব মিটিয়ে চালু প্রকল্পগুলির কাজ করতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন।'

মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন পঞ্চায়েত ভোটের আগে গ্রামীণ উন্নয়নে হাতে নেওয়া প্রকল্পগুলির কাজ সারতে। তবু উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর চালু প্রকল্পগুলির পাশাপাশি আরও ১০০ কোটি টাকার কাজ হাতে নিয়েছে বলে প্রতিমন্ত্রী জানান। নয়া প্রকল্পের আগে চালু প্রকল্পের কাজ শেষ করাটায় অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এগুলি শেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর পরবর্তী নির্দেশ কী তার অপেক্ষা করা হবে।

ঢোঁক গিলল এনবিইউ

স্নাতকে ভর্তিতে কাউন্সেলিংয়ের নোটিশ দিয়েও সিদ্ধান্ত বদল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : বিতর্ক বাড়তেই শেষমুহূর্তে স্নাতকে ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের অনলাইন ভর্তির ক্ষেত্রে রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা অগ্রাহ্য করে বিএ এলএলবি (অনার্স)-এর ভর্তির জন্য কাউন্সেলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তা নিয়েই শুরু হয় বিতর্ক। কাউন্সেলিংয়ের বদলে অনলাইনেই মেধাতালিকার ভিত্তিতে ভর্তির দাবি তোলে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের একটা বড় অংশ। তারপরই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত বদলায় কর্তৃপক্ষ।

২০২২-'২৩ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে কোন পদ্ধতিতে ভর্তি হবে, তা জানিয়ে ৩০ জুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। সেই বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয়, ভর্তি হবে অনলাইনে এবং মেধাতালিকার ভিত্তিতে। ফর্ম ফিলআপ থেকে ফি জমা দেওয়া- সমস্ত কাজই করতে হবে অনলাইনে। ভর্তির প্রক্রিয়া চলাকালীন কাউন্সেলিং, তথ্য যাচাই বা অন্য কোনও কারণে কোনও ছাত্রছাত্রীকে সশরীরে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকা যাবে না। ১৮ জুলাই স্নাতক স্তরে ভর্তির পোর্টাল খুলেছে। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভর্তি শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর।

ভর্তির প্রক্রিয়া চালুর মধ্যেই দু'দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের প্রধান সচিব একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান, ৬ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) বিএ এলএলবি প্রথম সিমেস্টার অনার্স কোর্সের ভর্তির জন্য কাউন্সেলিং হবে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, সংশ্লিষ্ট কোর্সে খালি আসনের জন্যই কাউন্সেলিংয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তারজন্য ছাত্রছাত্রীদের সশরীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর মঞ্চে সকাল সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে উপস্থিত থাকতে বলা হয়। সেক্ষেত্রে 'স্পট অ্যাডমিশন'-এর কথাও বলে কর্তৃপক্ষ। তাই যাঁরা কাউন্সেলিংয়ে যোগ দেবেন তাঁদের সঙ্গে ভর্তি ফি এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র আনতেও বলা হয়েছিল। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের একটা বড় অংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই প্রক্রিয়া মানতে রাজি ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, যখন কাউন্সেলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তখন ছুটিতে ছিলেন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের প্রধান সচিব নূপুর দাস। দায়িত্বে ছিলেন পরীক্ষানিয়ামক দেবাশিস দত্ত। প্রশ্ন ওঠায় সোমবার তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল। তারপরই কাউন্সেলিংয়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। বিকেলে সেই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তিও কাউন্সিলের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, যেভাবে মেধাতালিকার ভিত্তিতে ভর্তি হচ্ছিল, সেভাবেই ভর্তি হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'রকমের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে এক অভিভাবক ধীরাজ বিশ্বাস বলেন, 'কোন উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাউন্সেলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আর কেনই বা সিদ্ধান্ত বদলাল, তা রহস্যময়। এতে কর্তৃপক্ষের প্রতি পড়ুয়াদের আস্থা কমে যাবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের প্রধান সচিব নূপুর দাসের কথা, 'সময়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করার জন্যই মেধাতালিকার ভিত্তিতে খালি আসনে ভর্তির জন্য প্রতি বছর কাউন্সেলিং হয়। এই পদ্ধতিতে কোনওরকম অস্বচ্ছতা নেই। তবে বেশ কয়েকদিন ছুটিতে থাকার পর আজই কাজে যোগ দিয়েছিলাম। প্রশ্ন ওঠায় আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

কাউন্সেলিং নিয়ে ভিন্নমত ছাত্র সংগঠনগুলির। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দার্জিলিং জেলার কার্যনির্বাহী সভাপতি মিঠুন বৈশ্যর ব্যাখ্যা, 'নির্দেশিকার ব্যাপারে যা বলার কর্তৃপক্ষই বলবে। তবে কাউন্সেলিং আসন পূরণের সবথেকে ভালো উপায়। কাউন্সেলিং হলে ছাত্রছাত্রীদের উপকারই হত।' এবিভিপি'র প্রদেশ সম্পাদক শুভব্রত অধিকারীর বক্তব্য, 'অনৈতিক কোনও উদ্দেশ্যেই সরকারি নির্দেশ অমান্য করে কাউন্সেলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত স্বচ্ছতা রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া।'

পুরোনো বিজ্ঞপ্তি

- ৩০ জুন বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভর্তি হবে অনলাইনে এবং মেধাতালিকার ভিত্তিতে
- সমস্ত কাজ করতে হবে অনলাইনে
- ভর্তির প্রক্রিয়া চলাকালীন পড়ুয়াদের সশরীরে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকা যাবে না

নতুন বিজ্ঞপ্তি

- দু'দিন আগে নতুন বিজ্ঞপ্তি
- ৬ সেপ্টেম্বর বিএ এলএলবি প্রথম সিমেস্টার অনার্স কোর্সে ভর্তির জন্য কাউন্সেলিংয়ের ঘোষণা
- ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর মঞ্চে আসতে হবে

পার্ক নিয়ে প্রতারণা, ফের বিদ্ধ পরেশ

মেখলিগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : স্কুলে মেয়ের চাকরি নিয়ে বিস্তর বিতর্কের পর বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী এবারে পার্ক বিতর্কে জড়ালেন।

মেখলিগঞ্জ ব্লকের তিনবিঘা করিডরকে কেন্দ্র করে দূরদূরান্তের পর্যটকদের ভিড় হয়। পরেশ একারণে তিনবিঘা সংলগ্ন এলাকায় একটি পার্ক তৈরিতে উদ্যোগী হন। বন দপ্তরের অধীন তিনবিঘা পার্কের নামে প্রায় তিন একর জমি অধিগ্রহণও হয়। শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ীর নামে ওই জমির রেজিস্ট্রেশন হয়। অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ী তিনবিঘা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে একটি সংস্থাকে জমিটি দান করেন। পরেশ সেই সংস্থার সম্পাদক। বন দপ্তরের অধীনে পার্ক গড়ে উঠলে এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে বলে পরেশ সবাইকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু ১১ বছরেও জমিটি বন দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়নি। একটি পার্ক অবশ্য গড়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সেই পার্কের রীতিমতো বেহাল দশা। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে। হয় পার্ক সংস্কার করে তা বন দপ্তরকে হস্তান্তর করতে হবে, নয়তো দান করা জমি তাঁদের ফিরিয়ে দিতে হবে বলে জমিদাতারা সরব হয়েছেন।

জমিদাতা দেবনাথ রায়ের দাবি, 'এখানে সরকারি পার্ক হবে বলে পরেশবাবু আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে জানতে পারি, আমাদের দান করা জমি ব্যক্তিগতভাবে একজনের নামে রেজিস্ট্রি হয়েছে। লোক দেখাতে ওই জমিতে কয়েকদিন কাজও হয়। তারপর থেকে জমিটি পড়েই রয়েছে।' কমল রায় নামে এক গৃহবধূ বললেন, 'জমি রেজিস্ট্রেশনের সময় সই করতে বলায় আমরা সরল বিশ্বাসে তা করে দিয়েছিলাম। সরকারি কাজের কথা বলায় আমরা কম দামে জমি দিয়েছিলাম। কিন্তু বিষয়টি যে অন্য তা আমরা পরে জানতে পারি।' এই পরিস্থিতিতে হয় এলাকায় পার্ক গড়তে হবে নয়তো দান করা জমি তাঁদের ফিরিয়ে দিতে হবে বলে জমিদাতারা সরব হয়েছেন। এবিষয়ে যোগাযোগ করা হলে পরেশ বলেন, 'বন দপ্তরের জন্যই আমরা জমি অধিগ্রহণ করি। যে সময়কার কথা বলা হচ্ছে ওই সময় সরকার নিজে জমি কিনে সরকারি কাজ করত না। জমিদাতাদের জমি দান করতে হত। কিন্তু পার্কের জন্য বাসিন্দারা জমি দান করতে চাননি। তাই তাঁদের কাছ থেকে জমি কিনে নেওয়া হয়। তারপর তিনবিঘা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি গঠন করে জমি সেই সংস্থায় হস্তান্তর করা হয়। ইতিমধ্যে জমিদাতাদের দুজনকে কাজও দেওয়া হয়েছে।' পরেশের দাবি, বন দপ্তর ও পর্যটন দপ্তরকে এনওসি দেওয়া হয়েছে। দুই দপ্তর চাইলেই কাজ করতে পারে।

যুবকের দেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জের রুইধাসা মহল্লায় সোমবার রাস্তায় এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা সকালে মৃতদেহটি দেখে সদর থানায় খবর দেন। দেহটি রোহিত রায়ের (২৫) বলে শনাক্ত করেছেন স্থানীয়রা। রোহিত রুইধাসা মহল্লার বাসিন্দা ছিলেন। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, রোহিতকে নির্মমভাবে কিছু দুষ্কৃতী খুন করেছে। সদর থানার আইসি অমরপ্রতাপ সিং বলেন, 'পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে ঘটনার সত্যতা জানা যাবে।'

বিচ্ছিন্ন গ্রামে

প্রথম পাতার পর

পুজো হচ্ছে জেনে খুশি গ্রামের গৃহবধূরাও। আর কচিকাঁচাদের তো আনন্দের অন্ত নেই। কবে পুজোর মণ্ডপ বানাবার কাজ শুরু হবে? প্রতিমা কত বড় হবে? আলোকসজ্জা কেমন হবে? পুজো ঘিরে গ্রামের মাঠে মেলা বসবে তো? তৃতীয় শ্রেণির মণীশ দাস, চতুর্থ শ্রেণির পাপিয়া বিশ্বাস, পঞ্চম শ্রেণির পূজা দাস ও দীপিকা দাসদের মতো খুদেদের এমন হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে হাঁফিয়ে যাচ্ছেন অভিভাবকরা।

পুজো কমিটির সভাপতি চরকা সাহেব বলেন, 'গ্রামের সবাই উৎসাহ দেখিয়েছিলেন বলেই পুজোর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সকলের ভরসাতেই করছি।' আপাতত ঠিক হয়েছে, স্থানীয়দেরই কেউ প্রতিমার খরচ দেবেন। কেউ মণ্ডপ বানাবার, কেউ পুরোহিতের, আবার কেউ ঢাকির খরচ দেবেন। এছাড়া অন্যান্য খরচও রয়েছে। ওই ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য পুজো বাবদ হাজার টাকা করে দিচ্ছেন। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বাপি সরকার ও প্রভাত বিশ্বাসরা জানালেন, এখনও তাঁরা সরকারি অনুদান পাননি। 'তবে অনুদান পাওয়ার ব্যাপারে আমরা বিডিওর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন', বললেন বাপি।

উদ্যোক্তাদের মধ্যে সুকুউদ্দিন মিয়াঁ বললেন, 'কুমারগ্রামের মৃৎশিল্পী শিবেশ নাগের হাতে গড়া দেবীমূর্তি সবার নজর কাড়বে। পুজোর দিনগুলোতে মুক্তমঞ্চে বাউলগান এবং লোকসংগীতের আসর বসবে। মুক্তমঞ্চের আশপাশে রকমারি খাবারের দোকানও দেবেন স্থানীয়রাই।'

গৃহবধূ বিনতা বিশ্বাস বলেন, 'সেতু না থাকায় ৪-৫ কিলোমিটার ঘুরপথে পুজো দেখতে যেতে হয়। ইচ্ছে থাকলেও অষ্টমীতে অঞ্জলি দেওয়া হত না। এবার অঞ্জলি দেব। আর ছেলেমেয়েরাও খুব খুশি। ওরা বলছে সারাদিন নাকি মণ্ডপেই থাকবে। বলতে বলতে হেসে ফেলেন তিনি। একই কথা আরতি বর্মন সূত্রধর, বাসনা এক্কা অধিকারীদেরও।

আর উদ্যোক্তারা বলছেন, পুজোর আয়োজন করতে গিয়ে বেগ পেতে হচ্ছে ঠিকই। তবে পদে পদে হোঁচট খেতে হলেও গ্রামের সবার মুখে হাসি দেখে সাহসে বুক বাঁধছেন তাঁরা।

আবহাওয়া
মঙ্গলবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৩.০	২৮.০
শিলিগুড়ি	৩৩.০	২৫.০
জলপাইগুড়ি	৩৩.০	২৭.০
কোচবিহার	৩৩.০	২৭.০
আলিপুরদুয়ার	৩৩.০	২৭.০
মালদা	৩৩.০	২৬.০
রায়গঞ্জ	৩৩.০	২৬.০
গ্যাংটক	২৬.০	১৮.০

দুদিন আগে অমিত শা-কে ভারতের সবচেয়ে বড় 'পাপ্পু' বলে কটাক্ষ করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেই টি শার্টে সেই লেখা ছেপে ক্যাম্পেন শুরু করেছে তৃণমূল। সোমবার অমিত শা'র কার্টুন আঁকা সেই টি শার্ট পরে সংসদের সামনে ডেরেক ও'ব্রায়েন। নিজে তা টুইটও করেছেন।

প্রবল ভূমিকম্পে দক্ষিণ চিনে মৃত ৪৬

বেজিং, ৫ সেপ্টেম্বর : প্রবল ভূমিকম্পে সোমবার কেঁপে উঠল দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের একটি প্রত্যন্ত এলাকা। ভূকম্পের মাত্রা এতটাই তীব্র ছিল যে, তার অভিঘাতে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকারি সংবাদ সংস্থা। সিচুয়ান প্রদেশে কাংডিং শহরের ৪৩ কিলোমিটার দূরে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.৬। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে।

প্রাদেশিক রাজধানী চেংড়ু শহরের বাড়িঘর ভূমিকম্পের জেরে ভীষণভাবে কাঁপতে থাকে। সেখানে এখনও কোভিড আতঙ্ক যায়নি বলে কয়েক লক্ষ মানুষ কার্যত গৃহবন্দি হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় ভীষণভাবে। বহু মানুষই আতঙ্কিত হয়ে নিজেদের বাড়ি বা বহুতলের সামনে বেরিয়ে যান। যান চলাচল বিঘ্নিত হয়, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় সমস্ত এলাকায়। প্রায় ১০ হাজার মানুষের বাড়িতে যাবতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। সরকারি সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, দীর্ঘক্ষণ ভূমিকম্পের রেশ ছিল এলাকায়। পূর্ব তিব্বতেও ভূমিকম্প টের পাওয়া গিয়েছে। দমকলকর্মী ও ত্রাণকর্মীদের বিধ্বস্ত এলাকায় পাঠানো হয়েছে। সরকার জানিয়েছে অন্তত ১ হাজার সেনা জওয়ানকে অকুস্থলে পাঠানো হয়েছে।

ট্রেনের ধাক্কায়

প্রথম পাতার পর

পরিবারগুলিকে সাহায্যের আশ্বাস দেন। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া ছড়িয়েছে। ধুমডাঙ্গি স্টেশনের আরপিএফ আধিকারিক সন্তোষ ঝা বলেন, 'এদিন বিকেলে ধুমডাঙ্গি স্টেশন থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় দুই ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।' এদিকে, এদিনের ঘটনার জেরে এলাকার রাস্তাগুলির বেহাল দশার বিষয়টি নতুন করে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। অভিযোগ, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে রাস্তাগুলি বেহাল হয়ে পড়ায় বাসিন্দাদের রেললাইন ধরেই যাতায়াত করতে হয়। আর এর জেরেই মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। গত বছরের অগাস্ট মাসে ধুমডাঙ্গি স্টেশন থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে কনুয়াগছ গ্রামে ট্রেনের চাকায় পিষ্ট হয়ে চার কিশোর মারা যায়। ওই ঘটনার পরেই এলাকায় রেল পুলিশের তরফে এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়েছে কি? এদিন দুই ছাত্রীর মৃত্যুতে তা নিয়ে নতুনভাবে প্রশ্ন উঠল। দ্রুত এলাকার বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কারের দাবিতে বাসিন্দারা সরব হয়েছেন।

ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত

কিশনগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : চকোলেট খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে একটি চার বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে কিশনগঞ্জের পুঠিয়া এলাকায়। শনিবার রাতে ধর্ষণের পর মেয়েটিকে বিহার-বাংলা সীমানায় ফেলে পালায় দুষ্কৃতী। সেই রাতেই এক ব্যক্তি মেয়েটিকে রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার করেন। ইসলামপুর হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। ইসলামপুর থেকে মেয়েটিকে শিলিগুড়িতে রেফার করা হয়। অভিযুক্ত পুঠিয়ার একটি গ্রামে লুকিয়ে আছে বলে সোমবার মেয়েটির গ্রামের লোকজন খবর পায়। পরে অভিযুক্ত গণপিটুনির শিকার হয়। পুলিশ অভিযুক্তকে উদ্ধার করে গ্রেপ্তার করে। এদিন মেয়েটির অভিভাবক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুঠিয়া থানায় এফআইআর দায়ের করেন। পুলিশ ধৃতকে আদালতের নির্দেশে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে কিশনগঞ্জ জেলে পাঠিয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ৪

কিশনগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : বিহারের আরারিয়ার রানিগঞ্জ-ফরবেসগঞ্জ রাজ্য সড়কে ভিক্টোরিয়া সেতুর কাছে বাইক-ট্র্যাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষে একটি তিন বছরের শিশু সহ চারজনের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যায় ওই ঘটনায় মৃতরা হলেন স্থানীয় মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুখিয়া শান্তিদেবীর তিন বছরের ছেলে মন্নু কুমার, স্বামী রাজেশ ঋষিদেব (৩৫), নিকটাত্মীয় রঞ্জিত ঋষিদেব (২০) এবং শ্যাম ঋষিদেব (৫৫)। রাজেশ ছেলে মন্নুকে ডাক্তার দেখাতে রানিগঞ্জ যাচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁর বাইকে আরও দুজন ছিলেন। ভিক্টোরিয়া সেতুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ট্র্যাক্টরে বাইকটি সজোরে ধাক্কা মারে।

ট্রেনে কাটা

কিশনগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জের রুইধাসা ময়দান সংলগ্ন উড়ালপুলের নীচে সোমবার সন্ধ্যায় এনজেপিগামী একটি মালগাড়িতে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম বাসুদেব যাদব। তিনি বিহারের গোপালগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় আরপিএফ ইনচার্জ ইনস্পেকটর বনমালী ধর জানিয়েছেন, রেললাইন পারাপারের সময় ওই ব্যক্তি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে চাউমিন বানাচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ

জগন্নাথ রায়

ময়নাগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : হাল ছেড়ো না বন্ধু, বরং...

কবীর সুমনের (তখন সুমন চট্টোপাধ্যায়) এই গান ময়নাগুড়ির চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত ভূজারিপাড়ার বাসিন্দা সৌরভ রায় শোনেননি। কিন্তু হাল না ছাড়াকেই জীবনের মন্ত্র করেছেন।

কীভাবে? কলকাতার একটি বেসরকারি কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছেন। দরিদ্র কৃষক পরিবারের ছেলের পক্ষে সেই পড়া চালানোর খরচ সামলানো কম ঝক্কির ছিল না। তবুও স্বপ্নপূরণে পড়া চলাকালীনই বেসরকারি চাকরি করে সেই পড়ার খরচ জোগাড় করেছেন। করোনার কোপকে চোখের সামনে থেকেই দেখেছেন। চোখের সামনেই কতজনের চাকরি গিয়েছে। আর তাই কোনও বেসরকারি চাকরি নয়, রাজ্য সরকারের চাকরিতেই ভরসা খুঁজছেন। সরকারি চাকরি করে প্রকৃত অর্থেই মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান। আপাতত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষার প্রস্তুতিতে খুব ব্যস্ত। বেশ কয়েকটি পরীক্ষায় বসা সারা। সাফল্য এখনও অধরা। কিন্তু তাই বলে তো আর হাল ছেড়ে বাড়িতে বসে থাকা যায় না। পরিবারে অভাবটাও প্রকট। পরিবারকে সাহায্য করতে সৌরভ তাই মোমো-চাউমিন-চপ-কাটলেটের দোকান দিয়েছেন। ব্যবসার পাশাপাশি সমানতালে পরীক্ষার প্রস্তুতিও চলছে। স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে এক যুবকের নাছোড়বান্দা লড়াই মানুষের কুর্নিশও কুড়োচ্ছে।

সৌরভের বাবা অমৃতকুমার রায় একজন সাধারণ কৃষক। কৃষিকাজ করে সংসারের পাশাপাশি তিন ছেলের পড়াশোনায় টাকা জোগান। কিন্তু যা রোজগার তাতে রীতিমতো হিমসিম খাওয়ার জোগাড়। সৌরভ গত বছর কলকাতায় একটি বেসরকারি কলেজ থেকে ৭৪ শতাংশ নম্বর নিয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। বিটেক করতে প্রায় চার লক্ষ টাকা খরচ হয়। সৌরভ বলে চলেন, 'বাবার পক্ষে এই টাকা জোগাড় করাটা রীতিমতো অসম্ভব ছিল। তাই ইঞ্জিনিয়ারিং করতে করতেই একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজে ঢুকি। কিন্তু লকডাউনের সময়টায় যেভাবে অনেকের কাজ চলে যেতে দেখেছি, তাতে পড়াশোনার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা মার খাচ্ছে বলে মনে হয়েছে। তাই ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে রাজ্য সরকারের চাকরিকেই পাখির চোখ করেছি।'

নিজের দোকানে খদ্দের সামলাতে ব্যস্ত সৌরভ। – সংবাদচিত্র

ভাড়ার গেরোয় সিঁদুরে মেঘ উত্তরের ভ্রমণে

প্রথম পাতার পর

বছরের অন্য সময়ে এই ভাড়া কিন্তু খুব বেশি হলে ৪ কিংবা সাড়ে ৪ হাজার টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

এছাড়া, দিল্লি থেকে বাগডোগরার ভাড়া কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বেঙ্গালুরু থেকে বাগডোগরার ভাড়া পুজোর চারদিন ১০ থেকে ১৪ হাজার টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। একাদশী থেকে সে ভাড়া ৯-১০ হাজারে গিয়ে ঠেকেছে। এখনই।

পুজোর সময় ভাড়া বেড়েছে বাসেরও। বেসরকারি ভলভো বাসের ভাড়া পুজোর সময় ৩,৭০০ থেকে ৫,৫০০ টাকার মধ্যে থাকছে। একাদশীর পর থেকে কালীপুজো পর্যন্ত ভলভো বাসের ভাড়া ৩৫০০-৪০০০ টাকা। আর কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়িগামী প্রায় সব ট্রেনেই পুজোর ক'দিন ও পরবর্তী প্রায় দুই সপ্তাহ ওয়েটিং লিস্ট একশোর উপরে। অর্থাৎ, ট্রেনে টিকিট কনফার্ম হওয়া একপ্রকার অনিশ্চিত।

এরই মধ্যে একটু হলেও আশা দেখাচ্ছে স্পেশাল ট্রেনের ঘোষণা। ডুয়ার্স টুরিজম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের বক্তব্য, 'পুজোর চারদিন ডুয়ার্সে বুকিং ঠাসা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অনেক হোটেলেই ঘর ফাঁকা ছিল বলে জেনেছি। তবে ইদানীং কিছু স্পেশাল ট্রেন দেওয়া শুরু করায় অনেকে আবার খোঁজখবর নিচ্ছেন।'

ঘুরিয়ে দুর্নীতি কবুল

প্রথম পাতার পর

কিন্তু আমাদের সংশোধনের কোনও সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।'

অশোকবাবুর কাছে প্রসঙ্গটি পরে উত্থাপন করা হলে তিনি অবশ্য মন্তব্য করেন, 'বিষয়টি মনে নেই।' মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি দেন, 'একজন খারাপ মানে সবাই খারাপ নয়। জগতে সবাই ঠিক হয় না। আমার হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান? একটা মোটা, একটা বেঁটে, একটা রোগা, পাঁচটা আঙুল পাঁচরকম। সমাজে ভালো মানুষ আছে, খারাপ মানুষ আছে। একটা মানুষ খারাপ বা কেউ একটা খারাপ কাজ করল বা খারাপ ব্যবহার করল, তার জন্য পুরো সমাজটাকে কুৎসা করলাম, আর সবাইকে এক জায়গায় ফেললাম, এটা ঠিক নয়।'

মমতার স্বীকারোক্তি, রাজনীতিতে কেউ কেউ অতি লোভী হয়ে পড়ে। কিন্তু সেটা কতটা অনুচিত, বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি কত টাকার মালিক হলাম, এটা আমার পরিচয় নয়। পয়সা আজ আছে, কাল নেই। আপনারা যদি আমাকে বলেন, আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কন্ট্রোল করতে পারবেন? ভগবান হান্ড্রেড পার্সেন্ট কন্ট্রোল করতে পারে? আমি কে? আমি তো একজন সাধারণ মানুষ।'

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, 'এগুলো নির্ভর করে নিজেদের ওপরে। আমি কতটা লোভী হব, তা নির্ভর করবে আমার ওপরে। আমি নিজে কতটা ভালোভাবে চলব, তাও নির্ভর করবে আমার ওপরে।' মনে করা হচ্ছে, এই মন্তব্যে যেমন দলকে তিনি বার্তা দিলেন, তেমনই বোঝাতে চাইলেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে তাঁর দলের বা সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই।

পথে ফের ধস

প্রথম পাতার পর

এই পরিস্থিতিতে ওই লাইনে টয়ট্রেন চালানো বিপজ্জনক। তবুও সমস্ত সমস্যা দ্রুত মিটিয়ে ৭ তারিখ থেকে ট্রেন চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল রেল। কিন্তু সোমবার বিকেল থেকে ফের ওই এলাকায় ধস নামতে শুরু করেছে। ওদিকে, ১২ মাইলের কাছে রাস্তায় যে আড়াআড়ি ফাটল দেখা দিয়েছে, তা কিছুদিন আগেই মেরামত করেছিল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু জলের তোড়ে নীচ থেকে মাটি ধুয়ে যাওয়ায় ফের রাস্তা কিছুটা বসে গিয়েছে। ওই এলাকা ফের মেরামত করা হবে। তবে যে কোনওদিন ওই এলাকা টয়ট্রেনের লাইন সমেত ধসে যেতে পারে। পুজোর আগে পর্যটন মরশুমে লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হলে ট্রেন চালানো সম্ভব নয়। এদিকে, ১৫ সেপ্টেম্বরের পর থেকে ট্রেনের প্রায় বুকিং শেষ। এই পরিস্থিতিতে রেলকর্তারা চিন্তায় রয়েছেন।

রংটংয়ের কাছে রাস্তায় বিপজ্জনক ফাটল। – সূত্রধর

রোহিত-দ্রাবিড়দের 'ভুল' স্ট্র্যাটেজিতে ডুবতে হল ভারতকে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : এক রবিবারে বদলা। অন্য রবিবারে বদলে যাওয়া! এক রবিবারে পাকিস্তানের দখল নেওয়া। পরের রবিবারে পাকিস্তানের দখলে চলে যাওয়া।

মহান অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট। যেখানে অসম্ভব বলে কিছু হয় না। আবার সবই যে অনায়াসে সম্ভব, এমনও নয়।

তাই এক রবির নায়ক হার্দিক পান্ডিয়া পরের রবিতে ম্লান হয়ে যান। এক রবির অন্য নায়ক রবীন্দ্র জাদেজা হাঁটুর চোটে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যান। বিরাট কোহলি রান করার পরও টিম ইন্ডিয়াকে হারতে হয়। আর টিম ইন্ডিয়ার 'ভিলেন' হিসেবে সামনে চলে আসেন ২৩ বছরের বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিং। তাঁর 'অপরাধ', ম্যাচের ১৯ নম্বর ওভারে আসিফ আলির সহজ ক্যাচ ফসকানো। অনেকের মতে, আসিফের ক্যাচ মিস ভারত-পাক মহারণের টার্নিং পয়েন্ট। আর সেই ক্যাচ মিসের জন্য 'ম্যাচ কা মুজরিম' হওয়ার পাশে উইকিপিডিয়ায় 'খালিস্তানি' তকমা পেয়ে গিয়েছেন অর্শদীপ। বাইশ গজে ভারত-পাক মহারণের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে দুই প্রতিবেশীর রাজনৈতিক রং। অথচ ক্যাচ মিস খেলারই অঙ্গ। অতীতেও ঘটেছে। আগামীদিনেও এমন ঘটনা ফের ঘটবে।

অর্শদীপকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে গিয়ে আড়ালে চলে গিয়েছে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের স্ট্র্যাটেজিগত বেশ কিছু 'ভুল'। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে আজ দুবাইয়ে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের অন্দরে ব্যর্থতার নানা কারণ নিয়ে ছানবিন চালানো হয়েছিল। যার নির্যাস হিসেবে সামনে আসছে বেশ কিছু প্রশ্ন। এক, রবি বিষ্ণোই ও যুযবেন্দ্র চাহাল, দুই রিস্ট স্পিনারকে একসঙ্গে কেন খেলানো হল? যেখানে পাকিস্তান ব্যাটিংয়ে অন্তত চারজন বাঁহাতি ব্যাটার রয়েছেন। দুই, চোট পেয়ে জাদেজা ছিটকে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বদলি হিসেবে অভিজ্ঞ রবিচন্দ্রন অশ্বীনের কথা কেন ভাবা হল না? অফস্পিনার অশ্বীন পাক ব্যাটারদের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার 'এক্স' ফ্যাক্টর হতেই পারতেন। তিন, দীপক হুডাকে অলরাউন্ডার হিসেবে খেলানো হল। অথচ তাঁকে দিয়ে এক ওভারও বল করানো হল না কেন? বিশেষ করে পাকিস্তানের দুই মহম্মদ, রিজওয়ান-নওয়াজ উইকেটে জমে যাওয়ার পর হুডাকে দিয়ে অন্তত এক ওভার না করানোর 'নির্বুদ্ধিতা' কেন দেখালেন রোহিত? বাইশ গজে স্নায়ুর চাপের ম্যাচে তিনি যদি বা ভুলে গিয়ে থাকেন দীপকের বোলিং স্কিলের কথা, ডাগআউটে বসে কোচ দ্রাবিড় কী করছিলেন, এই প্রশ্ন উঠছে প্রবলভাবে। চার, অভিজ্ঞ দীনেশ কার্তিককে কেন 'বাদ' দেওয়া হল? যেখানে সাম্প্রতিক অতীতে তাঁকে দলের 'ফিনিশার' হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছিল? কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার আজ এই প্রশ্ন তুলেছেন। বাস্তবে কোনও প্রশ্নেরই জবাব 'আপাতত' নেই। জবাবের সম্ভাবনাও নেই।

ব্যর্থতার ময়নাতদন্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

কারণ, আগামীকালই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচ রয়েছে রোহিতদের। সেই ম্যাচেও স্ট্র্যাটেজিগত ভুলে হার মানেই প্রতিযোগিতা থেকে ঘ্যাচাং ফু। এমন 'ভুল' ফের হবে না, তার নিশ্চয়তাও নেই। ঠিক যেমন কারও জানা নেই ঋষভ পন্থের 'ভুল' শট নির্বাচনের 'রোগ' কবে সারবে, সেই প্রশ্নের জবাব। কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রাম, গৌতম গম্ভীর থেকে শুরু করে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ ঋষভের শট বাছাই দেখে বিরক্ত। গম্ভীর তাঁর বিরক্তি গোপন না করে বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত, ঋষভ নিজেও এই শটের জন্য হতাশায় ভুগবে। রিভার্স সুইপ ওর মূল শক্তি বা অস্ত্র নয়। শটটার কোনও প্রয়োজনই ছিল না।' একইভাবে আক্রাম বলেছেন, 'জানি ঋষভ এমন শট খেলে। কিন্তু পাকিস্তান ম্যাচে এই শটের কোনও প্রয়োজন ছিল না। শট নির্বাচন নিয়ে ওর ভাবার সময় এসেছে।' ঋষভের লাগাতার ভুল শট বাছাইয়ের মতো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্নায়ুর যুদ্ধে ভারতীয় বোলিং নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। জসপ্রীত বুমরাহ চোটের কারণে দলে নেই। মহম্মদ সামিকে জাতীয় নির্বাচকরা টি২০ ক্রিকেটের জন্য ভাবছেন না বলে শোনা গিয়েছে আগেই। অথচ, রিজওয়ান-নওয়াজদের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রমাণিত, চাপের মুখে বুমরাহ-সামিকে কতটা মিস করেছে টিম ইন্ডিয়া। ধারাভাষ্যের মাঝে গম্ভীর সেই প্রসঙ্গ তুলেও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'দুবাইয়ের ব্যাটিং উইকেটে পরিস্থিতির চাপ সামলাতে ব্যর্থ হয়েছে বোলাররা। ভুবি চেষ্টা করেছিল। বিষ্ণোইও খারাপ নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দলের বোলিংয়ের অনভিজ্ঞতা বড্ড বেশি করে বোঝা গিয়েছে।'

সোজা কথায়, নওয়াজ-রিজওয়ানরা সন্ধান দিয়েছেন রোহিতের সংসারের অনেক 'অজানা' 'নড়বড়ে' দিকের। অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় টি২০ বিশ্বকাপের আগে রোহিত-দ্রাবিড়রা কীভাবে সমস্যার সমাধান করেন, নজর থাকবে সেদিকেই।

এক ক্যাচ মিসেই ঝড় উঠেছে অর্শদীপ সিংয়ের জীবনে।

কড়া পদক্ষেপ কেন্দ্রের

অর্শদীপ 'খালিস্তানি'! সৌজন্যে উইকি

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। অর্শদীপ সিংয়ের ক্ষেত্রে ঠিক সেটাই ঘটল। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ ফেলে এমনিতেই পাকিস্তান ম্যাচের ভিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের সমালোচনার কেন্দ্রে। সেই ক্ষত বাড়িয়ে ভারতের তরুণ পেসারকে 'খালিস্তানি' জঙ্গি বানিয়ে দেওয়া হল! সৌজন্যে উইকিপিডিয়া।

বিষয়টি গোচরে আসার পর ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় সরকার। সংস্থার প্রতিনিধিকে জরুরি ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তিমন্ত্রকের তরফে তলব করা হয়েছে। ১৮তম ওভারে আসিফ আলির ক্যাচ ফেলেন অর্শদীপ। পরের ওভারে ঝড় তুলে ম্যাচ জিতিয়ে দেন আসিফ। তারপরই ঘরে-বাইরে সমালোচনা কেন্দ্রবিন্দুতে অর্শদীপ। সবকিছু ছাপিয়ে একেবারে জঙ্গি তকমা। ছেলের নাম অবাঞ্ছিত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া নিয়ে অবশ্য জলঘোলা করতে নারাজ দর্শন সিং। ভালো কিছু করতে গেলে সমালোচনারও দরকার আছে বলে মনে করছেন তিনি। দর্শনের কথায়, 'ট্রোল নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। এদিনের ঘটনায় মনে হয় না অর্শদীপের ফোকাস নড়বে। বরং সমালোচনার পর ও আরও বেশি করে নিজের পারফরমেন্স ভালো করার দিকে মন দেবে।' প্রাথমিকভাবে অর্শদীপকে জঙ্গি বানানোর পিছনে পাকিস্তান-যোগ দেখছেন কেউ কেউ। সূত্রের দাবি, আট বছর আগে ঠিক এরকম কাজ করা হয়েছিল। যে ঘটনার পর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং পারভেজ মুশারফের দিকে আঙুল ওঠে। অর্শদীপের ক্ষেত্রেও সেই যোগ দেখা যাচ্ছে। অর্শদীপের পাশে ভারতীয়র বদলে খালিস্তানি লিখে দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় শিবিরও বিষয়টি নিয়ে ভালোভাবে নিচ্ছে না। এশিয়া কাপে দুই দেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে যে বন্ধুত্বের বাতাবরণ রয়েছে, তা অর্শদীপ বিতর্কে নষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে। উইকিপিডিয়া খুললেই দেখা যাচ্ছে অর্শদীপ সিংয়ের পাশে 'খালিস্তানি' লেখা। অবশ্য ভারত সরকারের কড়া পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে মিনিট পনেরোর মধ্যে বদলে যাওয়া অর্শদীপের পেজ সরিয়ে নেয় উইকিপিডিয়া।

শুধু ধোনিই মেসেজ করেছে

দুবাই, ৫ সেপ্টেম্বর : ৪৪ বলে ৬০ রানের দুর্দান্ত ইনিংস। ব্যাট হাতে মরুদেশের বাইশ গজে তিনি প্রমাণ করেছেন, বিরাট কোহলি ইজ ব্যাক।

সোশ্যাল দুনিয়া থেকে শুরু করে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও কোহলির ফর্মে ফেরা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও কোহলির ৬০ রানের ইনিংসের পরও ম্যাচ বাঁচেনি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে হেরে চাপে পড়ে গিয়েছে রোহিত শর্মার ভারত। টিম ইন্ডিয়ার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চলছে তুমুল সমালোচনা। আবার একইসঙ্গে দলের বোলিং আক্রমণও প্রবলভাবে কাঠগড়ায়। এশিয়া কাপে রোহিতদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন তুমুল জল্পনা শুরু হয়েছে। তখন পাকিস্তান ম্যাচ হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটালেন কোহলি। আচমকাই স্মৃতির সরণি ধরে কয়েক মাস পিছিয়ে তিনি টেনে আনলেন সেই স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ। কোহলি বলে দিলেন, 'আমি যখন টেস্ট ক্যাপ্টেন্সি ছাড়ি, তখন একজন মাত্র ক্রিকেটার আমায় মেসেজ করেছিল। অনেকের কাছেই আমার নম্বর রয়েছে। কিন্তু মেসেজ করেছিল শুধু মহেন্দ্র সিং ধোনি। এর থেকেই বোঝা যায়, কে আমার ভালো চায়। সত্যি যদি কেউ আমার কথা ভেবে থাকে, তাহলে সে ফোন করে বলতেই পারত।'

কোহলির এমন তির্যক মন্তব্যের পর আলোচনা শুরু হয়েছে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ঠিক কার দিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন? জবাব কারোর কাছেই নেই। তবে ভারত অধিনায়ক রোহিত থেকে শুরু করে বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়- বিরাট নিশানায় থাকা এমন অনেক নাম নিয়েই চলছে আলোচনা। ২০২১ সালে টি২০ বিশ্বকাপের আগে আচমকাই কোহলি ঘোষণা করেছিলেন, প্রতিযোগিতার পরই টি২০ নেতৃত্ব ছাড়বেন। যা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। বোর্ড সভাপতি সৌরভ সেই সময় বলেছিলেন, তিনি কোহলির সঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্ত বদল নিয়ে কথা বলেছিলেন। কোহলির মুখে আবার শোনা গিয়েছিল উলটো সুর। বিরাট সেই সময় বলেছিলেন, 'বোর্ড আমার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কেউ কোনও প্রশ্ন করেনি।' আজ পর্যন্ত দুনিয়া জানে না, সেদিন কে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। 'অদৃশ্য' কাউকে 'খোঁচা' দেওয়ার পাশে বিশ্রাম নেওয়া নিয়েও মুখ খুলেছেন কোহলি। ইংল্যান্ড সফরের পর প্রায় এক মাসের বেশি সময় ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন তিনি। বিরাটের এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। গতরাতে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে কোহলি বলেন, 'কোনওদিন ভাবতে পারিনি এক মাস ব্যাট স্পর্শ করব না। অথচ, সেটাই করতে হয়েছিল আমায়। শারীরিকভাবে না হলেও মানসিকভাবে বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল আমার। এখন আবার আগের মতো অনুভূতিটা ফিরে পেয়েছি। যে কোনও ক্রিকেটার চাইলে বিশ্রাম দেওয়া উচিত।' অতীতে ফিরে গিয়ে 'গোলাগুলি' চালানোর পর বাস্তবেও ফিরেছিলেন বিরাট। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্মান ও মর্যাদার ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার হার নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। পাকিস্তানের মহম্মদ নওয়াজ ও মহম্মদ রিজওয়ানের জুটিকে ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, 'রিজওয়ানের পাশে নওয়াজের ইনিংসটা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিল। ওকে চার নম্বরে পাঠিয়ে ফাটকা খেলেছিল পাকিস্তান। ২০ বলে ৪২ রান করে দিয়ে তার মর্যাদা দিয়ে গেল ও। টি২০ ফর্ম্যাটে এমন ইনিংস সবসময় ম্যাচের রং বদলে দেয়।' ম্যাচের ১৯ নম্বর ওভারে আসিফ আলির সহজ ক্যাচ ফেলে দেন অর্শদীপ সিং। এই ক্যাচ মিসকে ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট আখ্যা দিয়েছেন অনেকে। কোহলি তাঁর সতীর্থের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'চাপের মুখে ভুল হতেই পারে। এমন বড় ম্যাচে এটা নতুন কোনও ঘটনা নয়।' বিরাটের এদিনের মন্তব্যকে ঘুরিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন সুনীল গাভাসকার। তাঁর কথায়, 'কারা ফোন করে খবর নেয়নি সেটা যদি বিরাট জানাত, তাহলে যারা খোঁজ নিয়েছে তাদের প্রতি সুবিচার করতে পারত।' কেরিয়ার নিয়ে বিন্দুমাত্র সচেতন কোনও ক্রিকেটার জাতীয় দলের কোচ ও ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে সহজে মুখ খুলবে না এমন সারসত্য বিরাট কেন বুঝতে পারছেন না তা নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন সানি।

হারের পরই বিরাট বিস্ফোরণ

> বোঝা যায়, কে আমার ভালো চায়। সত্যি যদি কেউ আমার কথা ভেবে থাকে, তাহলে সে ফোন করে বলতেই পারত।

> কোনওদিন ভাবতে পারিনি এক মাস ব্যাট স্পর্শ করব না। অথচ, সেটাই করতে হয়েছিল আমায়। শারীরিকভাবে না হলেও মানসিকভাবে বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল আমার।

পাকিস্তান ম্যাচের পর ডিনার প্লেট হাতে বিরাট কোহলি।

নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্ট খেলতে হুবলি পৌঁছে গেলেন কুলদীপ যাদব, উমরান মালিকরা।

জিততেই হবে পরিস্থিতি

পাক ধাক্কায় বিধ্বস্ত ভারতের সামনে শ্রীলঙ্কা

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : 'প্রতিটি দিন হয়তো আমাদের হবে না। কিন্তু তারপরও মনকে শক্ত করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।' পাকিস্তান ম্যাচে হারের ধাক্কায় বিধ্বস্ত দলের মনের জোর বাড়াতে এমনই বার্তা দীনেশ কার্তিকের। সুপার ফোরের ডুয়েলে প্রথম এগারোয় জায়গা পাননি। সাজঘরের বারান্দায় বসে দেখেছেন সতীর্থদের লড়াই। কখনও জলের বোতল নিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন মাঠে।

দিনের শেষে হারটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে ডিকেরও। নিজেকে সামলে, সতীর্থদের সামলানোর দায়বদ্ধতা স্পেশাল বার্তায়। জোড়া জয়ে এশিয়া কাপে জমকালো শুরু করেছিল ভারত। যদিও গতকালের দ্বিতীয় পাক-ডুয়েলে ছন্দপতন। নিন্দুকদের আক্রমণের মুখেও রোহিত শর্মার দল। কারও আঙুল অর্শদীপ সিংয়ের দিকে। কেউ আবার ঋষভ পন্থের দায়িত্বহীন শট নিয়ে তিতিবিরক্ত।

প্রশ্নের মুখে রাহুল দ্রাবিড়-রোহিতদের টিম কম্বিনেশন, স্ট্র্যাটেজি। রেহাই পাচ্ছে না নির্বাচকরাও। জসপ্রীত বুমরাহ চোটে। তারপরও কেন নেই অভিজ্ঞ মহম্মদ সামি? রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অভিজ্ঞতা ও বাঁহাতি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে তাঁর দক্ষতার কথা কেন ভুলে গেলেন দ্রাবিড়রা?

এরকম অনেক প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছেন রোহিতরাও। এরমধ্যেই আগামীকাল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখার ম্যাচ। পাক-ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগে মঙ্গলবার দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামেই দ্বীপরাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জ, যারা ইতিমধ্যেই আফগানিস্তানকে হারিয়ে সুপার ফোরের অভিযান শুরু করে দিয়েছে।

পরিসংখ্যান
ম্যাচ-২০
ভারত ১০ | শ্রীলঙ্কা ১০
শেষ সাক্ষাৎকার ঃ ৬
উইকেটে জয়ী ভারত (ধরমশালা)
শেষ পাঁচে
ভারত ৩ | শ্রীলঙ্কা ২

এশিয়া কাপে আজ

ম্যাচ শুরু ঃ সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট থেকে, **সম্প্রচার ঃ** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে।

শক্তির বিচারে ভারত অনেকটাই এগিয়ে। তবে ম্যাচ ডে-তে কোন দল নিজেদের কীভাবে মেলে ধরতে পারে তা গুরুত্বপূর্ণ। আর ভারত যেখানে প্রবল চাপের মধ্যে সেখানে শ্রীলঙ্কা শিবিরে ফুরফুরে হাওয়া। শেষ দুই ম্যাচে দ্বীপরাষ্ট্রের দাপুটে ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নতুন রং যোগ করেছে। অধিনায়ক দাসুন শনাকার হুংকার, কীভাবে জিততে হয় জানে শ্রীলঙ্কা। ভারতের পক্ষে যা হালকাভাবে নেওয়া মুশকিল।

গত দ্বিপাক্ষিক সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করেছিল ভারত। তবে এশিয়া কাপে স্কোরলাইন ১০-১০। পাক ম্যাচের পর প্রবল চাপে মেন ইন ব্লু। বিশেষত বোলিং কপালের ভাঁজ বাড়াচ্ছে। আবেশ খান, অর্শদীপরা সম্ভাবনাময়। কিন্তু প্রেশার কুকার পরিস্থিতি সামলানোর মতো পরিণত হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। পাক ম্যাচে ভুবনেশ্বর কুমার, হার্দিক পান্ডিয়া, যুযবেন্দ্র চাহালদের ব্যর্থতায় আরও নির্বিষ বোলিং।

দানুষ্কা গুণথিলাকা, ভানুকা রাজাপাক্ষে, কুশল মেন্ডিস, শনাকাদের লক্ষ্য থাকবে যার ফায়দা তোলা। দ্রাবিড়দের প্রথম লক্ষ্যই বোলিং কম্বিনেশন ঠিক করা। যদিও এশিয়া কাপের দলে সেই অর্থে বিকল্প নেই। ফলে প্রত্যাবর্তনের তালিকায় পেস ব্রিগেডে ঘুরেফিরে সেই আবেশ। রবীন্দ্র জাদেজার শূন্যস্থান পূরণে হয়তো অক্ষর প্যাটেল।

গতকালের পাক-ডুয়েলে একটা বিষয় পরিষ্কার জাদেজার বিকল্প নেই মেন ইন ব্লু-র কাছে। তিন বিভাগেই জাদেজা দলে যে ভারসাম্য যোগ করে, তা অক্ষর, দীপক হুডাদের পক্ষে সম্ভব নয়। হুডাকে দিয়ে বল না করানোর সিদ্ধান্তেও রীতিমতো অবাক প্রাক্তনরা। অথচ, বাঁহাতি পাক তারকাদের বিরুদ্ধে হুডার অফস্পিন অস্ত্র হতেই পারত।

বিরাট কোহলির ফর্মে থাকার স্বস্তির মধ্যেও শ্রীলঙ্কা ম্যাচে রাতারাতি একঝাঁক ফাঁকফোকর পূরণের অ্যাসিড টেস্ট দ্রাবিড়দের জন্য। রোহিত, বিরাট, লোকেশ রাহুল-টপ থ্রি-র পজিটিভ ক্রিকেটের মাঝেও ঋষভ পন্থকে নিয়ে দোটানা, সমালোচনা তাল কেটেছে। কার্তিক নাকি ঋষভ, আগামীকাল কে খেলবে, তা নিয়েও জল্পনা-কল্পনার অভাব নেই।

সবকিছু ছাফিয়ে টিম এফোর্ট। উজ্জীবিত শ্রীলঙ্কাকে হারাতে যা ভীষণভাবে জরুরি। উলটোটা হলে অঘটনের রাত হয়ে উঠতে পারে মরুশহর দুবাই। আশা-আশঙ্কার যে দোলাচল নিয়েই আগামীকাল শ্রীলঙ্কা-চ্যালেঞ্জ রোহিত ব্রিগেডের।

আইএসএলে দর্শকদের স্বাগত সুনীলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : সমর্থকরা আবার মাঠে এসে উৎসাহ দেবেন, সঙ্গে আইএসএলে ফিরছে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ম্যাচও। আয়োজকদের এই দুই সিদ্ধান্তকেই স্বাগত জানালেন দেশের এক নম্বর তারকা সুনীল ছেত্রী।

ডুরান্ড কাপ চলার মাঝেই এফএসডিএল আইএসএলের সূচি প্রকাশ করেছে। ৭ অক্টোবর থেকে কোচিতে কেরালা ব্লাস্টার্স-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের টুর্নামেন্ট। প্লে-অফের ফর্ম্যাটে বদল ছাড়াও এবারের সব ম্যাচ রাখা হয়েছে সপ্তাহের শেষে। যাতে পরিবারের সকলের পক্ষে মাঠে আসা সম্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সুনীল তাঁর উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেননি, 'এবারে মরশুমে সমর্থকদের মাঠে আসা বিরাট মাত্রা যোগ করবে। দর্শকবিহীন অবস্থায় খেলতে যারা সবথেকে বেশি ভুগেছে, সেটা আমরা। তাই বেঙ্গালুরু এফসি-র মতো দলের কাছে সবথেকে সুখবর যে দর্শকরা গ্যালারিতে ফিরছেন।' গত মরশুমের আইএসএল ফাইনালে গোয়ায় দর্শক ঢুকতে দেওয়া হয় কোভিড পরবর্তী সময়ে। তবে গত দুই মরশুমই পুরো আইএসএল টুর্নামেন্টই হয় গোয়ায়। ফুটবলারদের থাকতে হয়েছে কড়া নিভৃতবাসে।

শুধু নিজেদের মাঠে দর্শক আসাই নয়, আইএসএলে সবথেকে বেশি গোলের (৫১ গোল) করা এই ভারতীয় স্ট্রাইকার উত্তেজিত কোচিতে মালয়ালি সমর্থকদের নিয়েও। তিনি বলেছেন, 'কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ওদের মাঠে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি। ওখানকার সমর্থকদের সামনে খেলা একটা আলাদা অভিজ্ঞতা।'

অবৈধ শট খেলে নিজেকে গর্দভ বললেন কিরগিয়স

নিউ ইয়র্ক, ৫ সেপ্টেম্বর : নিজেকে গর্দভ বলে মনে হচ্ছে। নিক কিরগিয়সের এমন মন্তব্য স্বাভাবিক। যে কাণ্ড তিনি ঘটিয়েছেন, তাতে নিজেকে গর্দভ মনে করা যুক্তিযুক্ত।

ইউএস ওপেনের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ড্যানিল মেদভেদেভের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা। দ্বিতীয় সেটে হঠাৎই প্রতিপক্ষের কোর্টেই পৌঁছে যান কিরগিয়স। শটও মারেন। সে প্রসঙ্গে ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, 'ভেবেছিলাম অন্যের কোর্টে গিয়ে শট নেওয়া যায়। এটা অবৈধ জানার পর নিজেকে গর্দভ বলে মনে হচ্ছে।' কিরগিয়স মানেই ভরপুর মশলা। এদিনও তার ব্যতিক্রম হল না। চেয়ার আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক, নিজের লাগেজ ব্যাগে লাথি সবই চলল। তবে, সবকিছু ছাপিয়ে গিয়েছে ওই অবৈধ শট। বিশ্বের এক নম্বর ও ইউএস ওপেনে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মেদভেদেভের পাল্লাই ভারী ছিল। ধার, ভার বিচার করে তাঁকে এবারও সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন বলা হচ্ছিল। সেরকম একজনকে চার সেটের লড়াইয়ে কার্যত উড়িয়ে দিলেন কিরগিয়স। তাঁর পক্ষে ফল ৭-৬ (১৩/১১), ৩-৬, ৬-৩, ৬-২। একদিন আগেই কোকো গফ বলেছিলেন, মেদভেদেভের বাধা টপকাতে পারলে কিরগিয়স এবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। সেটাই যেন প্রমাণ করতে নেমেছিলেন ২৭ বছরের তারকা। এবছরটা কিরগিয়সের কেরিয়ারে মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। জুলাইয়ে উইম্বলডনে রানার্স হয়ে থামতে হয়েছিল। সেটাই ছিল তাঁর প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনাল। এবার ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন। ক্রমশ উন্নতি চোখে পড়ছে এই অজি তারকার খেলায়। সেটা নিজেও উপলব্ধি করছেন। ম্যাচ শেষে বলেও ফেললেন সেই কথা। নিকের ভাষায়, '২৭ বছর লেগে গেল ভালো টেনিস খেলতে। আজ মেদভেদেভের উপরই চাপ বেশি ছিল। কারণ ও বিশ্বের এক নম্বর ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। আমি বাড়তি কিছু না করে নিজের খেলাটাই খেলেছি।' র‍্যাংকিং নিয়ে তিনি যে বিন্দুমাত্র ভাবেন না সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন নিক। তাঁর মতে, বিশ্বের এক নম্বরকে আজ হারতে হয়েছে ২৫ নম্বরের কাছে। তার মানে যে পিছিয়ে, সে ভালো প্লেয়ার। অর্থাৎ, র‍্যাংকিং সত্যি কথা বলে না। নিজের খেলায় দারুণ খুশি কিরগিয়স বলেছেন, 'গত কয়েকমাস দুর্দান্ত খেলছি। আত্মবিশ্বাসটা অন্য পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে।' এরকম চলতে থাকলে টেনিসের 'ব্যাড বয়' তকমা হয়তো শীঘ্রই মুছে যাবে কিরগিয়সের কপাল থেকে।

মেদভেদেভের কোর্টে ঢুকে পড়ার পর আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক কিরগিয়সের।

পুরুষদের সিঙ্গলসে পাবলো কারেনো বুস্তাকে হারিয়ে প্রথমবার ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন কারেন খাচানভ। ৩ ঘণ্টা ২১ মিনিটের লড়াই শেষে তিনি জিতেছেন ৪-৬, ৬-৩, ৬-১, ৪-৬, ৬-৩ গেমে। তাঁর পরের লড়াই কিরগিয়সের বিরুদ্ধে।

মহিলাদের সিঙ্গলসে কোয়ার্টারে উঠেছেন গফ, ওনস জাবেউর। ৭-৫, ৭-৫ গেমে চিনের ঝ্যাং সুয়াইকে হারিয়েছেন কোকো। রাশিয়ার ভোরোনিকা কুদেরমেতোভার বিরুদ্ধে ৭-৬ (৭/১), ৬-৪ গেমে জিতেছেন জাবেউর।

কাঠগড়ায় ঋষভ, সহানুভূতি অর্শদীপকে

কোহলিকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে ব্যাটিং : শেহবাগ

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : একটা ইনিংস, একটা সাফল্য।

পরিস্থিতি কতটা বদলে দিতে পারে বিরাট কোহলি তার হাতেগরম উদাহরণ। টানা ব্যর্থতার জেরে গত কয়েক মাসে সমালোচনায় রীতিমতো রক্তাক্ত হয়েছেন। ছাঁটাইয়ের দাবিও উঠেছিল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দল হারলেও বিরাট-দাপটে বন্ধ সমালোচকদের মুখ।

সাফল্যের স্বস্তি নিয়ে বিরাট নিজেও মুখ খুলেছেন। নিন্দুকদের একহাত নিয়েছেন। পাশে পেয়েছেন বীরেন্দ্র শেহবাগদেরও। বীরু যেমন বলেও দিচ্ছেন, আগের মতো ফের বিরাটকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে ভারতীয় ব্যাটিং। পাকিস্তান ম্যাচে বিরাট অ্যাঙ্করের ভূমিকায় না থাকলে ভারতের স্কোর ১৮১-র বদলে ১৫১ রানে আটকে যেত।

শেহবাগের মতে, বিরাট বরাবরই টাচে ছিল। মূল সমস্যা হচ্ছিল, ভালো শুরুটা বড় স্কোরে বদলাতে পাচ্ছিল না। হাইভোল্টেজ পাক ম্যাচে কিন্তু সেটাই করে দেখাল। রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুলের বিস্ফোরক শুরুর পর ভারতীয় ইনিংস আবর্তিত হল বিরাটকে ঘিরেই। শুরুতেই যদি বিরাট ফিরে যেত, তাহলে স্কোর ১৮১ হত না।

শেহবাগের দাবি, 'একজন প্লেয়ার ০, ১, ২ করলে ধরা হয় সে খারাপ ফর্মে রয়েছে। বিরাটের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। রান পাচ্ছিল, সেঞ্চুরি হচ্ছিল না। প্রতি ম্যাচে সেঞ্চুরি করবে, সবার এটাই প্রত্যাশা। অতএব বিরাট ব্যর্থ! শচীনের ১০০ সেঞ্চুরির রেকর্ড কবে ভাঙবে, বিরাটকে ঘিরে মূল আলোচনা ছিল এটাই। আকাশচুম্বি প্রত্যাশার কারণটাই মূল সমস্যা। আমার তো কখন বিরাটকে ছন্দহীন মনে হয়নি।' এদিকে, ক্যাচ ফেলার জন্য অর্শদীপ সিংকে 'খলনায়ক' বানানোর তীব্র প্রতিবাদ হরভজন সিংয়ের গলায়। তরুণ পেসারকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র কটাক্ষের পালটা সমালোচনায় প্রাক্তন অফস্পিনারের দাবি, অর্শদীপ তরুণ, অল্প বয়স। ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। অথচ, একটা ভুলের জন্য ভারতীয়রাই অর্শদীপকে ছোট করছে!

সোশ্যাল মিডিয়ায় হরভজন লেখেন, 'তরুণ অর্শদীপের সমালোচনা করা থামান। কেউ ইচ্ছে করে ক্যাচ ফেলে না। দলের ছেলেদের নিয়ে আমরা গর্বিত। পাকিস্তান ভালো খেলেছে, জিতেছে। নিজেদের খেলোয়াড়দের এভাবে ছোট করা, কটাক্ষ ছুড়ে দেওয়া অত্যন্ত লজ্জার। তাদের বলতে চাই অর্শ হল খাঁটি সোনা।' অর্শদীপের পাশে দাঁড়িয়েছেন আকাশ চোপড়াও। তিনি টুইটার প্রোফাইলে নিজের পরিবর্তে অর্শদীপের ছবি লাগিয়েছেন।

ঋষভ পন্থের ভুল শটে আউট নিয়ে অবশ্য সমালোচনা থামছে না। অতীতে বারবার একই ভুল করে দলকে ডুবিয়েছেন। পাক ম্যাচেও তার পুনরাবৃত্তিতে মুখর প্রাক্তনরা। গৌতম গম্ভীর বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত এভাবে আউট হয়ে হতাশ ঋষভ নিজেও। অনায়াসে লংঅন, মিডউইকেটের ওপর দিয়ে খেলতে পারত। ঋষভের শক্তি যা। রিভার্স সুইপ ওর অস্ত্র নয়। তারপরও এই ধরনের ভুলের কোনও যুক্তি নেই।'

ওয়াসিম আক্রামের মতে, ওই সময় এরকম শটের প্রয়োজনই ছিল না। ঋষভ ঝুঁকি নিতে ভালোবাসে। ঝুঁকিপূর্ণ শট খেলে। হয়তো এই মুহূর্তের বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটারও। কিন্তু পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মাথা ঠান্ডা রেখে খেলা উচিত ছিল। প্রাক্তন হেডকোচ রবি শাস্ত্রীর যুক্তি, পিচ ব্যাটিং সহায়ক ছিল। এই পিচকে কীভাবে ব্যবহার করা উচিত রোহিত, লোকেশ দেখিয়েছে ওপেনিং জুটিতে। ঋষভের উচিত ছিল সেভাবে ইনিংসটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তারপরও ঝুঁকি নিয়ে উইকেট খোয়াল।

হার-জিতের মাঝেও বন্ধুত্ব অটুট ভারত-পাক ক্রিকেটারদের।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

ডায়নামো জাগ্রেব বনাম চেলসি
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড বনাম কোপেনহেগেন এফসি
ম্যাচ শুরু রাত ১০.১৫ মিনিটে

প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম জুভেন্তাস
সেল্টিক বনাম রিয়াল মাদ্রিদ
সেভিয়া বনাম ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
আরবি লিপজিগ বনাম শাখতার ডোনেস্ক
রেড বুল সলজবার্গ বনাম এসি মিলান
বেনফিকা বনাম মাক্কাবি হাইফা
ম্যাচ শুরু রাত ১২.৩০ মিনিটে
সম্প্রচার সোনি টেন নেটওয়ার্কে

গুরু গ্রেগকে শুভেচ্ছা সৌরভের

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : চার শিক্ষককে শুভেচ্ছা জানালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই তালিকায় গ্রেগ চ্যাপেলের নাম দেখেই দুইয়ে দুইয়ে চার করতে সময় নিলেন না নেটিজেনরা। শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় সৌরভ লেখেন, দেবু মিত্রকে ভীষণ মিস করছি। আমার অত্যন্ত প্রিয় জন রাইট, গ্যারি কার্স্টেন ও গ্রেগ-শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা। জীবনে কিছু মুহূর্ত থাকে, যা অতীতকে জাগিয়ে দেয়। আমার জীবনে ব্যর্থতা ও ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনী এখানে।

সঙ্গে ইউটিউবের একটি ভিডিওর লিঙ্ক জুড়ে দেন মহারাজ। সেখানে তিনি জীবনের ওঠাপড়া নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। সব ছাপিয়ে চ্যাপেলের নাম কেন মহারাজ পুরো লেখেননি তা নিয়েই চর্চা চলল দিনভর। আবার তিক্ত সম্পর্কের পরও সৌরভ যে গ্রেগকে একজন শিক্ষক হিসেবে সম্মান জানিয়েছেন তাতে মুগ্ধ অনেকে। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে মাত্র সাত দিনের কোচিং নিয়েছিলেন চ্যাপেলের কাছে। সেটা তাঁর কেরিয়ারে কত বড় শিক্ষা দিয়েছে তা এদিন উঠে এসেছে সৌরভের কথায়। ২০০৫ সালে ক্যাপ্টেন্সি হারানোর পর একদিনের জাতীয় দল থেকেও বাদ যান বাঙালির আইকন। এক বছর পর টেস্ট থেকেও ছেঁটে ফেলা হয় তাঁকে। সেই কঠিন সময় বড় শিক্ষা দিয়েছে বলে এদিন জানিয়েছেন সৌরভ।

বাগান ম্যাচ খেলতে এল কুয়ালালামপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেবর : সনি নর্ডির সঙ্গে ২০২০ সালে খেলেছেন মালাকা মেলাখা ইউনাইটেডে। এবার সেই সনির পুরানো ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতেই কলকাতায় পা রাখলেন কলম্বিয়ান স্ট্রাইকার রোমেল মোরলেস। সোমবারই শহরে এএফসি কাপের ইন্টার জোনাল সেমিফাইনাল খেলতে পা রেখেছে কুয়ালালামপুর এফসি। সেই দলের সঙ্গেই এসেছেন মোরলেস।

সকালের বিমানে কলকাতায় পা রেখেই বিকেলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের অনুশীলন মাঠে নেমে পড়ল কুয়ালালামপুর সিটি এফসি। পাঁচ বিদেশি নিয়ে কলকাতায় এসেছে মালয়েশিয়ান লিগে ষষ্ঠ পজিশনে থাকা এই দলটি। কলকাতায় এসে স্থানীয়দের কাছে ডার্বির কথা শুনে বেশ অবাকই হয়েছেন মালয়েশিয়ান কর্তারা। দলের ক্রোয়েশিয়ান কোচ বোয়ান হোডাক খোঁজ খবর নিয়েছেন স্থানীয় দলের। একই সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ চলছে এটিকে মোহনবাগানের লিস্টন কোলাসোর। লিস্টনকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে মালয়েশিয়ান দলটি। পাঁচ বিদেশির মধ্যে রোমেল ছাড়াও রয়েছেন মাঝমাঠের পাওলো জোশু। ব্রাজিলিয়ান এই ফুটবলারটি আবার দলের অধিনায়কও। রয়েছেন রক্ষণের একজন অজি ফুটবলার। নাম গিয়ান কার্লো। এবছর লিয়েনে নেওয়া হয়েছে জোর্ডান মিন্টোকে। আর রয়েছেন এক ফিলিপিন্সের ফুটবলার, নাম কেভিন মেন্ডোজা। এই দলে তিনজন অনিয়মিত জাতীয় দলের ফুটবলার রয়েছেন। বুধবার যুবভারতীতে মোহনবাগানের মুখোমুখি হবে মালয়েশিয়ান এই দলটি। এই মুহূর্তে মালয়েশিয়ান সুপার লিগে দলটি পঞ্চম স্থানে রয়েছে। ঘরের মাঠে যে জনি কাউকোদের হারানো যথেষ্ঠ কঠিন তা বেশ বুঝেছে কুয়ালালামপুর সিটি।

জয়ী প্রদীপ-সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : মিত্র সম্মিলনীর অমরেশ গোস্বামী ও লালবাহাদুর গুরুং ট্রফি আন্তঃসদস্য অকশন ব্রিজে সোমবার প্রদীপ বসু-সৌরভ ভট্টাচার্য জিতেছেন। এছাড়াও জয় পেয়েছেন মিন্টু রাহা-মলয় বসু ও পূর্ণেন্দু গুহ-প্রদীপ দে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে নামার আগে প্র্যাকটিস প্যারিস সাঁ জাঁ-র লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপের। তৈরি হচ্ছেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির আর্লিং হাল্যান্ড।

আজ শুরু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ■ নামছে গতবারের সেরা রিয়াল

মেসি ট্রফি জিতবে : আগুয়েরো

প্যারিস, ৫ সেপ্টেম্বর : ফুটবল ভালোবাসেন? 'দ্য বিউটিফুল গেম'-এর জন্য রাত জাগতে পারেন? তাহলে মঙ্গলবার থেকে তৈরি হয়ে যান। কেননা রাত পেরোলেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে বড় শো উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। ২৮ মে লিভারপুলকে হারিয়ে ১৪ নম্বর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। ১০১ দিনের ব্যবধানে মঙ্গলবার রাতে খেতাব রক্ষার অভিযানে নামতে চলেছে তারা। রিয়ালের সঙ্গে প্রথমদিনই মাঠে দেখা যাবে লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে, নেইমারের প্যারিস সাঁ জাঁ-কেও।

ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের মরশুম গত মাসে শুরু হয়েছে। সেখানে সেরা পাঁচটি লিগেই নানা ওঠাপড়ার সাক্ষী গত এক মাসে থেকেছেন ফুটবলপ্রেমীরা। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আকর্ষণটাই আলাদা। কেননা ইউরোপের সেরা ক্লাবগুলি ঘরোয়া লিগের কথা মাথায় রাখলেও মূলত চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার জন্যই দল গড়ে। মঙ্গলবার অবশ্য সেই অর্থে কোনও 'বড় ম্যাচ' নেই। তার মধ্যেও কিছুটা মশলা থাকবে গ্রুপ 'এইচ'-এ পিএসজি বনাম জুভেন্তাস ম্যাচে। ফ্রান্সের ঘরোয়া প্রতিযোগিতা লিগ ওয়ানে ১০ বারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। কিন্তু ইউরোপ সেরা হওয়ার স্বপ্নটা এখনও সত্যি হয়নি তাদের। গতবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল তাদের। এবার সেই জ্বালাটা মেটানোর বাড়তি তাগিদ থাকবে মেসিদের মধ্যে। পিএসজি-র গ্রুপে জুভেন্তাস ছাড়া বড় কোনও দল নেই। ফলে ঘরের মাঠে মঙ্গলবার জুভেকে হারাতে পারলে পরের রাউন্ডে যাওয়ার কাজ অনেকটাই এগিয়ে রাখবেন ক্রিস্টোফি গ্যালটিয়েরের ছেলেরা।

বার্সেলোনার জার্সিতে ক্যাবিনেট ভর্তি সাফল্য রয়েছে মেসির। কিন্তু পিএসজি-তে আসার পর নিজের ছায়ার সঙ্গে লড়াই করছেন তিনি। তবে মেসি এবার প্যারিসের ক্লাবকে বহুকাঙ্খিত চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এনে দেবেন, এমনটাই আশা করছেন তাঁর প্রাক্তন দেশোয়ালি সতীর্থ সের্জিও আগুয়েরো। তিনি বলেছেন, 'চলতি মরশুমে ভালো ছন্দে রয়েছে মেসি। পুরোনো ধার ওর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। সাফল্যের খিদে এখনও ওর মধ্যে রয়েছে। যা মেসি ও পিএসজি-কে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এনে দিতে পারে।'

সাঁ জাঁ-র মতো না পাওয়ার হতাশা অবশ্য রিয়াল মাদ্রিদের নেই। বরং তাদের চোখ থাকবে ১৪-কে পনেরোতে উন্নত করার দিকে। সেই লক্ষ্যে মঙ্গলবার কার্লো আন্সেলোত্তি ব্রিগেডের প্রতিপক্ষ সেল্টিক। অ্যাওয়ে ম্যাচে স্কটল্যান্ডের চ্যাম্পিয়নদের হারাতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয় করিম বেঞ্জিমাদের। গ্রুপ 'এফ'-এ রিয়ালের মূল লড়াইটা হবে আরবি লিপজিগের সঙ্গে। যারা মঙ্গলবার গ্রুপের অন্য দল শাখতার ডোনেস্কের মুখোমুখি হবে।

গতবারের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জন্য অবশ্য প্রথম রাউন্ডেই কিছুটা কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। গ্রুপ 'জি'-তে তাদের প্রতিপক্ষ স্প্যানিশ ক্লাব সেভিয়া। যারা নিজেদের দিনে যে কোনও দলকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। অবশ্য গোলের জন্য ম্যান সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার চিন্তা থাকার কথা নয়। কেননা তিনি বরুসিয়া ডর্টমুন্ড থেকে গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডকে নিয়ে এসেছেন। যিনি চলতি ইপিএলে ৬ ম্যাচে ৯ গোল করে বসে আছেন। যার মধ্যে দুটি হ্যাটট্রিক। তবে দল হিসেবে এখনও চেনা মেজাজে পাওয়া যায়নি ম্যান সিটি। যা চিন্তায় রাখবে পেপকে।

অন্যান্য ম্যাচের মধ্যে গ্রুপ 'জি'-তেই ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে নামবে কোপেনহেগেন এফসি। গ্রুপ 'ই'-তে চেলসি অভিযান শুরু করবে ডায়নামো জাগ্রেব ম্যাচ দিয়ে। গ্রুপ 'এইচ'-এর অন্য ম্যাচে খেলবে বেনফিকা ও মাক্কাবি হাইফা।

লিগে খেলতে চলেছে বাগান

ডুরান্ডের নক আউট সূচি

তারিখ	ম্যাচ
৯ সেপ্টেম্বর	কোয়ার্টার ফাইনাল-১ মহামেডান বনাম কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি (যুবভারতী)
১০ সেপ্টেম্বর	কোয়ার্টার ফাইনাল-২ বেঙ্গালুরু এফসি বনাম ওডিশা এফসি (কিশোরভারতী)
১১ সেপ্টেম্বর	কোয়ার্টার ফাইনাল ৩ মুম্বই সিটি এফসি বনাম চেন্নাইয়ান এফসি (যুবভারতী)
১২ সেপ্টেম্বর	কোয়ার্টার ফাইনাল ৪ রাজস্থান ইউনাইটেড এফসি বনাম হায়দরাবাদ এফসি (কিশোরভারতী)
১৪ সেপ্টেম্বর প্রথম সেমিফাইনাল	কোয়ার্টার ফাইনাল-১ বিজয়ী বনাম কোয়ার্টার ফাইনাল-৩ বিজয়ী (যুবভারতী)
১৫ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় সেমিফাইনাল	কোয়ার্টার ফাইনাল-২ বিজয়ী বনাম কোয়ার্টার ফাইনাল-৪ বিজয়ী (যুবভারতী)
১৮ সেপ্টেম্বর	ফাইনাল (যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : ইউসিফ আত্রিস ও সের্জিও বারবোসার করা জোড়া গোলে ইন্ডিয়ান নেভিকে এদিন রাজস্থান ইউনাইটেড এফসি হারাতেই ডুরান্ড কাপ থেকে ছিটকে গেল এটিকে মোহনবাগান। এই গ্রুপ থেকে আগেই বিদায় নেয় ইস্টবেঙ্গলও। ফলে এবার কলকাতার একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে থেকে গেল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। গ্রুপ 'বি' থেকে রাজস্থান ও মুম্বই সিটি এফসি গেল কোয়ার্টার ফাইনালে। এই দুই দলের মতোই সাত পয়েন্ট পেলেও তিন দলের নিজেদের মধ্যে সবথেকে কম পয়েন্ট থাকায় ছিটকে যায় মোহনবাগান।

ডুরান্ড থেকে বিদায় নিতেই এবার তাদের কলকাতা লিগে খেলা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়। সন্ধ্যার পর আইএফএ থেকে চিঠি যায় মোহনবাগান ক্লাবের কাছে। বকেয়া টাকা না পেলে তারা খেলবে না, এই কথা আগেই জানিয়েছিল মোহনবাগান। এদিনও ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত বলেছেন, 'আমরা আইএফএ-র চিঠি পেয়েছি। যে ১২ লক্ষ টাকা শুরুতেই দেওয়ার কথা হয়েছিল, সেটা আগামীকালের মধ্যে পাঠিয়ে দিন এবং বাকি ৩ লক্ষ লিগের শেষে দেবেন বলেছিলেন। সেটাও ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দিতে হবে জানিয়ে আমরা চিঠি রাতের মধ্যেই পাঠাচ্ছি।' আইএফএ সচিবকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, 'আমরা মঙ্গলবারই ওদের টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর লিগের শেষে যে টাকা দেব বলেছিলাম সেটাও ওদের দাবি মেনে ২৫ তারিখের মধ্যেই দিয়ে দেব।' দুজনের কথাতেই পরিষ্কার, কলকাতা লিগে দর্শকদের মোহনবাগানকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। অগাস্টের শেষে এসে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত আলোচনা করে যান বাগান সচিব দেবাশিস দত্তের সঙ্গে। তখনই কতটা বকেয়া কীভাবে দিতে পারবেন তিনি জানিয়ে যান। এরপরেই বরফ গলতে থাকে। দেবাশিস বলেছেন, 'এই মুহূর্তে মোহনবাগানের কলকাতা লিগে খেলার বিষয়টি কাপ ও ঠোঁটের মধ্যেকার দূরত্ব যতটুকু ততটাই।' সম্ভবত সেই দূরত্বও এবার ঘুচতে চলেছে। ২০১৯ সালের পর আবার মোহনবাগানকে সম্ভবত দেখা যাবে কলকাতা লিগে।

করোনা সংক্রমণ হয়েছে ইস্টবেঙ্গল কোচ স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের। আপাতত তাঁকে কয়েকদিন আইসোলেশনে থাকতে হবে। তাঁর পরিবর্তে সহকারী কোচ বিনো জর্জ দলকে অনুশীলন করাবেন।

জোড়া সোনা শুভাঙ্গির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : বেলাকোবায় রবিবার অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ নর্থবেঙ্গল ওপেন রাজেন্দর দেব রায়কত ট্রফি সোতোকান ক্যারাটেতে সোতোকান কাই ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশনের ভক্তিনগর শাখার শুভাঙ্গি দে জোড়া সোনা জিতেছে। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে ৩৮ কেজিতে কুমিতে ক্যাটাগোরি ও কাতাতে নেমেছিল সে।

এছাড়াও অ্যাসোসিয়েশনের দিমিরা বসু মেয়েদের অনূর্ধ্ব-৭ বিভাগে কাতাতে সোনা ও কুমিতে ক্যাটাগোরিতে রুপো পেয়েছে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১০ বিভাগে ৩৬ কেজিতে অ্যাঞ্জেল কর্মকার কাতাতে দ্বিতীয় ও কুমিতে ক্যাটাগোরিতে তৃতীয় হয়েছে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১১ বিভাগে ৩৭ কেজিতে তন্ময় দাস কাতাতে সোনা ও কুমিতে ক্যাটাগোরিতে ব্রোঞ্জ পেয়েছে। ক্যারাটেকাদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত দলের কোচ বিমল সরকার।

পদক ও শংসাপত্র নিয়ে সোতোকান কাই ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশনের ক্যারাটেকারা।

দার্জিলিং মহিলা দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ৯-১১ সেপ্টেম্বর মহিলাদের আন্তঃজেলা কাবাডি মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় অনুষ্ঠিত হবে। যার জন্য বৃহস্পতিবার দার্জিলিং জেলা দল রওনা হবে। দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব মিনতি সেন ঘোষিত দলে রয়েছেন বিথী বর্মনবিশ্বাস, দীপ্তি বর্মন, পিয়ালি রায়, সীমা সাহানি, সুনিতা বর্মন, পম্পা বসাক, সোনালি সিংহ, তাপসী বর্মন, রূপা বর্মন, সুইটি সরকার, অঞ্জলী মুর্মু, অনুষ্কা লামা, মেঘা শর্মা ও অনন্যা দেবনাথ। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে অপর্না রায় ও সুভাষ মল্লিক।

জিতল সংঘশ্রী

ইসলামপুর, ৫ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে সোমবার সংঘশ্রী ক্লাব ১-০ গোলে বিপ্লবী সংঘকে হারিয়েছে। স্থানীয় হাইস্কুল মাঠে গোল করেন বিশাল ছেত্রী। রবিবার উদ্বোধনী ম্যাচে ক্ষুদিরাম বয়েজ ক্লাব ৫-০ সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। অভ্রজ্যোতি রায় ও উদেশ কামতি জোড়া গোল করেন। তাদের অন্যটি শংকর সিংহ। অন্য ম্যাচে নন্দঝার সবুজ সংঘ ১-০ গোলে টিএন চৌধুরী চা বাগানের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল পান অভিজিৎ রায়। মঙ্গলবার খেলবে দিশারি স্পোর্টিং ক্লাব ও টিএন।

সেরা ইলেভেন

ফাঁসিদেওয়া, ৫ সেপ্টেম্বর : নেতাজি সুভাষচন্দ্র স্পোর্টিং ক্লাবের একদিনের ১২ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল এনআরবি ইলেভেন স্টার। সোমবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে ভালোবাসা মোড় জুম ব্রাদার্স এনজেপি-কে হারিয়েছে। ২ নম্বর বড়পথু খুলিয়াজোত প্রাইমারি স্কুলের মাঠে গোল করেন প্রতিযোগিতার সেরা পঙ্কজ এবং ফাইনালের সেরা সুনীল। সেরা গোলকিপার জুমের অনীশ সরকার। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ১৩ হাজার টাকা।

বিমানবন্দরে উচ্ছ্বাস নতুন সভাপতিকে ঘিরে

অঞ্জনের মতোই স্বচ্ছ প্রশাসন চান কল্যাণ

প্রসূন বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : শেষ জীবনে মোহনবাগানের প্রয়াত অঞ্জন মিত্রের বড় অবলম্বন ছিলেন জামাই কল্যাণ চৌবে। সোমবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হওয়ার পর সেই কল্যাণ যখন প্রথমবার পা রাখলেন নিজের শহর কলকাতায়, তখন তাঁর সহজসরল উক্তি, 'অঞ্জনদা সব সময় স্বচ্ছ প্রশাসনের জন্য লড়াই করেছেন, আমিও সেটাই অনুসরণ করতে চাই। এই উচ্ছ্বাস দেখলে তিনি খুশি হতেন।'

খেলোয়াড়ি জীবনে এর আগেও বহু ম্যাচ জিতে তিনি বিমানবন্দরের পথ থেকে নিশ্চুপভাবে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু এদিনের দৃশ্যের সঙ্গে যেন মেলানো যাবে না আগের সেইসব দিনের ছবি। এ যেন কোনও যুদ্ধে জেতা নায়কের ঘরে ফেরার দৃশ্য। যুদ্ধ জয়তো বটেই। প্রথমবার কোনও প্রাক্তন ফুটবলার হিসেবে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের পদে বসা। তাও আবার দেশের ফুটবল আইকনকে হারিয়ে। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির পর আবার বাঙালি সভাপতি। নিন্দুকরা যেভাবেই দেখুক না কেন বিষয়টাকে, এদিনের এই কল্যাণের ঘরে ফেরার দৃশ্য অন্য কথা বলবে।

হাজারখানেক লোক। কারও হাতে ভারতীয় পতাকা, কারও হাতে ফুল, মালা। কারও হাতে উত্তরীয়। আর রয়েছে একঝাঁক মহিলা ঢাকি, তাসা পার্টি। দুর্গাপুজোর আগেই যেন অষ্টমীর মহড়া দিয়ে গেলেন তাঁরা। ঢাকের আওয়াজে বিমানবন্দরে কান পাতা দায়। এক লহমায় বিমানবন্দরের এগজিট গেট থেকে বেরিয়ে আসতেই এই প্রাক্তন গোলরক্ষককে একবার ছুঁয়ে দেখার জন্য মানুষের পাগলামি চোখে পড়ার মতো। কেন করছে তাঁরা এই পাগলামি? কোনও এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বলে? না এদিন এই হাজারখানেক উৎসাহী মানুষের হাতে ছিল না কোনও রাজনৈতিক ব্যানার, রাজনৈতিক পতাকা বা রাজনৈতিক স্লোগান। এখানেই বোধহয় ফুটবলের জয়। আইএফএ সহ সভাপতি সৌরভ পাল তাঁর ক্লাবের সদস্যদের এনেছিলেন নতুন সভাপতিকে বরণ করতে। তাঁকেও অতি কষ্টে পৌঁছাতে হল কল্যাণের কাছে।

দীর্ঘ কুড়িদিনেরও বেশি এই নির্বাচনের জন্য দিল্লিতে থাকতে হয়েছে। এদিন তাঁকে নিতে আসেন স্ত্রী সোহিনী মিত্র চৌবে ও কন্যা রুশা। তাঁরাও বিহ্বল চোখে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সবকিছু। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় কল্যাণ পাশে ডেকে নেন তাঁকে। এদিন জোর গলায় দাবি করেন নতুন এআইএফএফ সভাপতি যে তিনি বাংলারই ছেলে। এখানকার প্রতি কোনও বঞ্চনা সহ্য করবেন না। তিনি বলেছেন, 'আমার কার্যকালে বাংলার ফুটবলারদের স্বার্থ দেখব। শুধু বাংলার নয় গোটা দেশের জন্য ভাবব।' একই সঙ্গে আরও বলেছেন, 'জীবনে বাঁচাটাই লড়াই। প্রতিটা দিন কাটিয়ে ওঠাই লড়াই। ফুটবল যে সুরক্ষিত হাতে রয়েছে সময়ের সঙ্গে তার মূল্যায়ন আপনারা করতে পারবেন।'

এছাড়াও যে কথাগুলি তিনি বলে গেলেন তা গত কয়েকদিনে দিল্লিতেই বলেছেন একাধিকবার। দুর্নীতিমুক্ত ফেডারেশন গড়া তাঁর লক্ষ্য। ফুটবলের উন্নয়ন প্রধান লক্ষ্য। তিনি হঠাৎ করে সভাপতির চেয়ারে বসে চমকদার কোনও স্বপ্ন দেখাবেন না বললেও সোমবার তাঁকে ঘিরে মানুষের উচ্ছ্বাসই বলে দিচ্ছিল তাঁকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। শীঘ্রই আইএফএ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন নতুন এআইএফএফ সভাপতি।

নতুন সভাপতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। পাশাপাশি কল্যাণের কাছে তাঁদের দাবি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়দের মতো প্রাক্তনদের যাতে কাজে লাগানো যায় সেদিকটাও দেখতে হবে। মোহনবাগান ক্লাবও কল্যাণকে সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কলকাতা বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা কল্যাণ চৌবেকে। ছবি ঃ ডি মণ্ডল

অর্শদীপের পাশে দাঁড়িয়ে হুংকার ভুক্তভোগী সামির

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : ভুক্তভোগীই জানে কতটা যন্ত্রণা। গতবছর টি২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খারাপ বোলিং করায় ট্রোলিংয়ের শিকার হয়েছিলেন মহম্মদ সামি। সেই ঘটনার রেশ তাঁর মন থেকে মুছে যায়নি। এশিয়া কাপে সেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ মিস করায় তরুণ অর্শদীপ সিংকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছিঁড়ে খাচ্ছেন অনেকে। এমন পরিস্থিতি যে কোনও ক্রিকেটারের কাছে দমবন্ধ করার মতো। হাড়ে হাড়ে সেটা উপলব্ধি করেছেন সামি। তিনি পাশে পেয়েছিলেন ক্যাপ্টেন বিরাট কোহলি সহ সতীর্থ, প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং শুভানুধ্যায়ীদের। অর্শদীপের হয়েও গলা ফাটাচ্ছেন অনেকে। যার মধ্যে একজন সামি। এদিন তিনি অর্শদীপের পাশে দাঁড়িয়ে একহাত নিয়েছেন সমালোচকদের। সামির হুংকার, 'সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বলুক সমালোচকরা। কোনও কাজ নেই। ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে অনেক হম্বিতম্বি করছো তোমরা। যখন ভালো খেলি তখন তো কাউকে প্রশংসা করতে শুনি না। খারাপ খেললেই দাঁত, নখ বের করে সবাই আক্রমণ শুরু করে।' নিজের সেদিনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে সামি বলেছেন, 'আমাদের পাশে গোটা দেশ আছে। তাই এমন ঘটনার পরও সেরা পারফরমেন্স দেওয়ার জন্য প্রতি মুহূর্তে লড়াই করার অনুপ্রেরণা পাই।' অর্শদীপের সমর্থনে নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিও বদলে দিয়েছেন সামি। যেখানে দেখা যাচ্ছে হাসছেন তরুণ অর্শদীপ। যেন বোঝাতে চাইছেন, সমালোচনার জবাব দেব বাইজ গজে। তৈরি থাকুন।

সুনীল গাভাসকারও ট্রোলারদের কথায় বেশি মাথা না ঘামানোর পরামর্শ দিয়েছেন অর্শদীপকে। সানির কথায়, 'যদি কোনও প্রাক্তন ক্রিকেটার সমালোচনা করেন তাহলে সেটা মানা যায় কারণ তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে। যাঁরা ক্রিকেটের 'ক' বোঝে না, তাঁদের কথা কেন বেশি গুরুত্ব দেব? আমি কখনই এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না, আর ঘামাব না।'

সেরাটা দিতে চান ডাওডা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : অবশেষে কলকাতায় চলে এলেন আবিওলা ডাওডা। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিদেশি তালিকায় শেষতম সংযোজন একসময়ে রেডস্টার বেলগ্রেডে খেলা এই নাইজিরীয় স্ট্রাইকার। এদিনই তিনি অনুশীলনে নেমে পড়েন। তার আগে বলেছেন, 'অবশেষে অপেক্ষার অবসান। ভালো লাগছে যাবতীয় সমস্যা কাটিয়ে আসতে পারায়। আমিও আর সময় নষ্ট করতে চাই না।' তাঁর দ্বৈত নাগরিকত্বের জন্য ভিসা পেতে সমস্যা হচ্ছিল বলে খবর। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা এই স্ট্রাইকার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'আমাদের উপর ভরসা রাখুন। আপনারা সঙ্গে থাকলে আমরা ভালো ফল করার সাহস পাব।'

স্মরণে
মীরা মোদক
প্রয়াণ: ২৫-০৮-২০২২,
তোমার আত্মার চির শান্তি কামনা করি
শোকাহত মোদক পরিবারবর্গ। শিলিগুড়ি

অ্যান্টনির সাহসে মুগ্ধ টেন হ্যাগ

ম্যাঞ্চেস্টার, ৫ সেপ্টেম্বর : নতুন শুরুর প্রত্যাশা নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে পা রেখেছেন হ্যাগ। ইপিএলের শেষ চারটি ম্যাচে তাঁর স্বপ্নকে দিনের আলো দেখাচ্ছেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, র‍্যাশফোর্ডরা। রবিবার ঘরের মাঠে ৩-১ গোলে জিতে আর্সেনালের চলতি ইপিএলে অপরাজিত দৌড় থামানোর কাজটা দলগত প্রয়াসে করলেন হ্যাগের ছেলেরা। লাল জার্সিতে প্রথমবার নামা ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার অ্যান্টোনি একটু বেশিই যেন আশা জাগালেন। তাই ম্যাচের পর তাঁকে নিয়েই বেশি শব্দ খরচ করেছেন হ্যাগ।

দলের নতুন মুখকে প্রশংসায় ভরিয়ে হ্যাগ বলেছেন, 'আজকে তিনটি গোলই দলগত চেষ্টার ফল। কিন্তু অ্যান্টোনিকে নিয়ে আমি অত্যধিক খুশি। ও কতটা ভয়ংকর হতে পারে সেটা আগে থেকেই জানি। আজকে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের দর্শকরাও সেটা বুঝতে পারলেন।'

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন দার্জিলিং-এর এক গৃহবধূ

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং-এর এক গৃহবধূ গিতা রাঠি-কে 25.07.2022 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87A 12016 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার।গিতা বললেন, "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতার পর আমি খুবই আনন্দিত বোধ করছি। আমার পরিবারের সকলেই আমার কোটি টাকার পুরস্কারের কথা জানতে পেরে খুবই খুশি। আমি সব সময় আমার উন্নত জীবনযাত্রার স্বপ্ন দেখতাম। ডিয়ার লটারির দেওয়া এই পুরস্কার আমার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ করবে। আমি ডিয়ার লটারিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য। আমি বিশেষ করে সকল বয়সের নারিদের ডিয়ার লটারির টিকিট কিনে একবার হলেও নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দিচ্ছি। ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায়।"

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ : ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫১৩৪৪০১, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com
Website : http://www.uttarbangasambad.in